NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

EKDIN

একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৩ বই ছেঁড়া নিয়ে বিবাদ সাউথ পয়েন্টে, সহপাঠীর গলায় ছুরি দিয়ে কোপ

ইন্ডি জোটের অবস্থা 'এসটিবি' প্রোজেক্টের মতোই: অর্জুন সিং ৩

কলকাতা ১ অক্টোবর ২০২৬ ১৩ আশ্বিন ১৪৩৩ বৃহস্পতিবার বিংশ বর্ষ ১১২ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 01.10.2026, Vol. 20 Issue No. 112, 8 Pages, Price 3.00

ঘরেই আক্রান্ত 'বীরভূমের বাঘ'

মৃণালজিৎ গোস্বামী

সিউড়ি: একসময় বীরভূমের রাজনীতিতে যাঁর কথাই ছিল শেষ কথা, সেই অনুব্রত মণ্ডলই এবার সিউড়ির দলীয় কার্যালয়ের ভিতরেই আক্রান্ত। বুধবার সন্ধ্যায় সিউড়িতে তৃণমূলের দলীয় কার্যালয়ে লাঠি হাতে তিন যুবকের ঢুকে পড়া, অফিসে ভাঙচুর এবং অনুব্রত মণ্ডলকে মারধরের চেষ্টার অভিযোগ ঘিরে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, বুধবার বিকেল সাড়ে পাঁচটা নাগাদ অনুব্রত মণ্ডল সিউড়ির দলীয় কার্যালয়ে আসেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন জেলা পরিষদের এক কর্মাধ্যক্ষ। এরপর একে একে সিউড়ির তৃণমূল কাউন্সিলররাও তাঁর সঙ্গে দেখা করতে দলীয় কার্যালয়ে আসেন।

অভিযোগ, সন্ধ্যা ছটা বাজার কিছু আগে মুখে হলুদ রঙের কাপড় বাঁধা তিন যুবক লাঠি হাতে দলীয় কার্যালয়ে ঢোকে। প্রথমে নীচের তলায় এবং পরে প্রথম তলায় গিয়ে তারা অফিসের চেয়ার-সহ বিভিন্ন আসবাবপত্র এলোপাথাড়ি ভাঙতে শুরু করে। পরিস্থিতি বুঝে ওঠার আগেই তারা অনুব্রত মণ্ডল যে ঘরে বসেছিলেন, সেখানে পৌঁছে যায় এবং তাঁর সামনেই টেবিল ভাঙচুর করতে শুরু করে বলে অভিযোগ। এই সময় অনুব্রতর চোখের নিচে কাচের টুকরো লাগে। লাঠি হাতে তিন যুবকের এমন তাণ্ডবে দলীয় কার্যালয়ে থাকা তৃণমূল কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। অভিযোগ, এরপর অনুব্রত মণ্ডলকে উদ্দেশ্য করে গালিগালাজ ও হুমকি দেওয়া হয়। পরিস্থিতি শান্ত করার জন্য অনুব্রত মণ্ডল ঠান্ডা মাথায় তাঁদের আশ্বস্ত করার চেষ্টা করেন বলেও দলীয় সূত্রের দাবি।

কিন্তু তাতেও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসেনি বলে অভিযোগ। বরং এক দুষ্কৃতী লাঠি নিয়ে অনুব্রত মণ্ডলকে মারতে উদ্যত হয়। এমনকি তাঁর জামার কলার ধরে টানাটানিও করা হয় বলে অভিযোগ। অফিসে থাকা কয়েকজন এগিয়ে আসার চেষ্টা করলে তাঁদেরও গালিগালাজ করা হয় বলে দাবি তৃণমূলের। এরপরই দলীয় কার্যালয়ে থাকা কয়েকজন সিউড়ি থানায় খবর দেন। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। তৃণমূলের পক্ষ থেকে আরও দাবি করা হয়েছে, দুষ্কৃতীদের মধ্যে একজন ঘটনাস্থলে 'জয় শ্রীরাম' স্লোগান দেয়।

ঘটনাকে ঘিরে ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক চাপানউতোর শুরু হয়েছে। বিজেপির পক্ষ থেকে ঘটনাটিকে 'সাজানো' বলেও দাবি করা হয়েছে। তাদের বক্তব্য, দুষ্কৃতীদের সামনে অনুব্রত মণ্ডলের কার্যত নির্বিকারভাবে বসে থাকার বিষয়টিও প্রশ্ন তৈরি করছে। বীরভূম জেলা বিজেপির সাধারণ সম্পাদক শ্যামসুন্দর গড়াই বলেন অনুব্রত মণ্ডলের আক্রান্ত হওয়ার পিছনে বিজেপির কোনও হাত নেই। এটি ১৫ বছরের তৃণমূলের অত্যাচারের ফল। যারা আক্রান্ত হয়েছেন, যারা অত্যাচারিত হয়েছেন, তাদের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ এটি। এমনকি এই ঘটনা কাজল ও কেষ্ট বিবাদের ফল বলছেন কেউ কেউ।

ঘটনার পর তৃণমূলের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়পন্থী নেতা কুণাল ঘোষ অনুব্রত মণ্ডলের বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থান নিয়ে কটাক্ষ করেন। তাঁর বক্তব্য, অনুব্রত কয়েকজনের চক্করে পড়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ছেড়ে অন্য শিবিরে গিয়েছেন। সকলে একসঙ্গে থাকলে এই ঘটনার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিবাদ করা সম্ভব হত বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

'এপাং-ওপাং নয়, বিদ্যাসাগরের বই পড়ুন'

ঘাটাল প্ল্যানে ১২০০ কোটি

সুমন মণ্ডল, ঘাটাল

বাংলা পঞ্জিকা অনুযায়ী ১২ আশ্বিন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্মদিন উপলক্ষে পশ্চিম মেদিনীপুরের ঘাটালের বীরসিংহ গ্রামে বিশেষ অনুষ্ঠানে একাধিক উন্নয়নমূলক প্রকল্পের ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী। হেলিপ্যাডে অবতরণের পর গাড়িতে করে বিদ্যাসাগর স্মৃতি মন্দিরে পৌঁছন তিনি। সেখানে বিদ্যাসাগরের মূর্তিতে মাল্যদান করার পাশাপাশি বিদ্যাসাগরের বাবা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও মা ভগবতী দেবীর মূর্তি উন্মোচন করেন। এরপর বীরসিংহ ভগবতী বিদ্যালয়ের খেলার মাঠে অনুষ্ঠিত হয় মূল সভা। কিন্তু গ্রামবাসীরা বাংলা সন-তারিখ ধরে পালন করেন।' বাল্যবিবাহ রুখে দেওয়ার জন্য নূপুর চঙরে, শ্রেয়া অধিকারী এবং তনুশ্রী সামন্ত নামে তিন ছাত্রীকে সংবর্ধনা দেন শুভেন্দু। তাদের সাধুবাদ জানিয়ে বলেন, 'তিন জন ছাত্রীর সঙ্গে কথা বলেছি। তারা নিজেদের অপ্রাপ্তবয়স্ক হিসেবে বিবাহ দেওয়ার প্রচেষ্টা নিজেরাই রুখে দিয়ে বিদ্যাসাগরের দেখানো পথে আমাদের সামনে উদাহরণ সৃষ্টি করেছে। মাত্র দু'দিনের নোটিসে আমার ইচ্ছা এবং স্বপ্নপূরণ করেছে।'

বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "তাঁর অসীম সম্পদ তিনি দিয়ে গিয়েছেন। তাঁকে অনুসরণ করে

সেখানেই বক্তব্য রাখেন মুখ্যমন্ত্রী।

শিক্ষা থেকে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্র, সর্বত্র সংস্কারের প্রয়োজন। সেই লক্ষ্যেই কাজ করছে রাজ্য সরকার বলেও মন্তব্য করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সরকারি পাঠাগারগুলিকে সাজানোর কথা বলেছেন। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা ছড়ার লাইন তুলে খোঁচাও দেন বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী। বুধবার ঘাটালের বীরসিংহে গিয়ে নানা ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

তিনি বলেন, 'বিদ্যাসাগর মহোদয়ের এই পুণ্যভূমিতে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে প্রথম বার এসেছি। এ আমার কাছে পরম আনন্দ এবং গর্বের। সরকারের পক্ষ থেকে ২৬ সেপ্টেম্বর ওঁর জন্মদিন পালিত হয়। চলবে এই সরকার। অংসখ্য বই রয়েছে, আর 'এপাং ওপাং ঝপাং' বই কিনবেন না। বিদ্যাসাগরের বই কিনুন, স্কুলের লাইব্রেরিগুলো ভরিয়ে দিন। আগে শুধু ভাষণ হয়েছে, কাজ কিছু হয়নি।"

বীরসিংহ ও পার্শ্ববর্তী এলাকার পরিকাঠামো উন্নয়নে একাধিক প্রকল্পের জন্য অর্থ বরাদ্দের ঘোষণা করা হয়। সিংহডাঙা থেকে বিদ্যাসাগর স্মৃতি মন্দির পর্যন্ত প্রায় ৫ কিলোমিটার রাস্তায় সোলার স্ট্রিট লাইট বসানোর জন্য ১ কোটি ২০ লক্ষ টাকা, বিদ্যাসাগর শিশু উদ্যানের বড় পুকুরের পাড় সৌন্দর্যায়নের জন্য ৩৫ লক্ষ টাকা এবং নতুন হেলথ সেন্টার উন্নতিকরণের জন্য ৪০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের কথা জানান মুখ্যমন্ত্রী।

কল্পনাতীত ব্যবধানে জয় নন্দীগ্রামে, দাবি শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন: নন্দীগ্রাম বিধানসভা উপনির্বাচনে বিজেপি প্রার্থী হাসিরানি রথের জয় নিয়ে কোনও সংশয় নেই বলেই বুধবার দাবি করলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। এদিন, হাসিরানি যে ব্যবধানে জিতবেন, তা 'কল্পনার বাইরে'। মঙ্গলবার রাতে রেয়াপাড়ায় দলের নির্বাচনী কোর কমিটির বৈঠকের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এই দাবি করেন তিনি।

আগামী ৬ অক্টোবর নন্দীগ্রামে ভোট গ্রহণ পর্ব অনুষ্ঠিত হবে। মুখ্যমন্ত্রী নিজে এখনও এই কেন্দ্রেরই ভোটার। নন্দীগ্রাম বিধানসভার নন্দনায়েক বাড়ের বুথে তিনি নিজে ভোট দেবেন বলেও মুখ্যমন্ত্রী জানান, তিনি যে বুথে ভোট দেবেন, সেখানকার মানুষ তাঁর সঙ্গেই থাকবেন। নন্দীগ্রামের ফল নিয়েও তিনি আত্মবিশ্বাসী। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে নন্দীগ্রামে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে তিনি ১,৯৫৬ ভোটে হারিয়েছিলেন। ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে নন্দীগ্রাম ও ভবানীপুর, দুই কেন্দ্র থেকেই জিতে আসেন তিনি। পরে নন্দীগ্রাম আসন ছেড়ে ভবানীপুরের বিধায়ক হিসেবে শপথ নেন। ছাব্বিশের নির্বাচনে নন্দীগ্রামে তৃণমূলের পবিত্র করকে প্রায় ৯,৬৬৫ ভোটে পরাজিত করেন তিনি।

এ বার উপনির্বাচনে বিজেপির জয় কতটা বড় হবে, তার ইঙ্গিত আগেই দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর দাবি ছিল, ২০২১ সালে তাঁর জয়ের ব্যবধানের অন্তত পাঁচ গুণ বেশি ব্যবধানে হাসিরানি রথ জিতবেন। মঙ্গলবার রাতে রেয়াপাড়ার বিধায়ক কার্যালয়ে প্রায় দেড় ঘণ্টা ধরে কোর কমিটির বৈঠক হয়। এই বৈঠকে হাসিরানি রথ ছাড়াও নন্দীগ্রাম উপনির্বাচনের দায়িত্বপ্রাপ্ত কাঁথির সাংসদ সৌমেন্দু অধিকারী এবং স্থানীয় বিজেপি নেতারা ছিলেন। সেই বৈঠক শেষে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'নন্দীগ্রামের উপনির্বাচনে বিজেপি প্রার্থী এমন মার্জিনে জিতবেন, তা কল্পনার বাইরে।'

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুরনো বক্তব্যের প্রসঙ্গও তোলেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, '২০২১ সালে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন তিনি নন্দীগ্রামে ১ নম্বর হবেন। ২০২৬ সালেও নন্দীগ্রামে পবিত্র কর এক নম্বরে থাকবে বলেছিলেন। কী হয়েছিল তা সবাই জানে। এখন শুধু ভোটের ফল দেখার জন্য অপেক্ষা করুন।'

শুভমানের দুশো, রোহিতের শতকে ঐতিহাসিক জয়

নিজস্ব প্রতিবেদন: ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হারিয়ে সিরিজ জিতে নিয়েছে ভারত। এক দিনের ক্রিকেটে তৈরি হল নতুন নজির।

এক দিনের ক্রিকেটে এক ম্যাচে ৪টি সেঞ্চুরি হওয়ার নজির রয়েছে। ২৮ বছর আগে পাকিস্তান ও অস্ট্রেলিয়ার ম্যাচে এমন ঘটনা ঘটেছিল। সেটিই এত দিন এক ম্যাচে সর্বোচ্চ সেঞ্চুরির নজির ছিল। পরে আরও দু'বার এমন ম্যাচ দেখা গিয়েছে। কিন্তু বুধবার সেই সংখ্যাও পেরিয়ে গেল। ভারত ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের ব্যাটাররা মিলে ৫টি সেঞ্চুরি করে ফেললেন।

বুধবারের ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজ ম্যাচে বোলারদের জন্য কিছুই সহজ ছিল না। ব্যাট হাতে দুই দলের খেলোয়াড়রাই দাপট দেখিয়েছেন। ওয়েস্ট ইন্ডিজের তিন ব্যাটার সেঞ্চুরি করেছেন। ভারতের দুই ওপেনারও শতরান করেছেন। তাঁদের মধ্যে শুভমান গিল আবার দ্বিশতরান করেছেন। ফলে এক দিনের ক্রিকেটে তৈরি হয়েছে নতুন নজির। ১০০ ওভারের ম্যাচে ৫ জন ব্যাটারের সেঞ্চুরি দেখা গিয়েছে। গিলের দ্বিশতরান ধরলে শতরানের সংখ্যা আরও বেশি। এমন ব্যাটিংয়ের রাতেই সিরিজ জিতে নিয়েছে ভারত।

মাঝআকাশে যাত্রী-বিমান, ককপিটে রক্তারক্তি

সন্ত্রাসবাদী হানা, বলল ইজরায়েল

দুবাই, ৩০ সেপ্টেম্বর: দুবাই থেকে তেল আভিভগামী বিমানে রক্তারক্তি-কাণ্ড। ককপিটের মধ্যে হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়েন দুই পাইলট। এক পাইলটের ছুরির আঘাতে আহত হন আর এক পাইলট। তার মাঝেই বিমান অপহরণের আশঙ্কা ছড়িয়ে পরে। দুবাই থেকে ইজরায়েলের তেল আভিভগামী বিমান তখন মাঝ-আকাশে। ৩৪ হাজার ফুট উচ্চতায় দুই পাইলটের মারামারির মধ্যে বিমান অপহরণের খবর রটতেই হুলস্থুল পড়ে যায়। যদিও ইজরায়েলের তরফে অপহরণের বিষয়টি প্রথমে খণ্ডন করা হয়। পরে অবশ্য, এই ঘটনাকে সন্ত্রাসবাদী হামলার তকমাই দিয়েছে ইজরায়েল। সে দেশের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইজরায়েল কাট্‌জ বুধবারের ঘটনাকে 'জিহাদিদের সন্ত্রাসবাদী হামলার চেষ্টা' বলে উল্লেখ করেছেন। পৃথক বিবৃতি দিয়েছে ফ্লাইদুবাই নামের ওই সংস্থাও। ইজরায়েলের প্রতিরক্ষামন্ত্রীর কথায়, 'ফ্লাইদুবাই বিমানের দুর্ভাগ্যজনক ঘটনাটি জিহাদিদের সন্ত্রাসবাদী হামলার চেষ্টা ছিল। ওই বিমানের ইজরায়েলি যাত্রীদের সাহসিকতায় সেই চেষ্টা বাতিল হয়েছে। ওঁরা ককপিটে ঢুকে প্রথমে জঙ্গিকে কাবু করেন। তার পর নিজের হাতে বিমানের নিয়ন্ত্রণ সেখানে উপস্থিত অন্য বিমানকর্মীর হাতে তুলে দেন।' হামলাকারীর উদ্দেশ্য কী ছিল? এখনও স্পষ্ট নয়। কাট্‌জ বলেন, 'আমাদের কাছে প্রাথমিক ভাবে যা খবর, তাতে ওই সন্ত্রাসবাদীর একটিই উদ্দেশ্য ছিল; যাত্রী-সহ গোটা বিমানটিকে ধ্বংস করে ফেলা।'

গঠিত সিট, আজকের মধ্যেই রিপোর্ট

এসআরএফটিআই

নিজস্ব প্রতিবেদন: সত্যজিৎ রায় ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউট (এসআরএফটিআই)-এ ২৭ সেপ্টেম্বরের ঘটনায় দায়ের হওয়া মামলার তদন্তে বিশেষ তদন্তকারী দল (এসআইটি) গঠন করল রাজ্য সরকার। বুধবার স্বরাষ্ট্র ও পার্বত্য বিষয়ক দপ্তরের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা শাখা থেকে জারি হওয়া বিজ্ঞপ্তিতে এই সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, পঞ্চসায়র থানায় দায়ের হওয়া তিনটি এফআইআরের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি, সংস্থা ও কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে অভিযোগের তদন্ত করবে এই এসআইটি। তদন্তে ন্র সামগ্রিক তত্ত্বাবধানে থাকবেন কলকাতা পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (ক্রাইম) কুনাল আগরওয়াল।

এসআইটির অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে রয়েছেন কলকাতা পুলিশের ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের ডেপুটি কমিশনার স্পর্শ নিলাঙ্গি, সিআইডির ডেপুটি সুপারিনটেনডেন্ট অফ পুলিশ কৌশিক ঘোষ, কলকাতা পুলিশের অ্যান্টি রাউডি সেকশনের সহকারী পুলিশ কমিশনার সলিল রায়, ইস্টার্ন সাবার্বান ডিভিশনের সহকারী পুলিশ কমিশনার তুষারকান্তি ঘোষ এবং ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের ইন্সপেক্টর হিরক দলপতি। প্রয়োজনে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ ও কলকাতা পুলিশের অন্যান্য আধিকারিক ও কর্মীদের পরিষেবা নেওয়ার ক্ষমতাও দেওয়া হয়েছে এসআইটিকে। তদন্তের অগ্রগতি সম্পর্কে প্রথম রিপোর্ট ১ অক্টোবর অর্থাৎ আজকের মধ্যে রাজ্য সরকারের কাছে জমা দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তির অনুলিপি রাজ্যের ডিজি ও আইজিপি, কলকাতার পুলিশ কমিশনার, এসআইটির সদস্য এবং রাজ্য প্রশাসনের শীর্ষ আধিকারিকদের কাছে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পাঠানো হয়েছে।

সুপ্রিমে রাজ্য, মিলন জামিনে

নিজস্ব প্রতিবেদন অন্তর্বর্তী জামিন পাওয়ার পর প্রশাসনিক ও আইনি জটিলতায় জেল থেকে বের হওয়ার আগেই আবারও রাজ্যের আইনি প্যাঁচের মুখে পড়তে হল নন্দীগ্রামের কংগ্রেস প্রার্থী মিলন প্রধানকে। কলকাতা হাইকোর্টের দেওয়া অন্তর্বর্তী জামিনের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে জল গড়ালে শেষমেশ সুপ্রিম কোর্টে বড়সড় ধাক্কা খেল রাজ্য সরকার। মামলাটি জরুরি ভিত্তিতে বৃহস্পতিবারই শুনানির জন্য রাজ্যের তরফে আর্জি জানানো হলেও তা সটান খারিজ করে দেয় শীর্ষ আদালত। উল্টে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেন, 'আমরা আগামী সোমবারই এই মামলার শুনানি করব এবং আবেদনটি খারিজ করব।'

ইন্ডি জোটের বৈঠকে গরহাজির অখিলেশ-স্ট্যালিন-কেজরিওয়াল

'হারের আগাম বাহানা', কটাক্ষে বিঁধল বিজেপি

নয়াদিল্লি, ৩০ সেপ্টেম্বর: হারের আগাম বাহানা খুঁজছে! দিল্লিতে ইন্ডি জোটের বৈঠককে তীব্র কটাক্ষ বিজেপির। গেরুয়া শিবির বলছে, বারবার রাহুল গান্ধিকে 'রিলঞ্চ' করার চেষ্টা করছে কংগ্রেস। কিন্তু কেউ তাঁকে নেতা বলে মানে না। বুধবার 'ইন্ডি' জোটের বৈঠক শেষে বিজেপি দপ্তরে সাংবাদিক সম্মেলন করে কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান চ্যালেঞ্জের সুরে বলেন, 'রাহুল গান্ধিকে কি অখিলেশ যাদবরা নেতা মানেন?'

অন্যদিকে, এদিন 'ভোটচুরির' প্রতিবাদে এবং জ্ঞানেশ কুমারের ইস্তফার দাবিতে সুর চড়াল বিরোধী জোট 'ইন্ডিয়া'। অক্টোবর এবং নভেম্বরে গোটা দেশে একগুচ্ছ কর্মসূচি ঘোষণা করেছে তারা। ২ অক্টোবর, গান্ধিজয়ন্তীর দিন থেকে 'গণতন্ত্র বাঁচাও যাত্রার' ডাক দেওয়া হয়েছে। এই কর্মসূচি চলবে ৮ অক্টোবর পর্যন্ত। ৬ অক্টোবর নির্বাচন কমিশনের সদর দপ্তর নির্বাচন সদনে মিছিল করে যাবেন বিরোধী সাংসদেরা।

বস্তুত, ভোটচুরি ইস্যুকে এবার ঐক্যবদ্ধভাবে তৃণমূল স্তরে নিয়ে যেতে চাইছে ইন্ডি জোট। বুধবার দিল্লিতে কনস্টিটিউশন ক্লাবে ইন্ডি জোটের বৈঠক শেষে জ্ঞানেশ কুমারকে সরানোর দাবিতে ৬ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করেছেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে। 'এক্ষুনি পদত্যাগ করুন' মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগ চেয়ে ফের সরব মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার একাধিক ইস্যুতে ইন্ডিয়া জোটের বৈঠক ছিল। তাঁর মধ্যে অন্যতম ছিল এসআইআর ইস্যু। সেই বৈঠকের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন তিনি। কার্যত মেজাজ হারাতে দেখা যায় তাঁকে। ক্ষুব্ধ মমতা হুঁশিয়ারি দিয়ে জানান, জ্ঞানেশ কুমারকে দ্রুত পদত্যাগ করতে হবে।

বরাবরের মতো জ্ঞানেশ কুমারকে কটাক্ষ করে 'ভ্যানিশ কুমার' বলে ডাকেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিনও তার অন্যথা হয়নি। ফের একবার ভোট চুরি হয়েছে বলে সরব হন। বলেন, 'আমরা একসঙ্গে আছি। বিহারে ভোট চুরি হয়েছে সে কথা আগেই বলেছিলেন রাহুল গান্ধি। মধ্যপ্রদেশ, হরিয়ানা, বাংলাকে লুট করেছে। আমরা নির্বাচন কমিশনে গিয়েছি, সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছি। সব জায়গায় জানিয়েছি। সব দরজায় কড়া নেড়েছি। এখন বোঝা যাচ্ছে তো ভ্যানিশ কুমার চোর? উনি ডাকাত।'

একদিনে চার, এশিয়াডে ভারতের সোনালি ঝড়

নিজস্ব প্রতিবেদন: একাদশ দিনে সবচেয়ে বেশি সাফল্য এল ভারতের ঝুলিতে। একটা দিনে মোট চারটি সোনা পেলেন অ্যাথলিটরা। শুটিং এবং তিরন্দাজিতে নজির গড়লেন নীরু ধান্ধা-কুশল দালালরা। একইসঙ্গে বেশ কয়েকটি সোনাজয়ের সম্ভাবনাও এদিন তৈরি করেছেন ভারতীয় অ্যাথলিটরা। দ্বাদশ দিনে তাঁদের হাত ধরে আরও সাফল্য আসতে পারে ভারতের ঝুলিতে।

বুধবার সকালে ভারতের সোনালি সাফল্যের সূচনা হয় লক্ষ্যভেদ করে। প্রথমে তিরন্দাজিতে নজির গড়ে এশিয়ান গেমসে ভারতকে সোনা আনেন মহিলা দল। জ্যোতি সুরেখা ভেন্নাম, চিকিতা তানিপার্থী, পৃথিকা প্রদীপ কমপাউন্ড আর্চারিতে চিনকে ২৩৮-২৩৪ ব্যবধানে হারিয়ে সোনা ছিনিয়ে নেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই তিরন্দাজিতে দ্বিতীয় সোনা। মিক্সড কমপাউন্ড ইভেন্টে দক্ষিণ কোরিয়ার জুটিকে শুটআউটে হারিয়ে সোনা জেতেন সাহিল যাদব ও চিকিতা। এদিন সোনা জয়ের ফলে ২০২৮-র লস অ্যাঞ্জেলস অলিম্পিকের টিকিটও হাতে পেল ভারতীয় দল।

বেলা বাড়তে তিরন্দাজিতে ফের সোনালি সাফল্য। চিনের বিরুদ্ধে একের পর এক বুলসআই মেরে সোনা ছিনিয়ে আনেন কুশল দালাল, সাহিল যাদব ও গণেশ থিরুমুরু। চলতি এশিয়াডে নিজের তৃতীয় পদকটি আনলেন নিরু ধান্ধা। মঙ্গলবার দলগত বিভাগে রুপো ও পরে ব্যক্তিগত ইভেন্টে সোনা জেতেন তিনি। বুধবার ফের সোনা জিতলেন ক্যনান চেয়ানিকে নিয়ে, মিক্সড ট্র্যাপ শুটিংয়ে। এছাড়াও এদিন তিনটি ব্রোঞ্জ এসেছে ভারতের ঝুলিতে। কুস্তিতে সুশীল কুমার, ৮৭ কেজি গ্রেকো রোমান বিভাগে ব্রোঞ্জ জেতেন। সেমিফাইনালে হেরেও প্রিয়া ঘাঙ্গাস এবং কপিল পোখারিয়া ব্রোঞ্জ পেয়েছেন।

এদিকে, মেয়েদের হকির ফাইনালে উঠেছে ভারত। সেমিফাইনালে দক্ষিণ কোরিয়াকে ২-০ ব্যবধানে হারিয়ে রুপো নিশ্চিত করেছে ভারত। মেয়েদের বক্সিংয়ের ৭৫ কেজি বিভাগের ফাইনালে উঠেছেন লভলিনা বরগোঁহাই। পুরুষ এবং মহিলাদের স্কোয়াশের দলগত ইভেন্টের সেমিফাইনালে উঠেছে ভারত। ফলে দু'টি ব্রোঞ্জ আপাতত নিশ্চিত।

টেনিসে অবশ্য হতাশ করেছেন ভারতীয়েরা। ছেলেদের ডাবলস, মিক্সড ডাবলসের কোয়ার্টার ফাইনাল থেকেই ছিটকে গিয়েছেন ভারতীয়েরা। ছেলেদের সিঙ্গলসের দ্বিতীয় রাউন্ডে হেরে গিয়েছেন দক্ষিণেশ্বর সুরেশও। তবে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছেন সুমিত নাগাল। সিঙ্গলসের দ্বিতীয় রাউন্ডে উজবেকিস্তানের সার্গেই ফোমিনকে ৬-৩, ৬-২ ব্যবধানে হারিয়েছেন সুমিত।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

NAME CHANGE

I Maria Nileema D/O Late Remis Kullu, R/O 41 Gariahat Road (S), Dhakuria, Kolkata - 700031, vide an Affidavit No. 12897 before the 1st class Executive Magistrate at Howrah, Dated - 24.09.2026 that Anita Kullu and Maria Nileema are the names of one and the same person.

CHANGE OF NAME

I, **Nayna Bansh** (New Name), D/O Safique Molla, aged about 23 years, resident of Sapmara, P.O. Boinchberia, P.S. Usthi, Dist. South 24 Parganas, West Bengal, PIN 743375, at present residing at Jhinukkhali, P.O. Nazir Bazar, P.S. Bhupatinagar, Dist. Purba Medinipur, West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from Surfiya Sultana (Old Name) to Nayna Bansh (New Name), and that I have renounced Islam and converted to Hinduism. Henceforth I shall be known as Nayna Bansh for all purposes, vide affidavit No. 994 sworn before the Notary Public at Contai, Purba Medinipur on 06/02/2026. Nayna Bansh (New Name) and Surfiya Sultana (Old Name) are the same and one identical person.

CHANGE OF NAME

আমি Maitreyee Ankan Bhatta W/0 Bhatta Ankan Sanjaybhai D/0 Subodh Kumar Chakraborty – আমার বিবাহের পূর্বে নাম ছিল Maitreyee Chakrabotty ও বিবাহের পরে আমার নাম হয় Maitreyee Ankan Bhatta by an affidavit 1st class Judicial Magistrate at Barrackpore court on 23/09/2026। Maitreyee Ankan Bhatta and Maitreyee Chakrabotty is the same and one identical person.

নাম -পদবী পরিবর্তন

আমার প্রকৃত নাম **RAJIYA BIBI**, স্বামী- Abdul Kalam Azad, ঠিকানা- ৯০, হিন্দ পার্ক, খড়দহ (এম), উত্তর ২৪ পরগনা, পিন- ৭০০১১৮, আমার পুত্র **SK. MUSHA KALIMULLA ALIAS SEKH MUSHA** -এর জন্ম শংসাপত্রে ভুলবশত আমার নাম **RAJIA BIBI** নথিবদ্ধ হয়ে আছে। শিয়ালদহ এলডি ফার্স্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ২য় আদালতে ৩০.০৯.২০২৬ তারিখের এফিডেভিট (নং ২০৫০১) বলে ঘোষণা করছি যে, **RAJIYA BIBI** ও **RAJIA BIBI** একই এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

নাম-পদবী

আমি Aritra Basak, S/o- Tufan Basak & Tumpa Basak, 90/4, স্বামিজী পল্লি, পোঃ- বিরাটী, থানা- নিমতা, জেলা- উঃ ২৪ পরগনা, Kolkata-700051, আমার Birth Certificate, No- 846 তারিখ -25/08/2000 বাবার নাম আছে। মায়ের নাম Tumpa Basak নেই। বারাসাত কোর্ট জুডিশিয়াল এফিডেভিট বলে No. 24768 তারিখ 29/09/26 আমার মায়ের নাম Tumpa Basak জন্ম সার্টিফিকেটে নথিভুক্ত করার জন্য ভদ্রেশ্বর পৌর কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করিবো।

AFFIDAVIT

I, **SANDHYA PANDEY** W/O Ram Ratan Pandey residing at 99/H/3, Cossipore, Kolkata - 700002 do hereby declare vide affidavit no. 21854 dated 11.09.2026 in the Court of 1st Class Judicial Magistrate at Alipore that my actual and correct name is SANDHYA PANDEY and my husband's name is Ram Ratan Pandey and it is recorded in my Aadhaar Card but in 2002 Voter List, my name has been recorded as SABDHYA PANDIT and my husband's name as RAM RATAN PANDIT. SANDHYA PANDEY and SABDHYA PANDIT i.e. myself am the same and one identical person. RAM RATAN PANDEY and RAM RATAN PANDIT i.e. my husband is the same and one identical person.

AFFIDAVIT

I, **ASTAMI PASWAN** W/O Ramesh Paswan residing at 99/H/3, Cossipore, Kolkata - 700002 do hereby declare vide affidavit no. 21853 dated 11.09.2026 in the Court of 1st Class Judicial Magistrate at Alipore that my actual and correct name is ASTAMI PASWAN and my husband's name is Ramesh Paswan and it is recorded in my Aadhaar Card but in Voter Card, my name has been recorded as ASHTHABALA MONDAL and my father's name as Parbir Mondal. ASTAMI PASWAN and ASHTHABALA MONDAL i.e. myself am the same and one identical person.

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলের সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, হুগলি জেলার পান্ডুয়ার নিয়ালা নিবাসী সরাফ আলীর পুত্র আমার মক্কেল সেখ জাজাল রহমান গত ২৬-০৯-২০২৬ তারিখে দুপুর আনুমানিক ০১ টার সময় পান্ডুয়া স্টেশনের কাছে ১৯৮৭ সালের ২৭৩৯ নং মূল নিবন্ধিত দলিলটি হারিয়ে ফেলেছেন এবং এই বিষয়ে তিনি গত ২৮-০৯-২০২৬ তারিখে পান্ডুয়া থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি করেছেন যার জিডি নং ১৫৭৫। যদি কেউ দলিলটি খুঁজে পান, অনুগ্রহ করে ৭ দিনের মধ্যে তা জানান।

জয়দীপ মুখার্জি
অ্যাডভোকেট
৭, এন.পি.বি লেন, কলকাতা - ৭০০০১৪
ফোন : ৯৮৩১৩০৭৩৯৬
মেইল : joydeep_mookherjee@rediffmail.com

নাম -পদবী পরিবর্তন

গত ইং 29/09/2026 তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, হুগলী, চুঁচুড়া, কোর্টে 23483 নং এফিডেভিড বলে আমি, Kader Sekh, S/o. Sahajahan Sekh, সাকিম সাহাগঞ্জ মেন রোড, সাহাগঞ্জ, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০৪, পঃবঃ, ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পুত্রের (Sk Sabir) জন্ম সার্টিফিকেটে (Being Regn. No. 1918, dated 20.12.2010, D.O.B. 20.11.2010) পুত্রের পিতার সঠিক নাম Kader Sekh-এর পরিবর্তে Sk Kadir ও পুত্রের মাতার সঠিক নাম Nasima Khatun-এর পরিবর্তে Nasima Bibi লিপিবদ্ধ আছে, যাহা এই এফিডেভিট বলে পরিবর্তন করিয়া Sk Sabir S/o. Kader Sekh (Father) & Nasima Khatun (Mother) লিপিবদ্ধ করিতে চাই। Sk Sabir S/o. Kader Sekh (Father) & Nasima Khatun (Mother) ও Sk Sabir S/o. Sk Kadir (Father) & Nasima Bibi (Mother) সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছে।

I, Ankita Debnath, D/o. Nepal Chandra Debnath, of Nabastha Para, P.O. Dwarbasini, P.S. Pandua, Dist. Hooghly, Pin 712149, do hereby declare that in my Voter Identity Card being No. RVU2258945, where my father's name has been recorded as Nepal Chandra Debnath but in my Educational testimonials & Driving License being No. WB15 20190006585, where my father's name has been mentioned as Nepal Debnath. Thus, my father Nepal Chandra Debnath & Nepal Debnath is the same and one Identical person and by declaring this I have made an Affidavit before the Ld. Judicial Magistrate, 1st Class, Hooghly at Chinsurah being No. 22847, date 24/09/2026 and intent to change my father's name as Nepal Chandra Debnath instead of Nepal Debnath in every Govt. & Private Document where it is applicable.

I, Subhadeep Paul, S/o. Subhas Paul, R/o. Vill, P.O. & P.S. Patrasayer, Dist. Bankura-722206, W.B. do hereby declare that in my son's Aadhaar Card (XXXX XXXX 4416), where his name has been recorded as Atri Paul (Nick Name) instead of his correct & actual name Surajit Paul, which I want to rectify, vide an affidavit no. 53, dated 17.09.2026, sworn before 1st Class Judicial Magistrate, Bishnupur Court, Bankura. Henceforth, he will be known as Surajit Paul instead of Atri Paul and all his relevant documents should be corrected accordingly. It is further stated that Surajit Paul and Atri Paul, S/o. Subhadeep Paul is the same and one identical person.

গত 29/09/2026, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 16975 নং এফিডেভিট বলে আমি Subhendu Dey S/o. Niharendu Madhab Dey ও Sebhendu De S/o. Niharendu De সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 29/09/2026, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 16917 নং এফিডেভিট বলে আমি Jayanta Dalui S/o. Banamali Dalui ও Jayanta Kr Dalui S/o. B. Dalui সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 29/09/2026, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 16907 নং এফিডেভিট বলে আমি Kanhai Lal Shaw S/o. Babu Lal Shaw ও Kanahailal Shaw S/o. B. Shaw সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 17/09/2026, S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে 04 নং এফিডেভিট বলে আমি Pranab Pal S/o. Mahadeb Pal ও Pranab Paul S/o. M. Paul সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 21/09/2026, S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে 36 নং এফিডেভিট বলে আমি Priyo Nath Das ও Praiyonath Das, S/o. Mukta Chand Das সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 29/09/2026, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 16921 নং এফিডেভিট বলে আমি Nazir Hossain S/o. Abid Hossain ও Nazir Hussain S/o. Abid Hussain সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 29/09/2026, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 16908 নং এফিডেভিট বলে আমি Chinmoy Ghosh ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Tapan Kumar Ghosh ও T. Ghosh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

গত 29/09/2026, S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে 37 নং এফিডেভিট বলে আমি Biswajit Debnath S/o. Dhiren Debnath, Bishwajit Debnath S/o. Dhiren Debnath, Biswajit Debnath S/o. Dhiren Chandra Debnath ও Bishwajit Debnath S/o. Dhiren Debnath সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 29/09/2026, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 16918 নং এফিডেভিট বলে আমি Ujjal Kumar Dey S/o. Debabrata Dey ও Ujjal Kr Dey S/o. D. B. Dey সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 29/09/2026, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 16920 নং এফিডেভিট বলে আমি Srikanta Adak ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Ganesh Chandra Adak ও G. Adak সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

গত 29/09/2026, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 16906 নং এফিডেভিট বলে আমি Joydeep Chakraborty ও Joydip Chakraborty, S/o. Gopal Chakraborty সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত ইং 21/09/2026 তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, হুগলী, চুঁচুড়া, কোর্টে 22577 নং এফিডেভিড বলে আমি, Tapasi Santra, W/o. Tapas Santra, সাকিম আলিখোজা, মগরা, হুগলী-৭১২১৪৮, ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার কন্যার (Pallabi Santra) জন্ম সার্টিফিকেটে (Being Regn. No. 206, dated 13.04.2007) আমি/ কন্যার মাতার সঠিক নাম Tapasi Santra-এর পরিবর্তে Tapashi Santra লিপিবদ্ধ আছে, যাহা এই এফিডেভিট বলে পরিবর্তন করিয়া Tapasi Santra লিপিবদ্ধ করিতে চাই। আমি/কন্যার মাতা Tapasi Santra & Tapashi Santra W/o. Tapas Santra সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 23/09/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 8625 নং এফিডেভিড বলে আমি Tusi Banerjee W/o. Bidyut Banerjee ও Tusi Chattopadhyay D/o. Samar Chattopadhyay, সাকিম চন্ডীপুর, সোদপুর, মোড়া, হরিপাল, হুগলী, সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি, যে নামগুলি আমার সকল নথিপত্রে লিপিবদ্ধ আছে।

।। আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি ।।

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, আমি, শ্রী মলয় মন্ডল, পিতা – শ্রী গৌতম মন্ডল, বিগত ইং ১লা অক্টোবর ২০২১ সালে A.D.S.R. বারাসাত রেজিষ্টিকৃত ০৬৫৫৭ নং সাফ কোবালা দলিল, বিগত ইং ১৫ই নভেম্বর ২০১৭ সালে A.D.S.R. বারাসাত রেজিষ্টিকৃত ০০৬৭৭ নং আমমোক্তারনামা দলিলের মধ্যমে ১ কাঠা ০৫ ছটাক ২৫ বর্গফুট জমি ক্রয় করিয়াছি। যাহার মৌজা পাটুলী, জে.এল.নং ৫৪, L.R. দাগ ১৯৭৮, বর্তমান L.R. খতিয়ান ১৩৫৫। উক্ত খতিয়ান হইতে MN/2026/1503/24996 নং কেস মূলে আমার (মলয় মন্ডল) নাম পত্তনের জন্য আবেদন করিয়াছি। উক্ত কেসে কাহারও কোনো আপত্তি থাকিলে মধ্যমগ্রাম B.L. & L.R.O. অফিসে আগামী ৩০ দিনের মধ্যে অভিযোগ জানাতে পারেন।

মলয় মন্ডল
পাটুলী

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জনসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, ভদ্রেশ্বর থানার এলাকাধীন, মৌজা মানকুন্ডু, জে.এল. ০৯ নং, শীট নং ০৪, ব্লক-সিঙ্গুর খলিসানী, হাল এল.আর. খতিয়ান নং ৪৬৭৪, ৪৬৭৮ এবং ৪৬৮০ লিপিবদ্ধ, আরএস. ও এল.আর. দাগ নং ১৬৪১ ও ১২৬৪ সম্পত্তির মালিক চুঁচুড়া নিবাসী ১। রুপালি ঘোষ, ২। মানসী মোদক এবং ৩। রেখা ঘোষ, উভয়ের পিতা-ভোলানাথ ঘোষ উক্ত সম্পত্তির পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি সিরিয়াল নং- I ৫৭৭৫/২০২৩ ১। সঞ্জীব ব্যানার্জী, পিতা-শ্যামল ব্যানার্জী ২। সুমিত বাগ, পিতা-কৃষ্ণ চন্দ্র বাগ এই দু'জনকে দিয়েছেন গত ১৭/০৫/২০২৩ তারিখে আমমোক্তার নামা মূলে নিযুক্ত করেন। উক্ত সঞ্জীব ব্যানার্জী ও সুমিত বাগ এর নিকট হইতে গত ইং ০৭/০৯/২০২৬ দিবসে চন্দননগর এ.ডি.এস.আর. অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত সাফ বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে আমার মক্কেল পাপিয়া চৌধুরী, স্বামী-রঞ্জিত চৌধুরী ২১৪৬/২০২৬ নং দলিল মূলে ১১ (এগারো) কাঠা কলা বাগান সম্পত্তি খরিদ করিয়াছেন।

উক্ত বিক্রীত সম্পত্তি লইয়া যদি কাহারো কোনও অভিযোগ থাকে তাহা হইলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে উপযুক্ত প্রমাণ সহ স্বয়ং বা প্রতিনিধি মারফৎ চন্দননগর বি.এল. এ্যান্ড এল.আর.ও. অফিসে যোগাযোগ করিবেন। পর্চার জন্য বি.এল.আর.ও. তে আবেদন করিয়াছি তার আবেদন নং MN/২০২৬/০৬১৯/৪২৩২।

Kishor Kumar Shaw
Advocate
F/191/214/16

এই বিজ্ঞপ্তি দ্বারা জনসাধারণকে জানানো যাচ্ছে যে, গোপাল ব্যানার্জি, পিতা প্রয়াত জিতেন্দ্র লাল ব্যানার্জি ০৪.০৬.২০২৫ তারিখে (১) ইন্দ্রজিৎ রায় (২) পঙ্কজ রায় ওরফে পঙ্কজ কুমার রায় উভয়ের পিতা স্বর্গীয় মধুসূদন রায় (৩) পল্লব রায় (৪) পিনাকী রায়, উভয়ের পিতা স্বর্গীয় রণজিৎ রায়, (৫) অর্চনা রায় স্বামী স্বর্গীয় রণজিৎ রায়, এর থেকে বিষ্ণুপুর A.D.S.R এর অধীনে ৩৪৮১/২০২৫ নং আমুক্তনামা দলিল দ্বারা প্রাপ্ত ক্ষমতায় ২৫.১১.২০২৫ তারিখে ব্লক বিষ্ণুপুর, ২, মৌজা- মীরপুর J. L NO- ১০০ খতিয়ান নং এল আর ৮২২, দাগ- ৩৩৪, একুনে একটি খতিয়ানে একটি দাগে মোট - ৩.৩০ শতক জমি, ৭১০৮/ ২০২৫ নং রেজিস্টিকৃত কোবলা দলিল মূলে তনুজা বিবি স্বামী সেকেন্দার আলী মোল্লা কে বিক্রি করেন। রেকর্ড এর জন্য আবেদন করা হয়েছে বিষ্ণুপুর- ২, BL&LRO, অফিসে। আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত কোনো রকম আপত্তি থাকিলে আগামী ২০ দিনের মধ্যে বি এল এন্ড এল আর ও অফিসে যোগাযোগ করতে হইবে। নচেৎ কোন আপত্তি গ্রহণযোগ্য হইবে না।

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

এতদ্বারা জনসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, ছায়া রাণী চ্যাটার্জী স্বামী রনেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জী, সুকেশ চ্যাটার্জী পিতা রনেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জী, সৌমেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জী, বন্দনা মুখার্জ্জী, কাবেরী ব্যানার্জ্জী, বরেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জ্জী, বিপ্রনাথ চ্যাটার্জ্জী, দ্বিজেন চ্যাটার্জ্জী, কাজল ব্যানার্জ্জী, ইতি চৌধুরী, সকলের পিতা দুর্গাপদ চ্যাটার্জী, সাকিম সেহালাই, পোষ্ট দর্পশীলা, বীরভূম, জেলা বীরভূম থানা বোলপুর অন্তর্গত বিভিন্ন মৌজায় দুর্গাপদ চ্যাটার্জ্জী মহাশয়ের ত্যক্ত সকল সম্পত্তি হস্তান্তর করিবার নিমিত্ত সৌরেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জ্জী পিতা দুর্গাপদ চ্যাটার্জ্জী-কে ADSR Bolpur অফিসের ২০১৪ সালের ৪ নং বহির ১৪ নং আমমোক্তারনামা দলিলবলে তাঁহাদের পক্ষে আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়াছেন। উক্ত আমমোক্তারনামা দলিলবলে সৌরেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জ্জী বোলপুর থানার বিভিন্ন মৌজার সম্পত্তি বিভিন্ন ব্যক্তিকে বিভিন্ন দলিলমূলে বিক্রয় করিয়াছেন। উক্ত বিক্রয়ের বিষয়ে কাহারও কোন প্রকার আপত্তি/অভিযোগ থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের দিন হইতে দশ দিন মধ্যে বোলপুর বি.এল. & এল.আর. অফিসে বা সংশ্লিষ্ট অফিসে জানাইতে হইবে অন্যথায় উক্ত সম্পত্তির মিউটেশন/রেকর্ড সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীর নামে আইন অনুযায়ী হইবে।

Ragbunath Dutta, Advocate
Bolpur Court, Birbhum

NOTICE

Notice is hereby given that, My client **NURJAHAN BEGUM MOLLAH** wife of Azizur Rahman Molla of Village- Mashila, Pathanpara, Post office- Mashila, Police Station- Sankrail, District-Howrah, Pin - 711302, West Bengal, states that in her, daughter's **(AFRIN RAHMAN MOLLA)** Passport being No. U3880501 issued on 13.11.2020 of Republic of India, Kolkata Office her name has been recorded as NURJAHAN BEGUM MOLLA in place of NURJAHAN BEGUM MOLLAH. In her PAN, AADHAAR, EPIC, her name has been recorded as NURJAHAN BEGUM MOLLAH and an Affidavit sworn before 1st Class Executive Magistrate, Howrah on 11.09.2026 declaring MOLLAH and MOLLA is the same, one & identical. NURJAHAN BEGUM MOLLAH and NURJAHAN BEGUM MOLLA is the same, one & identical person.

Nirmal Kumar Kamila, Advocate
Mob- 9433395476, 29/09/26

এই বিজ্ঞপ্তি দ্বারা জনসাধারণকে জানানো যাচ্ছে যে, সমীর বিশ্বাস, পিতা প্রয়াত কিশোরী মোহন বিশ্বাস, ২০/০৭/২০২৩ তারিখে, শ্যামল প্রামাণিক, পিতা স্বর্গীয় বৈদ্যনাথ প্রামাণিক, এর থেকে আলিপুর ডি.এস.আর.-২, এর অধীনে ১০৪৬২/২০২৩ নং আমমোক্তারনামা দলিল দ্বারা প্রাপ্ত ক্ষমতায় ২৮/০৮/২০২৩ তারিখে ব্লক বিষ্ণুপুর-১, মৌজা- গোটবেড়িয়া J. L NO- ৩১, খতিয়ান নং এল. আর.২৩৩, আর.এস. দাগ- ৯০ ও এল.আর. ৯২, একুনে একটি খতিয়ানে ও একটি দাগে মোট - ৩.৩০ শতক জমি, যাহা ১০৭১২/২০২৩ নং রেজিস্টিকৃত কোবলা দলিল মূলে (১) সঞ্জয় ঘোষ, প্রয়াত সহদেব ঘোষের পুত্র (২) বেবি ঘোষ, সঞ্জয় ঘোষের স্ত্রী, কে বিক্রি করেন। রেকর্ড এর জন্য আবেদন করা হয়েছে বিষ্ণুপুর-১, B.L. & L.R.O., অফিসে। আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত কোনো রকম আপত্তি থাকিলে আগামী ২০ দিনের মধ্যে বি. এল. এন্ড এল. আর.ও. অফিসে যোগাযোগ করতে হইবে। নচেৎ কোন আপত্তি গ্রহণযোগ্য হইবে না

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেলগণ, ১) জ্যোৎস্না গাইন, স্বামী- বলাই গাইন 47/2020 আমমোক্তার- জয়দেব দাস, মৌজা- চরখড়া, J.L.-93, দাগ- 246, পরিমান- 3 কাঠা, 3 ছটাক। ২) অক্ষয় কুমার পাল, পিতা- সুনীল পাল 591/2021 আমমোক্তার শৈলেন দেবনাথ, মৌজা- দত্তপুকুর, J.L-122, দাগ- 565, পরিমান- 1 কাঠা 7 ছটাক। ৩) শ্যামলী পাল, স্বামী- পরিমল পাল, 1024/2007 আমমোক্তার- রেখা মন্ডল, মৌজা- চালতাবেড়িয়া, J.L.-124, দাগ-1106, পরিমান- 3 কাঠা 1 বর্গফুট। উক্ত বিষয়ে কোনো আপত্তি থাকিলে বারাসাত-1, B.L & L.R.O. অফিসে যোগাযোগ করুন।

Akhtar Islam
Advicate
Barasat Judge's Court
North 24 Parganas

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

[illegible]

Raghunath Dutta
Advocate, Bolpur Court

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, **শ্রী বিজয়মল যাদব ওরফে বিজয় যাদব,** পিতা ৺শ্রীরাম যাদব, সাকিম ছোটখেজুরিয়া, এ্যাডকোনগর, মগড়া, হুগলী-৭১২১২১, মহাশয় বিগত ইং ১০/০৭/২০২৬ তারিখে ডি.এস.আর.-I, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত **I-11497/2026** নং আমমোক্তারনামা দলিল বলে আমার মক্কেল **১) শ্রী বাদল দাস,** পিতা ৺নীলকান্ত দাস, **২)শ্রী হারাধন মন্ডল,** পিতা ৺সন্তোষ মন্ডল, উভয়ের সাকিম ছোটখেজুরিয়া, এ্যাডকোনগর, মগড়া, হুগলী-৭১২১২১, মহাশয়দ্বয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত আমমোক্তারনামা বলে আমার মক্কেল **তপশীল:** জেলা হুগলী, থানা মগরা, মৌজা ছোটখেজুরিয়া, ৪৭ নং জে.এল ভুক্ত, সাবেক আর.এস. ১৬৪ নং তথা হাল এল.আর. ৪০২ নং খতিয়ান ভুক্ত, আর.এস. তথা হাল এল.আর. ৭২ নং দাগে শালি জমি, ষোল আনায় ৭৫ শতক মধ্যে ০.৪২৬৬ অংশে ৩২ শতক, তন্মধ্যে ২৯.৫০ শতক আমমোক্তারকৃত সম্পতির মধ্যে বিগত ইং ১৭/০৮/২০২৬ তারিখে ডি.এস. আর.-I, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত **I-14672/2026** নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রী রতন রায়,** পিতা ৺হরিপদ রায়, সাকিম ট্যাংরা কলোনী, বনগাঁ, উত্তর ২৪ পরগণা-৭৪৩২৫১, মহাশয়কে **০১ কাঠা ০৮ ছটাক** সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছেন। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা **শ্রী রতন রায়,** তাহার উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও **মগরা-চুঁচুড়া ব্লক** অফিসে আবেদন করিয়াছেন/ করিতেছেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগত আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।

ইতি- মীর মহঃ কলিমুদ্দিন
(উকিলবাবু), চন্দননগর আদালত, হুগলী

PUBLIC NOTICE

NOTICE is hereby given to the public in general that the property situated at Mouza-Liluah, J.L. No. 12, Block Bally-Jagacha, P.S.-Belur, District-Howrah, under BL & LRO, Bally-Jagacha, Howrah, has been conveyed to the undersigned purchasers by virtue of a Registered Deed of Conveyance.

SCHEDULE: Mouza - Liluah, J.L. No. 12, L.R. Dag Nos. 19/274, 20 & 20/283, L.R. Khatian Nos. 9576, 9577 & 9578, Classification- Bastu & Bagan.

The property was held by Sri Anand Prahlad Bhandari, Smt. Nandita Saxena and Sri Saurabh Prahlad Bhandari, and the sale/ conveyance has been effected through the duly registered Power of Attorney by Sri Anand Prahlad Bhandari and Prahalad Rao Bhandari, **being Deed No. 00572 dated 05.02.2018,.** The undersigned purchasers are Sri Chandra Sekhar Singh, Smt. Veena Singh and Smt. Meenu Singh, all residing at 1/B, Station Road, Bhatta House, Liluah, Howrah-711204.

Any person, Bank, Financial Institution or other authority having any right, title, interest, claim, objection, lien, charge or encumbrance over the said property is requested to submit written objection with supporting documents within 15 days from publication of this notice before the BL&LRO, Bally-Jagacha, Howrah, in connection with Mutation Case Nos. MN/2026/0503/8830, 8831, 8833, 8834, 8836, 8837, 8840, 8841, 8842, 8843, 8845, 8846, 8864, 8865, 8866, 8867, 8868 & 8869, with a copy to the undersigned.

Failing receipt of any objection within the aforesaid period, the mutation proceedings shall be proceeded with in accordance with law.

Purchasers: Sri Chandra Sekhar Singh , Smt. Veena Singh, Smt. Meenu Singh.
Address: 1/B, Station Road, Bhatta House, Liluah, Howrah - 711204.

Sanjeeb Poyrya
Advocate
F/990/2025

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেল শ্রী শচীন্দ্র কুমার বসু, পিতা- অশ্বিনী কুমার বসু, সাং-ঘূর্ণী, পোঃ কৃষ্ণনগর, থানা-কোতয়ালী, জেলা নদীয়া, পিন- ৭৪১১০১, গত ইং ১১.০৩.১৯৮৩ তারিখে কৃষ্ণনগর A.D.S.R. অফিসে বুক নং- VI, ভলুম নং- ৯৪, পৃষ্ঠা সংখ্যা- ৩৮-৪১ নং আমমোক্তার দলিল বলে ৯৭ নং সোন্দা মৌজার R.S. ১৭০, ১১৯২, ১৫৩৯ এবং L.R. ৮৩৩ নং খতিয়ান, R.S. ও L R. ৫৫৫০ নং দাগে মোট ২৭৩ শতক সম্পত্তির মধ্যে ৯৯ শতক এবং R.S. ও L.R. ৫৫৫৭ নং দাগে মোট ৫৪ শতক সম্পত্তির মধ্যে ৫৪ শতক সম্পত্তি রায়ত শ্রী রবীন্দ্র কুমার বসু, পিতা- শ্রী অশ্বিনী কুমার বসু, সাং- ঘূর্ণী, পোঃ কৃষ্ণনগর, থানা- কোতয়ালী, জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১১০১ মহাশয় আমার মক্কেলকে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। তিনি আমমোক্তার ক্ষমতায় ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়া গত ইং ০৬.০৫.১৯৯২ তারিখে কৃষ্ণনগর A.D.S.R. অফিসে ৩১১৩/৯২ নং বিক্রয় কোবলা দলিলে সাং ঘূর্ণী সোন্দাপাড়া নিবাসী শ্রী রামপ্রদাস কোলা মহাশয়ের পুত্র শ্রী মহাদেব কোলা মহাশয়কে উক্ত ৫৫৫০ দাগে ০.০০৬ শতক এবং ৫৫৫৭ দাগে ৬ শতক, মোট ৬.০০৬ শতক সম্পত্তি বিক্রয় করেন। উক্ত সম্পত্তি বিষয়ে কাহারো কোন অভিযোগ থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে কৃষ্ণনগর BL&LRO. অফিসে যোগাযোগ করিবেন, অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য হইবে।

সৌম্য বন্দোপাধ্যায়, এ্যাডভোকেট, কৃষ্ণনগর জাজেস কোর্ট।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

বাংলায় বড় বিনিয়োগে আগ্রহী রিলায়েন্স, নবান্নে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে শীর্ষ কর্তারা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গে একাধিক ক্ষেত্রে বড় বিনিয়োগের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখতে বুধবার নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ও মুখ্যসচিব মনোজ কুমার আগরওয়ালের সঙ্গে বৈঠকে বসল রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজের বিভিন্ন শাখার সিইও-সহ শীর্ষ কর্তাদের একটি প্রতিনিধি দল। নবান্ন সূত্রের দাবি, এই প্রথম রিলায়েন্সের শীর্ষ আধিকারিকদের সঙ্গে সরাসরি রাজ্যের প্রশাসনিক শীর্ষস্তরের সঙ্গে সম্ভাব্য বিনিয়োগ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনায় বসল।

সূত্রের খবর, ডেটা সেন্টার ও এআই ক্লাউড, আন্তর্জাতিক কেবল ল্যান্ডিং স্টেশন, কোল গ্যাসিফিকেশন, ফুড পার্ক, সড়ক পরিকাঠামো এবং মাল্টি-স্পেশ্যালিটি হাসপাতাল; এই ছয়টি ক্ষেত্রে বিনিয়োগের সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই রাজারহাটের সিলিকন ভ্যালিতে ৪০ একর জমিতে রিলায়েন্সের ডেটা সেন্টার নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। পাশাপাশি, দিঘায় সমুদ্রের নিচ দিয়ে আন্তর্জাতিক ডেটা কেবল সংযোগের জন্য কেবল ল্যান্ডিং স্টেশন তৈরির প্রস্তাবও দিয়েছে সংস্থা।

উত্তরবঙ্গে একটি ফুড পার্ক গড়ে তুলে পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব ভারতের বাজারে এফএমসিজি ব্যবসা সম্প্রসারণের পরিকল্পনাও রয়েছে রিলায়েন্সের। একই সঙ্গে বীরভূমের দেউচা-পাঁচামি কয়লা ব্লকে কোল গ্যাসিফিকেশন প্রকল্পে সংস্থার অংশগ্রহণ নিয়েও আলোচনা হয়েছে। নবান্নের এক আধিকারিকের দাবি, এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে এলাকায় বড় কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে। স্বাস্থ্য ক্ষেত্রেও বড় উদ্যোগের কথা ভাবছে রাজ্য।

আলিপুরদুয়ারে ৫০ মোষ-সহ কন্টেনার আটক, গ্রেপ্তার ২

গরু পাচারে 'জিরো টলারেন্স'-এর বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, আলিপুরদুয়ার: আলিপুরদুয়ারের কুমারগ্রাম থানার বারোবিশা ফাঁড়ি এলাকায় অবৈধভাবে মোষ পাচারের অভিযোগে একটি কন্টেনার ট্রাক আটক করেছে পুলিশ। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী সমাজমাধ্যমে জানিয়েছেন, নির্দিষ্ট সূত্রের খবরের ভিত্তিতে রায়ডাক ব্রিজ নাকা এলাকায় অভিযান চালিয়ে কন্টেনারটি আটক করা হয়। তল্লাশিতে ট্রাকের ভিতর থেকে ৫০টি মোষ উদ্ধার হয়। পশু

পরিবহনের বৈধ অনুমতি বা নথি দেখাতে না পারায় চালক ও তাঁর সহকারীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

ধৃতদের নাম সাগির আহমেদ (৩২) এবং আব্দুল কাদির (১৯)। তাঁদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনি ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। অভিযানের জন্য আলিপুরদুয়ার জেলা পুলিশের প্রশংসা করে মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেছেন, নতুন বিজেপি সরকার গবাদি পশু পাচারের বিরুদ্ধে 'জিরো টলারেন্স' নীতি নিয়েছে এবং এ ধরনের বেআইনি কার্যকলাপ কোনওভাবেই বরদাস্ত করা হবে না।

এসআইআরে স্বস্তি ভোটারদের, বাড়ি গিয়েই নথি সংগ্রহ করবেন বিএলও

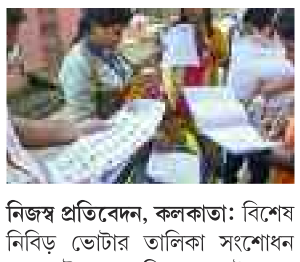

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বিশেষ নিবিড় ভোটার তালিকা সংশোধন (এসআইআর) প্রক্রিয়ায় ভোটারদের হয়রানি কমাতে একগুচ্ছ নতুন নির্দেশিকা জারি করল নির্বাচন কমিশন। বুধবার সব রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকদের পাঠানো নির্দেশিকায় কমিশন জানিয়েছে, যাঁদের বিরুদ্ধে 'আনম্যাপড' বা তথ্যগত অসঙ্গতির নোটিস জারি হয়েছে, তাঁদের আর ইআরও বা এইআরও-র দপ্তরে হাজির হতে হবে না। সংশ্লিষ্ট ভোটারের বাড়িতে গিয়ে প্রয়োজনীয় নথি সংগ্রহ করবেন বিএলও। পরে সেই নথি ইসিআইনেটে আপলোড করা হবে। শুধুমাত্র ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রে শুনানি হবে, তাও অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অনলাইনে। প্রয়োজনে ভোটারের পরিবর্তে পরিবারের প্রাপ্তবয়স্ক কোনও সদস্যও শুনানিতে অংশ নিতে পারবেন।

পাশাপাশি, গৃহহীন, শ্রমজীবী, দরিদ্র ও নাইট শেল্টারে বসবাসকারী মানুষের সুবিধার জন্য বিশেষ শিবির ও হেল্প ডেস্ক খোলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যে সব রাজ্য বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে এসআইআর শেষ হয়েছে, সেখানে ধারাবাহিক সংশোধন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বাদ পড়া এবং প্রথমবার ভোটার হওয়ার যোগ্য নাগরিকদের নাম অন্তর্ভুক্ত করার জন্য বিশেষ অভিযান চালানোর নির্দেশও দিয়েছে কমিশন। এছাড়া, এসআইআর চলাকালীনই শুধু ফর্ম-৬-এর সঙ্গে সংযুক্ত ঘোষণাপত্র ব্যবহার করা হবে, অন্য সময়ে প্রচলিত বিধি অনুযায়ী ফর্ম ব্যবহার করতে হবে।

স্কুল-মন্দির থেকে আরও দূরে সরছে মদের ঠেক, রাজ্যে লাইসেন্স বিধিতে বড় বদল

দেবাশিস দে

কলকাতা: রাজ্যে নতুন মদের দোকান খোলা এবং লাইসেন্স বরাদ্দের ক্ষেত্রে কার্যত কড়া অবস্থান নিল নবান্ন। স্কুল, কলেজ কিংবা ধর্মীয় স্থান থেকে মদের দোকানের ন্যূনতম দূরত্বের পুরনো সমীকরণ এবার পুরোপুরি ভেঙে ফেলা হল। পাশাপাশি বন্ধ হয়ে যাওয়া দোকান ফের চালু করা কিংবা পুরনো পানশালা নিয়ে তৈরি হওয়া দীর্ঘদিনের জটিলতা কাটাতেও কার্যকর করা হয়েছে নতুন নীতি। বেঙ্গল আবগারি আইনের সংশোধনী এনে রাজ্য অর্থ দপ্তরের তরফে জারি করা নির্দেশিকা অনুযায়ী, অবিলম্বে চালু হচ্ছে এই নয়া বন্দোবস্ত। একই সঙ্গে রাজ্যের সমস্ত সম্ভাব্য সাইট ও দোকানে মাপজোকের জন্য জোরকদমে বিশেষ সমীক্ষা শুরু করেছে আবগারি দপ্তর।

এতদিন পর্যন্ত প্রচলিত নিয়ম ছিল, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বা উপাসনাস্থল থেকে মদের দোকানের দূরত্ব অন্তত এক হাজার ফুট হতে হবে। নয়া বিজ্ঞপ্তিতে সেই পুরনো ফুট-এর মাপকাঠি সম্পূর্ণ খারিজ করা হয়েছে। সংশোধিত নিয়মে বলা হয়েছে, পুরনিগম, পুরসভা কিংবা নোটিফায়েড এলাকাগুলিতে নতুন দোকান খুলতে হলে তা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে ন্যূনতম ৫০০ মিটার দূরে হতে হবে। আর পুর বা পঞ্চায়েত এলাকার বাইরের ভৌগোলিক সীমানায় এই ন্যূনতম দূরত্বের পরিমাপ বাড়িয়ে সরাসরি এক কিলোমিটার করা হয়েছে। নির্দেশিকায় স্পষ্ট শর্ত; যদি কোনও স্কুল বা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের একাধিক প্রবেশদ্বার থাকে, তবে প্রস্তাবিত সাইটের দূরত্ব যে কোনও একটি গেট থেকেই পরিমাপ করা হবে এবং তা লঙ্ঘিত হলে মিলবে না অনুমোদন।

তবে কড়াকড়ির পাশাপাশি বন্ধ হয়ে যাওয়া ব্যবসা এবং পুরনো পানশালার ক্ষেত্রে নতুন সুযোগের পথও খুলে দেওয়া হয়েছে। লাইসেন্স বাতিল, সমর্পণ বা প্রত্যাহারের কারণে অতীতে যে সমস্ত মদের দোকান বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, সেই ঠিকানাকে 'বিদ্যমান সাইট' হিসেবে গণ্য করে ৪(পি) ক্যাটেগরিতে ফের লাইসেন্স দেওয়ার সংস্থান রাখা হয়েছে। এমনকি আগে থেকে চালু থাকা বিদেশি মদের 'অন' শপ বা পানশালার চত্বরেও এই বিশেষ ক্যাটেগরির মাধ্যমে সব ধরনের মদ বিক্রির পথ প্রশস্ত হল। সংশোধনী কার্যকরের আগে ঝুলে থাকা '৪এ' বিধির বকেয়া আবেদনগুলিও নিষ্পত্তি হবে এই কাঠামোর ভিত্তিতেই।

অবশ্য যারা গেজেট প্রকাশের আগেই সরকারের 'লেটার অফ ইনটেন্ট' (এলওআই) বা চূড়ান্ত ছাড়পত্র পেয়ে গিয়েছেন, তাঁদের জন্য স্বস্তি; দূরত্বের এই নতুন কড়া শর্ত তাঁদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। অন্যদিকে পুরোনো ট্রেড লাইসেন্সধারীরা নতুন ঠিকানায় ক্যাটেগরি (ই)-তে রিটেল লাইসেন্সের জন্য আবেদন করতে পারবেন। তবে জেলাশাসকের সরেজমিনে কড়া পরিদর্শন, আবগারি কমিশনারের চূড়ান্ত অনুমোদন এবং নির্দিষ্ট ফি জমা পড়লেই কেবল মিলবে ব্যবসার ছাড়পত্র। নতুন বিধিমালার ভিত্তিতেই এখন রাজ্যে চলছে প্রতিটি সাইটের মাপজোকের কাজ।

গান্ধিজয়ন্তীতে কলকাতা মেট্রোর সময়সূচিতে বদল, কম চলবে ট্রেন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আগামী ২ অক্টোবর, ২০২৬ (শুক্রবার) গান্ধি জয়ন্তী দিনে সরকারি ছুটি থাকায় কলকাতা মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষ তাদের ট্রেন পরিষেবা কিছুটা পরিবর্তন করার সিদ্ধান্ত নিল। মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষ বুধবার জানায় ওই দিন যাত্রী সংখ্যা কম থাকার সম্ভাবনায় ব্লু, গ্রিন এবং ইয়েলো লাইনে ট্রেনের সংখ্যা কমানো হচ্ছে। তবে সমস্ত লাইনেই প্রথম এবং শেষ ট্রেনের সময়ে কোনও পরিবর্তন হচ্ছে না। ওই দিন ব্লু লাইন (দক্ষিণেশ্বর - কবি সুভাষ) এই রুটে মোট ২১৬টি ট্রেন (১০৮টি আপ এবং ১০৮টি ডাউন) চলবে। গ্রিন লাইনে (হাওড়া ময়দান - সল্টলেক সেক্টর ফাইভ / শিয়ালদহ) মোট ২১২টি ট্রেন (১০৬টি আপ এবং ১০৬টি ডাউন) চালানো হবে। ইয়েলো লাইনে (নোয়াপাড়া - বারাসাত রুটের অংশ) এই রুটে গান্ধি জয়ন্তীর দিন মোট ১১০টি ট্রেন (৫৫টি আপ এবং ৫৫টি ডাউন) যাতায়াত করবে। পার্পল লাইনে (জোকো - মাঝেরহাট) এবং অরেঞ্জ লাইন (কবি সুভাষ - হেমন্ত মুখোপাধ্যায়) মেট্রো পরিষেবা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক থাকবে। অর্থাৎ, অন্যান্য দিনের মতোই নিয়ম মেনে ট্রেন চলবে। তবে ছুটির দিনে যারা মেট্রোয় যাতায়াত করবেন, তারা ট্রেনের সংখ্যা কিছুটা কম পাবেন। তাই সেই অনুযায়ী ভ্রমণের পরিকল্পনা করার অনুরোধ জানিয়েছে মেট্রো কর্তৃপক্ষ।

দক্ষিণ পূর্ব রেলের স্টেশনগুলিতে পানীয় জলের মানোন্নয়নে উদ্যোগ

পরিষ্কার হল ২৪ হাজারের বেশি জলের ট্যাঙ্ক

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: দক্ষিণ পূর্ব রেলের আওতাধীন সমস্ত রেল স্টেশনগুলিতে যাত্রীদের জন্য পরিচ্ছন্ন, নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য পানীয় জল নিশ্চিত করতে এক বিশাল পরিচ্ছন্নতা ও রক্ষণাবেক্ষণ অভিযান শুরু করল দক্ষিণ- পূর্ব রেল। রেল সূত্রের খবর, স্টেশনের জলের উৎস থেকে শুরু করে ফিল্টারিং প্ল্যান্ট, পাইপলাইন এবং বুথগুলি নিয়মিত পরীক্ষা করা হচ্ছে। এই অভিযানের মূল কাজগুলির মধ্যে অন্যতম হল, দক্ষিণ পূর্ব রেলের অধীনে থাকা মোট ২৪,০৩৩টি জলের ট্যাঙ্কের (মাটির নিচে, উপরে এবং পিভিসি ট্যাঙ্ক) সবকটিই সম্পূর্ণভাবে পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্ত করা হয়েছে।

জলকে জীবাণুমুক্ত রাখতে রেলের সমস্ত ৬৩টি ক্লোরিনেশন প্ল্যান্ট পরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় ক্লোরিন মেশানোর কাজ সম্পূর্ণ করা হয়েছে। এছাড়া, যে সব এলাকায় জলে আয়রনের পরিমাণ বেশি, সেখানকার ২৩টি আয়রন রিমুভাল প্ল্যান্টই সচল করা হয়েছে। এছাড়াও রেলের ৫২টি গ্র্যাভিটি ফিল্টার পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরিষ্কার করে নষ্ট পার্টস বদলে দেওয়া হয়েছে। এছাড়া বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তির মাধ্যমে ওয়াটার কুলার ও পিউরিফায়ারগুলি নিয়মিত দেখভাল করা হচ্ছে। রেলের স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা বিভাগের যৌথ উদ্যোগে জলের গুণগত মান যাচাই করতে ৩,৪১৩টি অবশিষ্ট ক্লোরিন নমুনা, ৩৩৪টি ব্যাকটেরিয়াঘটিত নমুনা এবং ২১টি রাসায়নিক নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষা করা হয়।

নেতার চেয়ে বড় অভিনেতা পার্থ ভৌমিক, মন্তব্য ধৃত বিষ্ণু অধিকারীর

নিজস্ব প্রতিবেদনখখ, ব্যারাকপুর: এক মহিলার অভিযোগের ভিত্তিতে কয়েকদিন আগে প্রতারণা মামলায় নৈহাটি থানার পুলিশ নৈহাটির আইএনটিটিইউসির সভাপতি বিষ্ণু অধিকারীর স্ত্রী ঈশানি সরকার অধিকারীকে গ্রেপ্তার করেছে। যদিও ৪ মে বিধানসভা নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর থেকেই পলাতক ছিলেন তৃণমূল নেতা বিষ্ণু অধিকারী। অবশেষে মধ্যপ্রদেশের ইন্দর থেকে নৈহাটি থানার পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করেছে। ট্রানজিট রিমান্ডে ধৃত তৃণমূল নেতাকে গত ২৩ সেপ্টেম্বর রাতে নৈহাটিতে আনা হয়। ধৃত তৃণমূল নেতা এখন পুলিশ হেপাজতে রয়েছেন। প্রসঙ্গত, নৈহাটি পুরসভার ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের তালপুকুর রোডের ওলাইচন্ডী তলায় শান্তা চক্রবর্তী নামে এক মহিলার ২৫ লক্ষ টাকা মূল্যের সম্পত্তি দখল করার অভিযোগ উঠেছে ধৃত এই তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে। বুধবার সকালে ধৃত তৃণমূল নেতা বিষ্ণু অধিকারীকে তালপুকুর রোডের সেই বাড়িতে তদন্তের জন্য আনেন

তদন্তকারীরা। মিনিট পনেরো বাদে সেই বাড়ি থেকে বের করে তাঁকে ফের থানায় নিয়ে যান তদন্তকারীরা। ওই বাড়ি থেকে বেরোনোর সময় ধৃত তৃণমূল নেতা এনসিপিআই সাংসদ পার্থ ভৌমিককে কটাক্ষ করে বলেন, উনি নেতার থেকে বড় একজন অভিনেতা।

কলকাতা হাইকোর্টের ছাদে দুর্গাপুজোর আবেদনে ক্ষুব্ধ প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতা হাইকোর্টের ছাদে দুর্গাপুজো করার অনুমতি ও 'ভারত মাতা'র মন্দির নির্মাণের দাবি জানিয়ে দায়ের হয়েছিল এক বিতর্কিত জনস্বার্থ মামলা। তবে সেই আবেদনের যৌক্তিকতা নিয়ে বেজায় অসন্তোষ প্রকাশ করল হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীন ডিভিশন বেঞ্চ। আদালতের স্পষ্ট বক্তব্য, এটি আদতে কোনো জনস্বার্থ মামলা হতেই পারে না। বরং একে নির্দিষ্ট এক শ্রেণির স্বার্থ কিংবা ব্যক্তিগত প্রচার পাওয়ার চেষ্টা বলা চলে। মামলাটির শুনানিতে ক্ষোভ উগরে দিয়ে বিতর্কিত স্থান সরেজমিনে পরিদর্শন করে অবিলম্বে রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন প্রধান বিচারপতি।

বুধবার প্রধান বিচারপতি রবীন্দ্র ভি ঘুগে ও বিচারপতি ওম নারায়ণ রাইয়ের ডিভিশন বেঞ্চে এই চাঞ্চল্যকর মামলাটির শুনানি ছিল। শুনানি চলাকালীন ক্ষুব্ধ প্রধান বিচারপতি টিপ্পনি কেটে বলেন, 'হাইকোর্টে আজকাল যেসব জনস্বার্থ মামলা দায়ের হচ্ছে, তার অধিকাংশেরই নেপথ্যে থাকে 'পার্সোনাল ইন্টারেস্ট' কিংবা 'পাবলিসিটি ইন্টারেস্ট'।'

হাইকোর্টের ছাদে প্রার্থনা ও পুজো করার অনুমতি সংক্রান্ত আবেদনকারীদের দাবির সত্যতা যাচাই করতে কড়া অবস্থান নেয় ডিভিশন বেঞ্চ। এজলাসে বিচারপতির প্রশ্ন, 'হাইকোর্টের ছাদে নামাজের আদৌ কি কোনো অনুমোদন রয়েছে? সেখানে কি কোনো নির্দিষ্ট ধর্মীয় সম্প্রদায় নিয়মিত প্রার্থনা করে থাকে? এই প্রশ্নের বস্তুনিষ্ঠ উত্তর জানতে কলকাতা হাইকোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেলকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তিনি যেন নিজে ওই স্থান পরিদর্শন করেন এবং বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করে আদালতে রিপোর্ট পেশ করেন। আগামী ১২ অক্টোবরের মধ্যে এই সরেজমিন রিপোর্ট জমা দেওয়ার কড়া সময়সীমা বেঁধে দিয়েছে বেঞ্চ।

ঘটনার সূত্রপাত আইনজীবী সঞ্জয় ঘোষের দায়ের করা এক জনস্বার্থ মামলাকে কেন্দ্র করে। মামলাকারীর দাবি, ভারতীয় সংবিধানের মূল আদর্শ অনুযায়ী দেশ একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র এবং এখানে প্রতিটি ধর্মের মানুষের নিজস্ব ধর্মাচরণের সমান অধিকার রয়েছে। একজন সনাতন হিন্দু হিসেবে তাঁর মনে হয়েছে, হাইকোর্ট প্রাঙ্গণে সেই সাংবিধানিক নিরপেক্ষতা রক্ষিত হচ্ছে না। তাঁর অভিযোগ, প্রতি শুক্রবার হাইকোর্টের ছাদে একটি বিশেষ ধর্মীয় সম্প্রদায়কে নিয়মিত নমাজ পড়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। তাই সাম্য ও নিরপেক্ষতার নীতি মেনে হাইকোর্টের ছাদে 'ভারত মাতা'র একটি স্থায়ী মন্দির প্রতিষ্ঠা এবং সার্বজনীন দুর্গাপুজো আয়োজনের অনুমতি দিতে হবে। মামলাকারী আইনজীবী আরও জানান, আদালতকক্ষে আসার আগে তিনি এ বিষয়ে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, রাজ্যপাল এবং হাইকোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেলের কাছে লিখিত দরখাস্ত পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু প্রশাসনের কোনও পর্যায় থেকেই সাড়া না পাওয়ায় শেষমেশ আদালতের দ্বারস্থ হতে বাধ্য হন।

মামলাকারীর এই যুক্তি ও আবেদনের ধরন দেখেই এদিন তুমুল উষ্মা প্রকাশ করেন বিচারপতিরা। এখন হাইকোর্ট প্রাঙ্গণের প্রশাসনিক অবস্থান এবং বিতর্কিত স্থান পরিদর্শন শেষে রেজিস্ট্রার জেনারেল ১২ অক্টোবরের মধ্যে কী রিপোর্ট জমা দেন, তার ওপরই নির্ভর করছে এই হাই-প্রোফাইল মামলার পরবর্তী আইনি গতিপ্রকৃতি।

বই ছেঁড়া নিয়ে বিবাদ সাউথ পয়েন্টে, সহপাঠীর গলায় ছুরি দিয়ে কোপ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সামান্য বই ছিঁড়ে ফেলাকে কেন্দ্র করে বচসা। আর সেই আক্রোশ থেকে সহপাঠীকে প্রাণে মারার চেষ্টা। দক্ষিণ কলকাতার ঐতিহ্যবাহী সাউথ পয়েন্ট স্কুলে ক্লাসরুমের ভেতরেই নবম শ্রেণির এক পড়ুয়ার গলায় ছুরি দিয়ে কোপ মারার অভিযোগ উঠল তারই সহপাঠীর বিরুদ্ধে। বুধবার দুপুরে চাঞ্চল্যকর এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে চরম আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে গোটা বিদ্যালয় চত্বরে। সহপাঠীর হামলায় রক্তাক্ত অবস্থায় লুটিয়ে পড়া ছাত্রটিকে উদ্ধার করে তড়িঘড়ি রুবি জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। বর্তমানে সেখানেই আশঙ্কাজনক অবস্থায় চিকিৎসাধীন সে। সাউথ পয়েন্টের মতো শহরের অন্যতম প্রথম সারির স্কুলে কীভাবে সুরক্ষাবলয় টপকে ধারালো অস্ত্র নিয়ে ঢুকল এক ছাত্র, তা নিয়ে ইতিমধ্যেই তৈরি হয়েছে বড়সড় প্রশ্নচিহ্ন।

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সম্প্রতি আক্রান্ত ছাত্রটির একটি বই ছিঁড়ে দিয়েছিল অভিযুক্ত সহপাঠী। বিষয়টি নজরে আসায় অভিযুক্ত পড়ুয়াকে ক্লাসরুমেই ভর্ৎসনা করেন জনৈক শিক্ষক। সহপাঠীর দৌলতে শিক্ষকের কাছে এই বকা খাওয়া মেনে নিতে পারেনি ওই ছাত্র। তার মনে দানা বাঁধে তীব্র আক্রোশ। আক্রান্ত ছাত্রের বাবার অভিযোগ, শিক্ষকের কাছে বকা খাওয়ার পর থেকেই প্রতিশোধ নেওয়ার পরিকল্পনা শুরু করে অভিযুক্ত। সেই পরিকল্পনামাফিকই বুধবার বাড়ি থেকে লুকিয়ে একটি ছুরি ব্যাগে করে স্কুলে নিয়ে আসে সে। এরপর বেলা ১২টা নাগাদ ক্লাস চলাকালীন বা ক্লাসের বিরতিতে সুযোগ পেয়েই সহপাঠীর ওপর অতর্কিতে হামলা চালায় সে। ধারালো ছুরি দিয়ে কোপ বসিয়ে দেয় সহপাঠীর গলায়। মুহূর্তের মধ্যে রক্তে ভেসে যায় সহপাঠী। শিক্ষকরা ছুটে এসে অভিযুক্ত কিশোরকে আটক করেন এবং আক্রান্তকে হাসপাতালে নিয়ে যান।

আক্রান্তের বাবার দাবি, এই হামলা একেবারেই আবেগের বশে বা হঠাৎ ঘটে যাওয়া ঘটনা নয়। অভিযুক্ত ছাত্র নাকি রীতিমতো ইন্টারনেট ঘেঁটে 'রিসার্চ' বা গবেষণা করে তবেই হামলা চালিয়েছে। নাবালক অবস্থায় খুন করলে আইনের কী কী ছাড় পাওয়া যায়, তা তার নখদর্পণে ছিল। সে জানত, ১৮ বছরের কম বয়স হওয়ায় খুন করলেও তার জেল হবে না, বড়জোর জুভেনাইল জাস্টিস বোর্ডের মাধ্যমে হোমে পাঠানো হতে পারে। এমনকী ১৮ বছর বয়স হওয়ার আগেই সেখান থেকে ছাড়া পেয়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসা সম্ভব, এই সমস্ত আইনি ফাঁকফোকর জেনেই সে ঠান্ডা মাথায় এই হাড়হিম করা চক্রান্ত বুনেছিল।

ঘটনার খবর পৌঁছতেই স্কুলের তরফে গড়িয়াহাট থানায় লিখিত অভিযোগ জানানো হয়েছে। তদন্তে নেমে পুলিশ অভিযুক্তের পারিবারিক পটভূমিও খতিয়ে দেখছে। সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, গত বছর অভিযুক্ত ওই ছাত্রের মা আত্মঘাতী হয়েছিলেন। মায়ের মৃত্যুর পর থেকেই নাকি তার স্বভাব ও আচরণে চরম অস্থিরতা ও মানসিক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছিল। মায়ের আত্মহত্যার মতো মনস্তাত্ত্বিক আঘাতের কারণেই কি এই কিশোরের মধ্যে অপরাধপ্রবণতা দানা বাঁধল, তা খতিয়ে দেখছেন মনোবিদ ও তদন্তকারীরা। অন্যদিকে, শহরের এই নামী স্কুলে প্রবেশপথে নিরাপত্তার এই শিথিলতা নিয়ে চরম উদ্বেগ প্রকাশ করেন ক্ষুব্ধ অভিভাবকরা।

ইন্ডি জোটের অবস্থা 'এসটিবি' প্রোজেক্টের মতোই: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: শিক্ষার পথে নতুন গতি। ডবল ইঞ্জিন সরকারের নতুন উদ্যোগ 'সারথি' প্রকল্পের মাধ্যমে স্কুল পড়ুয়াদের সাইকেল বিতরণ করা হচ্ছে। সারথি প্রকল্পের মাধ্যমে বুধবার উত্তর ব্যারাকপুর পুরসভার এলাকার স্কুল পড়ুয়াদের সাইকেল বিতরণ করা হয়। উক্ত কর্মসূচিতে যোগ দিয়ে রাজ্যের পরিবহণ ও শ্রমদপ্তরের মন্ত্রী অর্জুন সিং ইন্ডি জোটের ভবিষ্যত নিয়ে কটাক্ষের ছলে বলেন, ইন্ডি জোটের অবস্থা এখন 'এসটিবি' প্রোজেক্ট অর্থাৎ 'স্মার্ট ও পরিবেশবান্ধব আবর্জনা ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি'র মতোই। যেমন আবর্জনা সংগ্রহ করে সেগুলো প্রক্রিয়াকরণ করা হয়। তেমনই দশা ইন্ডি জোটের। তাঁর দাবি, ওই জোটে শুধু পিসি, ভাইপো আছেন। প্রসঙ্গত, বাংলাদেশের নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠন জামাত-উল-মুজাহিদিন অর্থাৎ জেএমবি-র স্লিপার সেল ও নতুন মডিউলের খোঁজে মঙ্গলবার বাংলার একাধিক জেলায় তল্লাশি চালিয়েছে এনআইএ। চারজন সন্দেহভাজনকে গ্রেপ্তারও করেছে তদন্তকারীরা। এপ্রসঙ্গে মন্ত্রী অর্জুন সিংয়ের অভিযোগ, তৃণমূল জমানায় বাংলার ডেমোগ্রাফি বদলে দেওয়ার চক্রান্ত করা হয়েছিল। মমতা ব্যানার্জির নেতৃত্বে বাংলাকে প্রসারিত বাংলাদেশ বানানোর চেষ্টা চলছিল। কিন্তু ৪ মে-র পর বাংলার আইনের শাসন ফিরেছে। প্রসঙ্গত, দুর্গাপুজোর প্রিভিউ শো-র নামে 'ভুয়ো পাস' বিক্রি করে কোটি কোটি টাকা তছরুপের অভিযোগে রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেনের বাড়িতে তল্লাশি চালায় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ইডি।

এপ্রসঙ্গে মন্ত্রী বলেন, ইন্দ্রনীল সেন একটা চোর। বামজমানায় উনি বুদ্ধ বাবুর খাস লোক ছিলেন। ঘাসফুল জমানায় উনি মমতা ব্যানার্জির খাস লোক হলেন। আসলে টাকা তোলার জন্য নিশ্চয়ই ওনার কিছু 'গুণ' ছিল। প্রসঙ্গত, সাইকেলের রং নীল বদলে গেরুয়া রং করা হয়েছে। সাংবাদিকদের এই প্রশ্নের উত্তরে মন্ত্রী অর্জুন সিং বলেন, গেরুয়া ত্যাগ, সাহস, বীরত্ব ও শক্তির প্রতীক। গেরুয়া সম্মানের প্রতীক। এই রঙ মানুষের ভেতরের শক্তি, আত্মবিশ্বাস ও জ্ঞানের আলো জাগিয়ে তোলার নির্দেশক। প্রসঙ্গত, নতুন প্রজন্ম ক্রমশঃ মোবাইলে বুঁদ হয়ে পড়ছে।

এই বিষয়ে মন্ত্রী বলেন, নতুন প্রজন্মকে মোবাইল ছেড়ে যেমন পড়াশুনায় মন দিতে হবে। পাশাপাশি নতুন প্রজন্মকে মোবাইল ছেড়ে মাঠমুখী হতে হবে। উক্ত কর্মসূচিতে এদিন হাজির ছিলেন বিজেপির উত্তর ২৪ পরগনা বিভাগ কনভেনার মনোজ ব্যানার্জি, উত্তর ব্যারাকপুর পুরসভার প্রশাসক সন্দীপ ভট্টাচার্য এবং পুরসভার কার্যনির্বাহী আধিকারিক সারবান আলি প্রমুখ।

একাধিকবার তলব এড়ানোর অভিযোগে মহুয়াকে ফের নোটিস পুলিশের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: একাধিকবার তলব করা সত্ত্বেও থানায় দেখা দেননি তিনি। শেষ পর্যন্ত ডায়মন্ড হারবার সাইবার থানার পুলিশের তরফ থেকে ফের নোটিস পাঠানো হল কৃষ্ণনগরের তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্রকে। আগামী ৩ অক্টোবর তাঁকে ওই থানায় সশরীরে উপস্থিত হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই নিয়ে বিতর্কিত এই রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বকে পঞ্চমবার নোটিস পাঠাল পুলিশ।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বিতর্কটির সূত্রপাত গত ১ সেপ্টেম্বর রাতে। সেদিন নিজের এক্স হ্যান্ডেলে একটি বিতর্কিত বার্তা পোস্ট করেন মহুয়া। সেখানে তাঁর মূল অভিযোগ ছিল, উত্তরবঙ্গে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের এক সরকারি কর্মসূচিতে বিশেষ এক সম্প্রদায়ের আইপিএস ও আইএএস আধিকারিকদের ইচ্ছাকৃতভাবে বাদ দেওয়া বা ব্রাত্য করে রাখা হয়েছিল। নিজের যুক্তির সপক্ষে তিন জন শীর্ষ আধিকারিকের নামও উল্লেখ করেছিলেন কৃষ্ণনগরের সাংসদ। তাঁর এই পোস্টের পরেই সরগরম হয়ে ওঠে রাজ্য রাজনীতি।

সোশ্যাল মিডিয়ায় এই মন্তব্য করার পর পরই তীব্র আপত্তি জানান ডায়মন্ড হারবারের এক বাসিন্দা। সাংসদের ওই পোস্টের জেরে এলাকায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট হতে পারে এবং উসকানি ছড়ানো হচ্ছে; এই অভিযোগ তুলে ডায়মন্ড হারবারের সাইবার ক্রাইম থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন তিনি। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে চলতি মাসেই পরপর চারবার মহুয়াকে তলব করেছিল পুলিশ। কিন্তু তিনি প্রতিবারই হাজিরা এড়িয়ে যান বলে দাবি তদন্তকারীদের। চারবার নোটিস পাঠানো সত্ত্বেও সাড়া না মেলায় শেষমেশ আগামী ৩ অক্টোবর তাঁকে পঞ্চমবারের জন্য তলব করা হল।

অন্যদিকে, এই মামলার বিষয়ে অভিযোগকারীর আইনজীবী শীর্ষেন্দু দাস বলেন, 'সাংসদ ক্রমাগত সোশ্যাল মিডিয়ায় দায়িত্বজ্ঞানহীন ও অপ্রীতিকর বক্তব্য ছড়িয়ে দিচ্ছেন। ভারতীয় সেনা এবং দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে নিয়ে কুরুচিকর মন্তব্যের পাশাপাশি ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দেওয়ার অভিযোগও রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে। কৃষ্ণনগরে এই নিয়ে মহিলারা সোচ্চার হলে সাংসদ একটি বিবৃতি তুলসি গাছ ও বোরখা নিয়ে অত্যন্ত স্পর্শকাতর ও অবমাননাকর মন্তব্য করেন। এতে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিঘ্নিত হয়েছে। আদালত ও পুলিশের তরফে বারবার নির্দেশ দেওয়া সত্ত্বেও তিনি আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে হাজিরা এড়িয়ে চলছেন।' উল্লেখ্য, এর আগেও একাধিক বিতর্কে নাম জড়িয়েছে কৃষ্ণনগরের সাংসদের। চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে তাঁর দায়ের করা এক অভিযোগের ভিত্তিতে ভুয়ো চ্যাট ছড়ানোর মামলায় এক অভিযুক্তের বিরুদ্ধে কৃষ্ণনগর আদালত গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছিল। তবে এবার সাইবার পুলিশের পঞ্চমবারের নোটিসের পর তৃণমূলের এই প্রভাবশালী সাংসদ শেষ পর্যন্ত ৩ অক্টোবর হাজিরা দেন কি না, সে দিকেই নজর।

পশ্চিমবঙ্গ দুর্গাপুজো সমন্বয় সমিতির দুর্গাপুজোর লোগো ওপেনিং হল কলকাতা প্রেসক্লাবে। উপস্থিত ছিলেন শিবপুরের বিধায়ক রুদ্রনীল ঘোষ-সহ অন্যান্যরা। ছবি: অদিতি সাহা

খাম প্রতীক হাতছাড়া আইএসএফের, উপনির্বাচনের মুখে স্বস্তিতে ঋতব্রত শিবির

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: উপনির্বাচনের মুখে প্রতীক-জটিলতায় চরম বিপাকে পড়ল নওশাদ সিদ্দিকীর দল ইন্ডিয়ান সেকুলার ফ্রন্ট বা আইএসএফ। আইএসএফের ব্যবহৃত 'খাম' প্রতীকটি রাজ্যের শাসকদলের ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন অংশকে নির্বাচন কমিশন বরাদ্দ করায় কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল আইএসএফ। বুধবার সেই মামলাটি খারিজ করে দেন বিচারপতি কৃষ্ণা রাও। এর ফলে উপনির্বাচনের ঠিক মুখে আইনি লড়াইয়ে বড়সড় জয় পেল ঋতব্রত শিবির।

আগামী ৬ অক্টোবর রাজ্যের দুটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র, নন্দীগ্রাম ও রেজিনগরে উপনির্বাচন হতে চলেছে। তার ঠিক আগে 'খাম' প্রতীক কার দখলে থাকবে, তা নিয়ে তীব্র রাজনৈতিক চাপানউতোর শুরু হয়। এতদিন ধরে এই প্রতীকটি আইএসএফ ব্যবহার করে আসলেও, নির্বাচন কমিশন এক অন্তর্বর্তী নির্দেশে এটি ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূল অংশকে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। কমিশনের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ হয়ে নওশাদ সিদ্দিকী হাইকোর্টের আইনি লড়াইয়ের পথ বেছে নেন।

মামলার শুনানিকালে নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়ে বেশ সরব হন বিচারপতি কৃষ্ণা রাও। কমিশনের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে তিনি কড়া ভাষায় ভর্ৎসনা করে বলেন, 'যদি নির্বাচন কমিশন পক্ষপাতমূলক আচরণ করে, তবে আদালতের আর কী করার থাকে? কমিশনের সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ হওয়া উচিত।' বিচারপতি আরও পর্যবেক্ষণ ব্যক্ত করে বলেন, যে প্রতীক নিয়ে একটি রাজনৈতিক দল গত বিধানসভা নির্বাচনে লড়াই করল, তা অন্য দলকে বরাদ্দ করা হল কেন? এতে অপ্রয়োজনীয় জটিলতা তৈরি হয়েছে, যা কমিশনের এড়ানো উচিত ছিল।

কমিশনের তরফে আদালতে আইনজীবী জানান, 'আইনানুযায়ী 'ফ্রি সিম্বল' বা মুক্ত প্রতীক কারও ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়। কোনো রাজনৈতিক দল পর পর দু'বারের বেশি একটি ফ্রি সিম্বল পেতে পারে না। যেখানে কোনো আইনি অধিকার নেই, সেখানে সেই প্রতীকের দাবি তোলা নিরর্থক।'

উভয় পক্ষের সওয়াল-জবাব শেষে ২৮ সেপ্টেম্বর রায় স্থগিত রেখেছিলেন বিচারপতি। বুধবার চূড়ান্ত রায় ঘোষণা করে মামলাটি খারিজ করে দেন তিনি। রায়ে বিচারপতি কৃষ্ণা রাও স্পষ্ট জানিয়ে দেন, নির্বাচন প্রক্রিয়া চলাকালীন আদালত সরাসরি কোনো হস্তক্ষেপ করতে চায় না।

আদালতের এই নির্দেশের পর সাময়িকভাবে স্বস্তিতে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর অনুগামীরা। অন্যদিকে, উপনির্বাচনের ঠিক দোরগোড়ায় এসে নিজেদের পরিচিত প্রতীক হারিয়ে বড়সড় সাংগঠনিক চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ল নওশাদ সিদ্দিকীর দল।

নিম্নচাপের দুর্যোগ কাটল বাংলায়, স্বস্তি কাড়বে ভ্যাপসা গরম

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পুজোর আর মাত্র কয়েকটা দিন বাকি। ঠিক এই উৎসবের ভরা আবহেই বঙ্গোপসাগরে তৈরি হওয়া নতুন দুর্যোগের মেঘে আশঙ্কার ছায়া ফেলেছিল সাধারণ মানুষের মনে। তবে রাজ্যবাসীকে আশার আলো দেখাল আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। মায়ানমার উপকূলে ঘনীভূত গভীর নিম্নচাপটি শক্তি হারিয়ে ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়েছে। ফলে উৎসবের ঠিক মুখে বাংলায় বড়সড় কোনো বিপর্যয় বা ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা আপাতত নেই।

আবহাওয়া অফিসের লেটেস্ট বুলেটিন অনুযায়ী, উত্তর মায়ানমার এবং সংলগ্ন দক্ষিণ-পূর্ব বাংলাদেশ, মিজোরাম ও উত্তর-পূর্ব বঙ্গোপসাগরের ওপর অবস্থানরত সুস্পষ্ট নিম্নচাপটি উত্তর-উত্তর-পশ্চিম দিকে অগ্রসর হচ্ছে। ৩০ সেপ্টেম্বর সকাল সাড়ে আটটার পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, এর সঙ্গে যুক্ত সাইক্লোনিক সার্কুলেশনটি সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৭.৬ কিলোমিটার উচ্চতা পর্যন্ত বিস্তৃত। আগামী ১২ থেকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সিস্টেমটি মিজোরাম, ত্রিপুরা ও দক্ষিণ-পূর্ব বাংলাদেশের দিকে সরে গিয়ে সাধারণ নিম্নচাপে পরিণত হয়ে আরও দুর্বল হয়ে পড়বে।

বাংলায় ভারী বৃষ্টির বড়সড় কোনো সতর্কতা না থাকলেও, এখনই পুরোপুরি শুকনো আবহাওয়া মিলবে না। আবহাওয়াবিদদের পূর্বাভাস, বৃহস্পতি ও শুক্রবার কলকাতা এবং উপকূলবর্তী জেলাগুলিতে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বিক্ষিপ্ত হালকা বৃষ্টি বা দু'এক পশলা বৃষ্টি হতে পারে। শনিবার থেকে সোমবার পর্যন্ত অবশ্য দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির সম্ভাবনা কার্যত নেই বললেই চলে। অন্যদিকে, বৃহস্পতিবার থেকে রবিবার পর্যন্ত দার্জিলিং সহ উত্তরবঙ্গের ওপরের পাঁচটি জেলায় বিক্ষিপ্ত হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।

বৃষ্টির দাপট কমলেও পিছু ছাড়ছে না অস্বস্তিকর গরম। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ অত্যধিক বেশি থাকায় ভ্যাপসা গরমে হাঁসফাঁস অবস্থা অব্যাহত। বুধবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৬.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতা ছিল ৬০ থেকে ৯৬ শতাংশ। তবে বঙ্গোপসাগর উত্তাল থাকায় এবং ৪৫ থেকে ৬৫ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বওয়ার আশঙ্কায় মৎস্যজীবীদের উত্তর-পূর্ব ও পূর্ব-মধ্য বঙ্গোপসাগরের গভীরে এবং বাংলাদেশ উপকূলের দিকে যেতে নিষেধ করা হয়েছে।

এদিকে শহর কলকাতায় টানা কয়েকদিন ধরে বৃষ্টির দেখা নেই। বর্ষা বিদায়ের ইঙ্গিত দিয়ে হাওয়া অফিস জানিয়েছে, উত্তর-পশ্চিম ভারত থেকে শুষ্ক বাতাস এখন বাংলায় প্রবেশ করতে শুরু করেছে। ১ থেকে ৭ অক্টোবরের মধ্যে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর বিদায়রেখা পশ্চিমবঙ্গ সহ পূর্ব ভারতের অন্যান্য অংশ থেকে সরে যাওয়ার অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে। প্রসঙ্গত, গত বছর ১৩ অক্টোবর রাজ্য থেকে বর্ষা বিদায় নিয়েছিল।

সম্পাদকীয়

চিটফান্ডে সর্বস্ব খোয়ানো প্রতারিতরা আর কবে সুবিচার পাবেন?

প্রায় এক দশক আগে রাজ্যে সারদা, এমপিএস, প্রয়াগ, রোজভ্যালি-সহ একাধিক চিটফান্ড প্রতারণার ঘটনায় শোরগোল পড়ে যায়। এই সব চিটফান্ডে টাকা রেখে প্রতারিত হন লক্ষ লক্ষ মানুষ। প্রতারণার অঙ্ক প্রায় কয়েক হাজার কোটি টাকা। সেই টাকা ফেরতের আশায় প্রশাসন থেকে আদালত, দরজায় দরজায় ঘুরেছেন প্রতারিতরা। কিন্তু আশ্বাস আর প্রতিশ্রুতি ছাড়া কিছুই জোটেনি। তদন্ত হলেও মূল সমস্যার কোনও সমাধান কিন্তু আজও হয়নি। মানে প্রতারিতরা আজও টাকা ফেরত পাননি। প্রায় শ'খানেক বিনিয়োগকারী আত্মহত্যা করেছেন। আত্মহত্যা করেন অনেক এজেন্টরাও। এরপরেও যে প্রশাসনের হুঁশ ফেরেনি তার প্রমাণ এই কর্মকাণ্ডের দ্বিতীয় ধাপ। পূর্বতন রাজ্য সরকার অনেক ঢাকঢোল পিটিয়ে টাকা ফেরতের জন্য কমিশন তৈরি করলেও ক'জন সেই টাকা পেয়েছেন বলা কঠিন। টাকা ফেরতের নামে ফের প্রতারিত হয়েছেন মানুষগুলো। আর সেটা যে ভুল নয়, তার প্রমাণও সম্প্রতি পেয়েছি আমরা। রোজভ্যালির লগ্নিকারীদের টাকা ফেরানোর প্রক্রিয়া সংক্রান্ত এক মামলায় সম্প্রতি চরম ঢিলেমি ও প্রশাসনিক ব্যর্থতা নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করে কলকাতা হাইকোর্ট। ২০১৫ থেকে ২০২৬ সাল পর্যন্ত অ্যাসেট ডিসপোজাল কমিটি বা এডিসি-র কাজ খতিয়ে দেখে আদালত বলেছে, সাধারণ মানুষের কষ্টার্জিত টাকা ফেরানোর মূল দায়িত্ব পালনে এই কমিটি কার্যত ব্যর্থ হয়েছে। শুধু তাই নয়, এই কমিটি তাদের মূল কাজ না করে একাধিক অবৈধ চুক্তিও করেছিল। যা নিয়ে কমিটিকে তীব্র ভর্ৎসনা করেছে হাইকোর্ট এবং সেই সব চুক্তিও বাতিল করা হয়েছে। তথ্য বলছে, গত ১১ বছর ধরে কমিটির হাতে প্রায় ৬০০ কোটি টাকার সম্পত্তি রয়েছে। অথচ এই সময়সীমার মধ্যে মাত্র ৫৫.৪৫ কোটি টাকা আমানতকারীদের ফেরানো হয়েছে। ১১ বছরে নিলাম হয়েছে মাত্র ১০টি সম্পত্তি এবং মূল্যায়ন সম্পূর্ণ হয়েছে ৮০টির। এতেই স্পষ্ট, সব খোয়ানো মানুষগুলোর কাছে সুবিচার এখনও দূর অস্ত।

শব্দছক ২৮২

রবি দাস

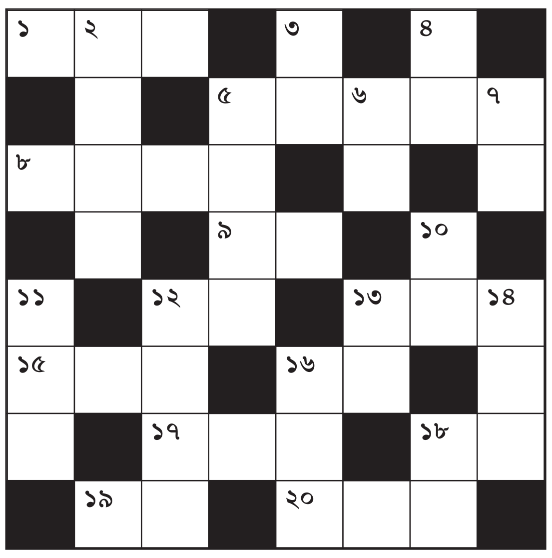

পাশাপাশি: ১. দীপ্তি ৫. উত্তমরূপে পরিষ্কার ও পরিপাটিকৃত ৮. প্রয়োজন ৯. কর্ম ১২. পরিণতি১ ৩. পরিশ্রমী ১৫. সমুদ্র ১৬. মহারাষ্ট্রে ফিল্ম ইন্সটিট্যুট যে শহরে ১৭. হস্তী ১৮. রাজার ঘরনী ১৯. নফর ২০. পৃথিবী

ওপর-নিচ: ১. নিষ্কৃতি ৩. জল ৪. অনুনয় ৫. ইহকালের পরবর্তী ৬. মৎস ৭. বৃক্ষ ১০. চজামড়া ১১. চেতনাহীন ১২. আদেশ বা হুকুম ১৩. পদার্থের ক্ষুদ্র অংশ ১৪. মিথ্যাচারী ১৬. বৃষ ১৮. শ্রীকৃষ্ণের প্রধান প্রেমিকা

সমাধান ২৮১ — পাশাপাশি: ১. অভিভূত ৫. বসন্ত ৭. জরা ৮. রাই ৯. গণবিবাহ ১১. সর্ব ১২. রই ১৩. রাবি ১৪. বাঁশ ১৬. খাসতালুক ১৮. বাপ ১৯. লাভ ২০. সাহারা ২১. মনোমত

ওপর-নিচ: ১. নবরাত্রি ২. অন্ত ৩. ভূষণ ৪. বরাহ ৬. সই ৭. জবাই ৯. গর্ব ১০. বিবশ ১১. সবিতা ১৩. রাসভ ১৪. বাঁকা ১৫. অপরাধ ১৬. খালাস ১৭. লুকানো ১৮. বাহা ২০. সাত

আজকের দিন

- **১৯৬০** — নাইজেরিয়া গ্রেট ব্রিটেনের কাছ থেকে স্বাধীনতা লাভ করে।
- **১৯৭১** — ফ্লোরিডার অরল্যান্ডোতে ওয়াল্ট ডিজনি ওয়ার্ল্ড আনুষ্ঠানিকভাবে তাদের দ্বার উন্মুক্ত করে।

জন্মদিন

১৯০৪ রাজনীতিবিদ একে গোপালনের জন্মদিন।
১৯০৬ সুরকার শচিনদেব বর্মণের জন্মদিন।
১৯৪৫ ভারতের রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের জন্মদিন।

রামনাথ কোবিন্দ

রাজ্যে পাশের হার বৃদ্ধি নয়, সবচেয়ে জরুরি হল শিক্ষার মানের শ্রীবৃদ্ধি করা

স্বপনকুমার মণ্ডল

বর্তমান সময়ে ছাত্র-শিক্ষক পবিত্র সম্পর্কের অভাববোধে বা তীব্র অবনতিতে শিক্ষকের হাতে বেত ফিরিয়ে দেওয়া থেকে পাশ-ফেল প্রথা ফিরিয়ে আনার কথা আকছার শোনা যায়। সম্প্রতি জলপাইগুড়ি জিলা স্কুলের ছাত্রদের হাতে প্রধান শিক্ষকের অনভিপ্রেত প্রহত হওয়ার আকস্মিক ঘটনা সংবাদ মাধ্যমের দৌলতে জনমানসে তীব্র প্রভাব বিস্তার করেছে। অন্যদিকে পাশ-ফেলের অবসান যে শিক্ষার মানই তলানিতে ঠেকেছে,তা অনস্বীকার্য। শুধু তাই নয়, তার সঙ্গে ছাত্রছাত্রীদের নৈতিক অধঃপতনে বিস্তার লাভ করে। সেক্ষেত্রে সর্বশিক্ষা অভিযানের সাফল্যের আলোতেই অশিক্ষা ও কুশিক্ষার অন্ত্যজ অন্ধকার প্রকট হয়ে ওঠে।

স্কুলছুট যাতে না হয় তার জন্যে পরীক্ষায় ফেলের ধারণাই মুছে দেওয়ার আয়োজন করা হয়। তাতে দেখা যায়, শিক্ষার্থীরা অনায়াসেই পাশ করে, অথচ তার শিক্ষা ব্যবস্থাই ফেল করে বসে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ভারতের শিক্ষার অধিকারে 'নো ডিটেনশন পলিসি' শুরু হয় সতের বছর আগে ২০০৯-এ। সেখানে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত ফেল করলেও নতুন ক্লাসে উঠিয়ে দেওয়ার কথা বলা হয়েছিল। অর্থাৎ সেক্ষেত্রে ছকবন্দি পাশফেলের ধারণাই তুলে দেওয়া হয় যাতে সবাই পাশ করে। তার লক্ষ্যেই ছিল সবার শিক্ষার অধিকার ও তার বিস্তার সুনিশ্চিত করা। ফেল করে পড়াশোনা ছেড়ে দেওয়া বা ফেলের ভয়ে স্কুলছুট হওয়ার প্রবণতা যাতে সক্রিয় হতে না পারে,তার জন্যই সবাইকে পাশ করিয়ে দেওয়ার নির্দেশিকা জারি হয়েছিল। তাতে স্বাভাবিক ভাবেই পক্ষে বিপক্ষের মতে বিতর্ক দেখা দেয়। শুধু তাই নয়, শিক্ষার মান নিয়েও বহুবিধ প্রশ্নের অবতারণা স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। সেক্ষেত্রে অবাধে শিক্ষার বিস্তারে যে তার লক্ষ্য পূরণে নিশ্চয়তারই অভাব ছিল,পরবর্তীতে ২০১৯-এ অর্থাৎ দশ বছর পরে সেই শিক্ষার অধিকার আইন সংশোধনের উদ্যোগেই তা প্রতীয়মান। এজন্য রাজ্যগুলোর উপরেই পাশ-ফেল ব্যবস্থা চালু রাখা বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা প্রদান করা হয়। এতে কেন্দ্রীয় সরকার দায়িত্ব থেকে হাত তুলে নিলেও তা আর পুরনো পাশফেল প্রথায় ফিরে আসেনি। বিষয়টি যে শিক্ষাক্ষেত্রে ফলপ্রসূ হয়ে ওঠেনি,সে-বিষয়ে দীর্ঘ টালবাহানা থেকে দড়িটানাটানিতেই তা প্রতীয়মান। ২০২৪-এর ২৩ ডিসেম্বরে কেন্দ্রীয় সরকারের পুনরায় পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণিতে পাশফেল প্রথা ফিরিয়ে আনার ঘোষণাতেই সেই দোলাচলতা কাটিয়ে ওঠার প্রয়াস প্রকট হয়ে ওঠে। আপাতভাবে মনে হবে স্কুলছুট ছাত্রছাত্রীদের স্কুলমুখো করাতেই তার আয়োজন। সেক্ষেত্রে স্বাভাবিক ভাবেই শিক্ষার প্রসারে দারিদ্রপীড়িত দেশে পাশফেল প্রথা তুলে দিয়ে সবাইকে পাশ করানোর সবচেয়ে সহজ উপায় হয়ে ওঠে। শুধু তাই নয়, যেখানে প্রতিযোগিতার বালাই নেই, সেখানে অবাধ বিচরণের সদিচ্ছায় পড়াশোনায় কোনওরকম অনীহাবোধ জেগে না উঠাই দস্তুর। শুধু তাই নয়, তার সঙ্গে আরও চাহিদা পূরণের প্রয়াস জারি শ্রীবৃদ্ধি লাভ করে। মিড-ডে মিল, বইপত্র থেকে বিদ্যালয়ের পোশাক ও আরও নানাবিধ সরকারি সুযোগসুবিধার নিবিড় আয়োজন সেখানে। একে সবাই পাশ,তার উপরে বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় সবকিছু উপহার হিসেবে পাওয়ার আনন্দ। অথচ তাতে আয়োজনের ফুল প্রয়োজনের ফলে পরিণত হতে পারেনি বা পারে না। আসলে শিক্ষা দানের বিষয় নয়,গ্রহণ বা অর্জনের অমূল্য সম্পদ। সেক্ষেত্রে ছাত্রের দারিদ্রমোচন করে নিশ্চিত পাশের বন্দোবস্তেই শিক্ষার বিস্তার অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। তাতে স্বাক্ষরতার হার বাড়ে, সাক্ষরতার হারও বাড়িয়ে দেখানো যায়,কিন্তু শিক্ষার বিস্তার ঘটে না।

আসলে শিক্ষার সঙ্গেই পরীক্ষার অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক, অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। পরীক্ষার গুরুত্বেই শিক্ষার সৌরভ ছড়িয়ে পড়ে। সেই গুরুত্বকেই লঘু করে অকেজো করলে শিক্ষার আসল উদ্দেশ্যই ব্যাহত হয়। পরীক্ষার লক্ষ্যে থাকে যাচাই আর বাছাই। প্রথমটির সঙ্গেই থাকে দ্বিতীয়টির যোগ। কতটা শিক্ষা হল থেকে সেই শিক্ষার পরবর্তী ধাপে উত্তরণ বিষয়ে মূল্যায়ন করাই সেই পরীক্ষার লক্ষ্য প্রসারিত হয়। সেক্ষেত্রে যাচাইকে গুরুত্ব না দিলে যাচাই যাচ্ছেতাই-এ পরিণত হয়, যা চাই তা কখনওই মেলে না। সেক্ষেত্রে বাছাই করার প্রক্রিয়াও স্বাভাবিক ভাবেই প্রবেশ অবাধের ছাড়পত্রে পরীক্ষা ব্যবস্থাটাই অসার হয়ে পড়ে। পরীক্ষা থাকবে আর তাতে পাশফেল থাকবে না বা সবাইকে পাশ করিয়ে দিতে হবে,এ রকমের ধারণাই অশিক্ষামূলক। সেখানে তো শুধু নম্বর তোলার প্রতিযোগিতাই থাকে না,তাতে শিক্ষার্থীর আত্মসমীক্ষারও অবকাশ মেলে। নম্বরের ইঁদুরদৌড়ে কৃতিত্ব জাহিরের বাইরেও পরীক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। সেক্ষেত্রে কী শিখলাম বা জানলাম থেকে কত শেখা বাকি বা কত অজানা থেকে গেছে তা নিয়ে ওয়াকিবহাল হওয়াটাও জরুরি। তাতে ব্যর্থতার সোপান বেয়ে সাফল্যে পৌঁছানোই তার লক্ষ্য নিঃস্ব হয়ে পড়ে না। তাতে নিজেকে আবিষ্কার করার ক্ষেত্রেও অসফলতা বিষয়ে আত্মসচেতনতাও জরুরি। শিক্ষা তো শুধু কত কিছু জানির পরিচয় নয়, কত কিছুই জানি না'র আবিষ্কারও। সেক্ষেত্রে পরীক্ষায় ফেলের ভীতি দূর করে শিক্ষার বাধা দারিদ্রকে চিহ্নিত করলে তার সমাধান করা সহজ হয়, কিন্তু শিক্ষার সঙ্গে শিক্ষার্থীর সংযোগ তাতে বাড়ে না, বরং পরীক্ষাকে গুরুত্বহীন করে তার আকর্ষণহীনতার দূরত্ব বেড়ে চলে, শিক্ষা নেওয়ার সদিচ্ছাই হারিয়ে যায়। এমনিতেই যা পরীক্ষায় আসে না,তার প্রতি শিক্ষার্থীর মনোযোগ থাকে না। সেখানে যে শিক্ষা পরীক্ষায় জরুরি নয়,তার প্রতি অনাগ্রহ অত্যন্ত স্বাভাবিক। সেক্ষেত্রে পরীক্ষার জুজু কাটিয়ে স্কুলছুটে রাশ টানার সিদ্ধান্তটি সাফল্য পেতে পারে না,তা পুনরায় পরীক্ষার প্রচলিত প্রথা ফিরিয়ে আনাতেই প্রতীয়মান। সেক্ষেত্রে শুধু পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণিতেই নয়, সুবিধাজনক যে পদ্ধতিতেই হোক,প্রথম শ্রেণি থেকে সব ক্লাসেই পরীক্ষা ব্যবস্থা চালু করা জরুরি।

পাশফেল প্রথা ফিরিয়ে আনার বিপক্ষে সবচেয়ে যে জোরালো যুক্তিটি সেদিন উঠে এসেছিল,তা হল পাশফেলের দৌরাত্ম্যে গরিব ও প্রান্তিক শিক্ষার্থীরা আরও বেশি স্কুলছুট হয়ে পড়বে, শিক্ষা থেকে পিছিয়ে যাবে। কথাটা যে অযৌক্তিক ও অপ্রাসঙ্গিক,ইতিমধ্যেই তার পরিচয় প্রকট হয়ে উঠেছে। আমাদের রাজ্যে ২০২০ থেকে পরীক্ষা ব্যবস্থা চালু রেখে ফেল না করিয়ে পাশ করানো হলেও স্কুলছুটের প্রবণতা এখনও জারি। অন্যদিকে পরীক্ষা ব্যবস্থা চালু রেখে বেসরকারি স্কুলের আকর্ষণ ও বিস্তার বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়। শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পরীক্ষার ব্যবস্থা অত্যন্ত নিবিড়। সেক্ষেত্রে পরীক্ষা অপ্রাসঙ্গিক হওয়ায় শিক্ষা ব্যবস্থাই অকেজো হয়ে ওঠে। পরীক্ষা অপ্রাসঙ্গিক হওয়ায় শিক্ষকের নিয়মিত ক্লাস করা, সযত্নে পাঠদান করা, সিলেবাস শেষ করা থেকে শিক্ষার্থীকে প্রস্তুত করা সর্বত্র অনাগ্রহ ও অনীহা প্রকট হয়ে ওঠায় শিক্ষানিকেতনটাই নিয়ম রক্ষার অফিসে পরিণত হয়। সেক্ষেত্রে শিক্ষার সঙ্গে পরীক্ষাকে আকর্ষণীয় করে শিক্ষা ব্যবস্থার মানোন্নয়ন করা জরুরি। তাতে মাথা ব্যথা হলে মাথা না কেটে তার ওষুধ সন্ধানের মতো পরীক্ষা ব্যবস্থাকেই আরও মনোগ্রাহী ও আকর্ষণীয় এবং সময়োপযোগী করে তুললে আখেরে শিক্ষার আলোতে শিক্ষার্থী তার নিজের জীবনের পথ খুঁজে পাওয়ার স্বার্থেই স্কুলমুখো হবে।

লেখক: অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়

অগ্নিগর্ভ পাক অধিকৃত কাশ্মীর

গৌতম পতি

কাশ্মীর সমস্যা ভারত-পাকিস্তান সম্পর্কের সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী এবং জটিল সমস্যাগুলির অন্যতম। ১৯৪৭ সালে দেশভাগের সময় যে রাজনৈতিক সিদ্ধান্তহীনতা ও সংঘাতের সূচনা হয়েছিল, তার রক্তাক্ত ছায়া আজও কাটেনি। জম্মু ও কাশ্মীরের একটি অংশ বর্তমানে পাকিস্তানের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণে রয়েছে, যার মধ্যে মূলত আজাদ জম্মু ও কাশ্মীর এবং গিলগিট-বালতিস্তান অঞ্চল অন্তর্ভুক্ত। বাহ্যিক স্বায়ত্তশাসনের প্রতিশ্রুতি থাকলেও দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে এই অঞ্চলের ওপর ইসলামাবাদের কঠোর নিয়ন্ত্রণ ও সম্পদের শোষণ সাধারণ মানুষের মধ্যে তীব্র অসন্তোষের জন্ম দিয়েছে। মৌলিক অধিকারের অভাব, মাত্রাতিরিক্ত মুদ্রাস্ফীতি, বিদ্যুতের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি, এবং খাদ্যের ক্রমবর্ধমান দাম ও কর্মসংস্থানের সংকটের কারণে সেখানকার জনগণ এখন প্রকাশ্য বিদ্রোহ ও আন্দোলনের পথে নেমেছেন।

এই সমস্যা সমাধানে স্থানীয় সরকারের ব্যর্থতাই নতুন ধরনের রাজনৈতিক সংগঠনেরজন্য সুযোগ তৈরি করে দিয়েছে। বিভিন্ন জেলায় নাগরিক কমিটি গড়ে উঠেছে। যেখানে ব্যবসায়ী, আইনজীবী, শিক্ষার্থী ও কমিউনিটি নেতারা যুক্ত হয়েছেন। ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বরে এইসব কমিটি একত্রিত হয়ে জয়েন্ট আওয়ামী অ্যাকশন কমিটি (জেএসসি) গঠন করে। উদ্দেশ্য, গোটা অঞ্চলের আন্দোলন ও গনসংগঠনের কাজ সমন্বয় করা।

সম্প্রতি এই অঞ্চলে জেএএসি-র নেতৃত্বে যে বিশাল গণআন্দোলন গড়ে উঠেছে, তা মূলত দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সঙ্কট থেকে উদ্ভূত। এই অঞ্চলে অবস্থিত মঙ্গলা ও অন্যান্য জলবিদ্যুৎ প্রকল্প থেকে সস্তায় বিদ্যুৎ তৈরি করে পাকিস্তানের মূল ভূখণ্ডে নিয়ে যাওয়া হয়, অথচ স্থানীয় অধিবাসীদের চড়া দামে বিদ্যুৎ কিনতে বাধ্য করা হয়। গম ও আটার মতো প্রধান খাদ্যের ওপর থেকে সরকারি সুবিধা কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। মানুষের অসন্তোষ দমনে প্রশাসন কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ রাখা হয়েছে এবং আধাসামরিক বাহিনী মোতায়েন করে সাধারণ বিক্ষোভকারীদের ওপর বলপ্রয়োগ করা হয়েছে। এর পাশাপাশি রাজনৈতিকভাবেও এই অঞ্চলের জনগণ ক্ষমতাহীন। স্থানীয় নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে হলে পাকিস্তানকে কাশ্মীর সংযুক্তির সমর্থন জানিয়ে আনুগত্যের শপথ নিতে হয়, যা মূলত মত প্রকাশের স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক অধিকারের পরিপন্থী। গিলগিট-বালতিস্তানের অবস্থাও অভিন্ন; সেখানে জমির মালিকানা, খনিজ সম্পদ লুণ্ঠন এবং সাংবিধানিক পরিচয়ের অভাব নিয়ে মানুষের মধ্যে ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হচ্ছে।

এই সঙ্কটের মূল শিকড় নিহিত রয়েছে ঐতিহাসিক, প্রশাসনিক ও ভূ-রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার মধ্যে। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের মদতপুষ্ট উপজাতীয় হানাদার বাহিনীর আগ্রাসন এবং পরবর্তীকালে পাকিস্তান সেনার সরাসরি হস্তক্ষেপের মাধ্যমে জম্মু ও কাশ্মীরের এই অংশটি অবৈধভাবে দখল করা হয়। তখন থেকেই অঞ্চলটিকে কৌশলগত প্রতিরক্ষা ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে, কোনো প্রকৃত সাংবিধানিক সুরক্ষা দেওয়া হয়নি। প্রশাসনিক দিক থেকে ইসলামাবাদ সর্বদা ছদ্ম-স্বায়ত্তশাসনের কাঠামো বজায় রেখেছে। তথাকথিত আজাদ কাশ্মীরে প্রধানমন্ত্রী ও প্রেসিডেন্ট থাকলেও প্রকৃত ক্ষমতা ন্যস্ত থাকে কাশ্মীর কাউন্সিলের হাতে, যা সরাসরি পাকিস্তানের ফেডারেল সরকার এবং সামরিক গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর মাধ্যমে পরিচালিত হয়। স্থানীয় নেতারা কেবল কাঠের পুতুল হিসেবে কাজ করেন। অর্থনৈতিক শোষণের ইতিহাস অত্যন্ত দীর্ঘ। অঞ্চলের বিপুল জলসম্পদ ব্যবহার করে পাকিস্তান জাতীয় গ্রিডে বিদ্যুৎ সরবরাহ করলেও স্থানীয় জনগণকে রয়্যালটির ন্যায্য অংশ থেকে বঞ্চিত রাখা হয়েছে। এছাড়া চীন-পাকিস্তান অর্থনৈতিক করিডোর বা সিপিইসি প্রকল্পের মাধ্যমে গিলগিট-বালতিস্তানের প্রাকৃতিক পরিবেশ ও স্থানীয় জমি ব্যবহার করা হলেও অর্থনৈতিক সুবিধার সিংহভাগ পেয়ে থাকে পাঞ্জাব ও সিন্ধু প্রদেশের ব্যবসায়ী ও সেনাবাহিনী সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠীগুলো।পাকিস্তানের তীব্র অর্থনৈতিক দুরবস্থা এই অবস্থাকে আরও ত্বরান্বিত করেছে। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের ঋণের শর্ত পূরণ করতে গিয়ে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার জ্বালানি, বিদ্যুৎ ও খাদ্যের ভর্তুকি প্রত্যাহার করেছে, যার তীব্র প্রভাব পড়েছে এই প্রান্তিক ভূখণ্ডের ওপর। সামরিকীকরণের নীতি বজায় রেখে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে অবহেলা করাই মানুষের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে দিয়েছে। ২০২৬ সালে পাকিস্তান-শাসিত কাশ্মীরের পরিস্থিতি বিশেষভাবে উদ্বেগজনক হয়ে উঠেছে। সাম্প্রতিক মাসগুলিতে ব্যাপক বিক্ষোভ, নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষ, যোগাযোগ ব্যবস্থায় বাধা এবং নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বিতর্ক পরিস্থিতিকে আরও জটিল করেছে। এই মুহূর্তে সেখানে মৃতের সংখ্যা ৮০ ছাড়িয়ে গেছে। এই নির্মমতার পরেও গোটা দুনিয়ার মাতব্বরদের মুখে একটা কথাও শোনা যায় নি।এই দীর্ঘস্থায়ী ও জটিল সঙ্কটের সমাধান সাময়িক আর্থিক অনুদান বা সেনা দিয়ে আন্দোলন দমন করে সম্ভব নয়। এর জন্য বহুমুখী এবং সুদূরপ্রসারী পদক্ষেপ প্রয়োজন। প্রথমত, অবিলম্বে গণতান্ত্রিক অধিকার ও মানবাধিকারের স্বীকৃতি দিতে হবে। স্থানীয় জনগণের ওপর পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর কঠোর নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহার করা জরুরি। নির্বাচনে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক আনুগত্যের ধারা বাতিল করে সকল রাজনৈতিক মতাদর্শের মানুষকে নিজস্ব প্রতিনিধি নির্বাচনের সুযোগ দিতে হবে। সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা ও ইন্টারনেট সংযোগ নিরবচ্ছিন্ন রাখা মৌলিক মানবাধিকারের অংশ।

দ্বিতীয়ত, অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার ও সম্পদ বণ্টন নিশ্চিত করা প্রয়োজন। স্থানীয় প্রাকৃতিক সম্পদ থেকে উৎপাদিত আয়ের একটি বড় অংশ স্থানীয় উন্নয়নেই ব্যয় করতে হবে। মঙ্গলা বাঁধের বিদ্যুৎ উৎপাদনে স্থানীয় জনগণকে বিশেষ মূল্যছাড় এবং প্রকল্প থেকে প্রাপ্ত আয়ের ন্যায্য রয়্যালটি স্থানীয় প্রশাসনের কাছে হস্তান্তর করা উচিত। কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও কাঠামোগত উন্নয়নে অগ্রাধিকার দেওয়া আবশ্যক।

তৃতীয়ত, আন্তর্জাতিক মহলের পর্যবেক্ষণ ও জাতিসংঘের প্রস্তাবনার বাস্তবায়ন। পাকিস্তান অধিকৃত অঞ্চলের মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়ে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় ও মানবাধিকার সংস্থাগুলোর আরও সোচ্চার হওয়া প্রয়োজন। নিরপেক্ষ আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকদের অবাধ প্রবেশের অনুমতি দিলে সেখানকার প্রকৃত চিত্র বহির্বিশ্বের নজরে আসবে।

চতুর্থত, ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন। জম্মু ও কাশ্মীরের সামগ্রিক ভৌগোলিক অখণ্ডতা এবং ১৯৯৪ সালের ভারতীয় সংসদের সর্বসম্মত প্রস্তাব অনুযায়ী এই ভূখণ্ড ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। সীমান্ত সন্ত্রাস বন্ধ করে এবং পাকিস্তান কর্তৃক এই অঞ্চলের সামরিক ব্যবহার বন্ধ করা যেকোন দীর্ঘমেয়াদী রাজনৈতিক সমাধানের প্রধান পূর্বশর্ত। নিয়ন্ত্রণরেখা সংলগ্ন এলাকায় স্বাভাবিক বাণিজ্য ও পারিবারিক যাতায়াত পুনরায় চালু করা হলে সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক ও মানবিক দুর্ভোগ কিছুটা লাঘব হতে পারে।

পাক- অধিকৃত কাশ্মীরের বর্তমান অবস্থা কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, বরং দীর্ঘদিনের শোষণ, সামরিক আধিপত্য এবং রাজনৈতিক বঞ্চনার স্বাভাবিক পরিণতি। বন্দুকের নল দিয়ে জনগণের ক্ষোভ সাময়িকভাবে চেপে রাখা গেলেও তা চিরস্থায়ী সমাধানের পথ নয়। সেখানকার মানুষের মৌলিক অধিকার, অর্থনৈতিক সুরক্ষা ও রাজনৈতিক আত্মনিয়ন্ত্রণকে সম্মান জানানোই এই গভীর ক্ষত নিরাময়ের একমাত্র কার্যকর উপায়।কাশ্মীর সমস্যাকে শুধু ভারত-পাকিস্তানের জমির বিরোধ হিসেবে দেখলে ভুল হবে। এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন, নিরাপত্তা, পরিচয় এবং ভবিষ্যৎ। পাক-শাসিত কাশ্মীরের বর্তমান অস্থিরতা প্রমাণ করছে যে শুধু রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ দিয়ে মানুষের মন জয় করা যায় না। আজ প্রয়োজন ক্ষমতার রাজনীতি নয়, মানুষের রাজনীতি। প্রয়োজন গুলি নয়, সংলাপ; দমন নয়, গণতন্ত্র; ঘৃণা নয়, পারস্পরিক বিশ্বাস। কাশ্মীরের পাহাড় বহু যুদ্ধের সাক্ষী, এবার সেই পাহাড় শান্তির সাক্ষী হোক। ভারত ও পাকিস্তানের শাসকদের বুঝতে হবে'- কাশ্মীর সমস্যার সমাধান যত বিলম্বিত হবে, ততই সাধারণ মানুষের দুঃখ বাড়বে। স্থায়ী শান্তির পথ কঠিন, কিন্তু সেই পথেই রয়েছে কাশ্মীরের মানুষের নিরাপদ ও মর্যাদাপূর্ণ ভবিষ্যৎ।

মননের আলো
অধ্যাপক স্বপন কুমার মণ্ডল

নিজের যোগ্যতা কাউকে জোর করে বোঝাতে নেই। তাতে ভুলই বোঝে না, সন্দেহও করে। কাজে প্রকাশ পেলে তাই অন্যের মুখে মুখে প্রশংসায় ছড়িয়ে পড়ে।

কোট-আনকোট

NCPI

ভারতীয় গণতন্ত্রের শক্তিতে বিশ্বাসী এক নাগরিক হিসাবে আমি অনুরোধ জানাচ্ছি, মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে ভারতরত্ন সম্মানে ভূষিত করা হোক। নির্বাচন প্রক্রিয়ায় তাঁর অবদান অপরিসীম। কারণ পশ্চিমবঙ্গে শান্তিপূর্ণ এবং বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচন পরিচালনা করেছেন তিনি। দীর্ঘদিন ধরে বাংলায় ভোটের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে ছিল সন্ত্রাস, রিগিং, রক্তপাত। কিন্তু জ্ঞানেশের নেতৃত্বে ভোটাররা নির্বাচন প্রক্রিয়ায় আস্থা ফিরে পেয়েছেন।

জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায়, এনসিপিআই সভাপতি

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

‘প্রমাণ করুন আপনারা ধর্মের নামে ভোট দেন না’

বিজেপির পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান রাহুল সিনহার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বহরমপুর: রেজিনগরের উপ নির্বাচনে জয় পরাজয়ের চাবিকাঠি রয়েছে সংখ্যালঘু ভোট বাক্সে। মুসলিম-হিন্দু ভোট ব্যাঙ্কের ৭২-২৮ শতাংশের সমীকরণ সেই কথাই বলছে। আর সেই তত্ত্বকে মান্যতা দিয়ে মুসলিম ভোটে থাবা বসাতে মরিয়ে হয়ে ঝাঁপিয়েছে গেরুয়া শিবির। বুধবার বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ রাহুল সিনহার সাংবাদিক বৈঠকের বিবৃতি সেকথাই প্রমাণ করে। রেজিনগরে প্রচারে যাওয়ার আগে বহরমপুরে সাংবাদিক বৈঠকে রাহুল সিনহা মমতা ব্যানার্জীর নাম না করেই বলেন, ‘একদল দালাল বিজেপির কাছ থেকে মুসলিমদের দূরে সরিয়ে দিয়েছে। মুসলিমদের প্রগতি নষ্ট করেছে। মুসলিমরা যদি উন্নতি চান, বিজেপির কাছে আসতে চান, তাহলে এই নির্বাচনই আপনাদের কাছে মোক্ষম অস্ত্র। প্রমাণ করুণ

আপনারা ধর্মের নামে ভোট দেন

রেজিনগর

না। কাজ আর পারফরম্যান্স দেখে ভোট দেন। বিজেপি ধর্মের বিরোধী নয়। বিজেপি সম্প্রদায়ের বিরোধী নয়। যারা দেশ বিরোধী আমরা তাদের বিরোধী।’ রেজিনগরে শিক্ষা, শিল্পের উন্নতির স্বার্থে এই নির্বাচনে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে বিজেপির পাশে দাঁড়ানোর বার্তা দিলেন বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি। পাশাপাশি মসজিদের নামে হুমায়ুন কবীর যে কোটি কোটি টাকা তুলেছেন সেই টাকার হিসাব চাইতে বলেন রাহুল সিনহা।

পদ্ম শিবিরের কাছে রেজিনগর এখন পাখির চোখ। রেজিনগরে ২৮ শতাংশ হিন্দু ভোট রয়েছে। সাধারণ নির্বাচনে এক কেন্দ্র থেকে ৫৯ হাজার ভোটে জয়ী হয়েছিলেন হুমায়ুন কবীর। এজেইউপির প্রতীকে সেখানে লড়ছেন হুমায়ুন পুত্র গোলাম নবী আজাদ। বিজেপি প্রতীকে লড়ছেন শাখারভ সরকার। গেরুয়া শিবির বুঝে গিয়েছে ২৮ শতাংশ হিন্দু ভোটের উপর নির্ভর করে নির্বাচনী বৈতরণি পার হওয়া কোনভাবেই সম্ভব নয়। তাতে রেজিনগরবাসীকে উন্নয়নের যতই ললিপপ দেখানো হোক না কেন। ফলে মুসলিম ভোট ব্যাঙ্কে ভাগ বসাতে হবে। বুধবার বিজেপি প্রার্থী শাখারভ সরকার আর মন্ত্রী গার্গী দাস ঘোষকে দুপাসে বসিয়ে রাহুল সিনহার স্পষ্ট বার্তা, যেভাবেই হোক সংখ্যালঘুদের বাগে আনতে হবে। সাংবাদিক বৈঠক করে রেজিনগরে রোড শো করেন রাহুল। সেই রোড শোয়ে ছিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য্য। পরে বেগুনবাড়িতে পথসভাও করেন তারা।

আশিসনগর স্কুলে ২ টাকার খাদ্যমেলা, শুরু হল ‘শিশু ব্যাঙ্ক’

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: স্কুল চত্বরে সারি সারি স্টল। কোথাও বিরিয়ানি, কোথাও ফুচকা, চিকেন পাকোড়া, ঘুগনি, পাঁপড়, নাড়ু, মোয়া, মালপোয়া, কচুড়ি ছিল নানা ধরনের খাবারের সম্ভার। তবে এই খাদ্য মেলার সবচেয়ে আকর্ষণীয় বিষয় ছিল খাবারের দাম। প্রতিটি খাবারের দাম মাত্র ২ টাকা! আশিস নগর অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বুধবার আয়োজন করা হয় এই অভিনব ‘খাদ্য মেলা’র। মোট ৩০টি স্টলে খাবারের পসরা সাজিয়ে বসেছিলেন পড়ুয়াদের অভিভাবকরা। মেলাকে কেন্দ্র করে স্কুল চত্বরে তৈরি হয় উৎসবের পরিবেশ। এলাকার বহু মানুষও এই আয়োজনে যোগ দেন। কিন্তু কেন এই আয়োজন? স্কুলের প্রধান শিক্ষক বিজন বিশ্বাস জানান, ‘পড়ুয়ারা প্রায়ই বাড়ি থেকে টাকা এনে বিভিন্ন প্যাকেটজাত খাবার কিনে খায়। যা একদিকে শিশুদের স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর, অন্যদিকে প্যাকেটের আবর্জনা পরিবেশের জন্যও সমস্যা তৈরি করে।

বিষয়টি নিয়ে বারবার সচেতন করা হলেও সমস্যা পুরোপুরি বন্ধ করা সম্ভব হয়নি। এরই মধ্যে স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকারা মিলে পড়ুয়াদের মধ্যে সঞ্চয়ের অভ্যাস গড়ে তোলার পাশাপাশি বাইরের প্যাকেটজাত খাবার কেনার প্রবণতা কমানোর উদ্যোগ নেন। সেই ভাবনা থেকেই এদিন শুরু হল ‘শিশু ব্যাঙ্ক’।’

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-
মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

ফর্ম নং ১৪
[রেগুলেশন ৩৩(২) দেখুন]
রেজিস্টার্ড এ/ডি, দস্তি দ্বারা অন্যথায় প্রকাশনার মাধ্যমে।
রিকভারি অফিসার - ১/২-এর কার্যালয়
ডেবটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল কলকাতা (ডিআরটি ২)
৭ম ফ্লোর, জীবন সুধা বিল্ডিং, ৪২-সি,
জওহরলাল নেহরু রোড, কলকাতা-৭০০০৭১

ডিমান্ড নোটিশ

রিকভারি অফ ডেবটস অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি অ্যাক্ট, ১৯৯৩-এর সেকশন ২৫ থেকে ২৮ এবং ইনকাম ট্যাক্স অ্যাক্ট, ১৯৬১-এর দ্বিতীয় তফসিলের রুল ২-এর অধীনে নোটিশ।

আরসি/১১/২০২৬ ২৪/০৯/২০২৬

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
বনাম
সুখেন্দু গাঙ্গুলি গাঙ্গুলি

প্রতি,
(সিডি ১) সুখেন্দু গাঙ্গুলি গাঙ্গুলি
শ্রী রাম মেডিকেল হলের স্বত্বাধিকারী, পিতা তপন কুমার গাঙ্গুলি, গ্রাম ও ডাকঘর- লাউদোহা, পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ-৭১৩৩৮৫
(সিডি ২) তনুশ্রী গাঙ্গুলি
সুখেন্দু গাঙ্গুলির স্ত্রী, গ্রাম ও ডাকঘর- লাউদোহা, পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ-৭১৩৩৬৩

এতদ্বারা নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, ডেবটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল কলকাতা ডিআরটি ২-এর প্রিসাইডিং অফিসার কর্তৃক **ওএ/২০৪/২০২৪**-এ প্রদত্ত আদেশের অনুসরণে জারি করা রিকভারি সার্টিফিকেট অনুযায়ী, **১৬/০৫/২০২৪** তারিখ থেকে আদায় না হওয়া পর্যন্ত বার্ষিক ৮.৭০ শতাংশ সরল সুদে পেনডেন্টেলাইট এবং ভবিষ্যতের সুদ এবং **২৩০০৫ টাকা (তেইশ হাজার পাঁচ টাকা)** খরচ সহ **২০৯৫৯৭২.৪৮ টাকা (কুড়ি লক্ষ পঁচানব্বই হাজার নয়শো বাহাত্তর টাকা এবং আটচল্লিশ পয়সা)** আপনাদের বিরুদ্ধে যৌথভাবে এবং পৃথকভাবে/সম্পূর্ণরূপে/সীমিত বকেয়া হয়েছে।

২. এতদ্বারা আপনাদেরকে এই নোটিশ প্রাপ্তির ১৫ দিনের মধ্যে উপরোক্ত অর্থ পরিশোধ করার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, অন্যথায় রিকভারি অফ ডেবটস ডিউ টু ব্যাঙ্কস অ্যান্ড ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনস অ্যাক্ট, ১৯৯৩ এবং এর অধীনে থাকা নিয়ম অনুসারে আদায় করা হবে।

৩. এতদ্বারা আপনাদেরকে আগামী শুনানির তারিখে বা তার আগে একটি হলফনামায় আপনাদের সম্পদের বিবরণ ঘোষণা করার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে।

৪. এতদ্বারা আপনাদেরকে পরবর্তী কার্যক্রমের জন্য আগামী **০৬/১০/২০২৬** তারিখে সকাল ১০.৩০ টায় নিম্নস্বাক্ষরকারীর সামনে উপস্থিত হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে।

৫. উপরিউক্ত অর্থের পাশাপাশি, আপনারা নিম্নলিখিত অর্থ পরিশোধ করতেও দায়বদ্ধ থাকবেন
(ক) সার্টিফিকেট/নিষ্পত্তি কার্যক্রমের এই নোটিশের পরপরই শুরু হওয়া সময়ের জন্য প্রদেয় সুদ।
(খ) এই নোটিশ এবং ওয়ারেন্ট ও অন্যান্য প্রক্রিয়া সম্পাদনের ক্ষেত্রে এবং বকেয়া অর্থ আদায়ের জন্য গৃহীত অন্যান্য সমস্ত কার্যক্রমে ব্যয়িত সমস্ত খরচ, চার্জ এবং ব্যয়।

আমার স্বাক্ষর এবং ট্রাইব্যুনালের মোহর সহ আজ ২৪/০৯/২০২৬ তারিখে দেওয়া হলো।

স্বা/-
রিকভারি অফিসার
ডেবটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল - ২, কলকাতা

IDBI BANK

আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড, রিটেল রিকভারি ডিপার্টমেন্ট
CIN : L65190MH2004GOI148838
বাঁকুড়া রঘুনাথপুর রোড, মসজিদ মাচানতলার পাশে
বাঁকুড়া, পিনকোড - ৭২২১০১, পশ্চিমবঙ্গ

পরিশিষ্ট ৪ রুল ৮(১)
দখল বিজ্ঞপ্তি
স্থাবর সম্পত্তির জন্য

যেহেতু,
আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি.-এর নিম্নস্বাক্ষরকারী অনুমোদিত অফিসার হিসেবে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২-এর ৫৪)-এর অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩-এর সাথে পঠিত সেকশন ১৩(১২)-এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে, অ্যাকাউন্টগুলির বিপরীতে উল্লিখিত তারিখে একটি দাবি নোটিশ জারি করেছিলেন এবং **ঋণগ্রহীতা / সহ-ঋণগ্রহীতা / আইনি উত্তরাধিকারীরা** উক্ত পরিমাণ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা / সহ-ঋণগ্রহীতা / আইনি উত্তরাধিকারী এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮-এর সাথে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩-এর সাব-সেকশন (৪)-এর অধীনে তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগ করে এরপর উল্লিখিত তারিখে নীচে বর্ণিত সম্পত্তিগুলির দখল নিয়েছেন।
বিশেষ করে **ঋণগ্রহীতা / সহ-ঋণগ্রহীতা / আইনি উত্তরাধিকারীরা** এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে এতদ্বারা উক্ত সম্পত্তির সাথে কোনো লেনদেন না করার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে এবং এই সম্পত্তির সাথে কোনো লেনদেন হলে তা **আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি.**-এর নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ এবং এর উপর সুদ, জরিমানা সুদ, চার্জ, খরচের চার্জ সাপেক্ষে হবে।
সুরক্ষিত সম্পদগুলি পুনরুদ্ধার করার জন্য উপলব্ধ সময়ের বিষয়ে উক্ত অ্যাক্ট, ২০০২-এর সেকশন ১৩-এর সাব-সেকশন (৮)-এর বিধানগুলির প্রতি ঋণগ্রহীতা/আইনি উত্তরাধিকারীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

ক্র. নং	১ ঋণগ্রহীতা/ সহ-ঋণগ্রহীতাদের নাম ২ অ্যাকাউন্ট নম্বর	১ দাবি নোটিশের তারিখ ২ স্বত্ব দখলের তারিখ ৩ দাবি নোটিশ অনুযায়ী দাবির পরিমাণ	স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
১.	১. **শ্রী সুরজিৎ বায়েন (ঋণগ্রহীতা), শ্রী বিশ্বজিৎ বায়েন (সহ-ঋণগ্রহীতা), শ্রী তপন কুমার বায়েন (সহ-ঋণগ্রহীতা) এবং শ্রীমতী রঞ্জনা চ্যাটার্জি (সহ-ঋণগ্রহীতা)** ২. ০২৫৬৬৭৫১০০০৩৭৮৬৪ / ০২৫৬৬৭৫১০০০৩৭৮২৮ / ০২৫৬৬৭৫১০০০৩৭৯৯৮	১. ১৬.০৭.২০২৬ ২. ২৯.০৯.২০২৬ ৩. ১০-০৫-২০২৬ তারিখ থেকে এর উপর আরও অতিরিক্ত সুদ, চার্জ এবং খরচ সহ ১০-০৫-২০২৬ তারিখে **৭৫,৬৩,৮৬১.১০/- টাকা** (পঁচাত্তর লক্ষ তেষট্টি হাজার আটশো একষট্টি টাকা এবং দশ পয়সা)	পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে, জেলা - বাঁকুড়া, এডিএসআর. বাঁকুড়া, থানা - বাঁকুড়া, ২১৩ জে.এল. নং, মৌজা কেন্দুয়াডিহির মধ্যে ১১৪৪ এল.আর. খতিয়ান নং-এর অধীনে ১৮৩০ এল.আর. প্লট নং-এর সাথে সম্পর্কিত ৪৬৭ আর.এস. খতিয়ান নং-এর অধীনে ৯৫৩ আর.এস. প্লট নং-এর অন্তর্ভুক্ত ০.০৪৭ একরের সমান ০২ কাঠা ১৪ ছটাক ০৩ বর্গফুট পরিমাপের জমির সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল সম্পর্কিত টাইটেল ডিড জমার মাধ্যমে বন্ধক। সম্পত্তিটি বাঁকুড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের সীমানার মধ্যে। **যার সীমানা নিম্নরূপ : উত্তরে :** শরৎ কামিনী দত্তের বাড়ি, **দক্ষিণে :** সত্য কিঙ্কো শানা রোড, **পূর্বে :** অমিতাভ দত্তের বাড়ির সীমানা প্রাচীর, **পশ্চিমে :** ৩ ফুট চওড়া প্যাসেজ এবং সাধন কুমার বায়েনের বাড়ি।
২.	১. **শ্রী সুরজিৎ বায়েন (ঋণগ্রহীতা), শ্রী বিশ্বজিৎ বায়েন (সহ-ঋণগ্রহীতা), শ্রী তপন কুমার বায়েন (সহ-ঋণগ্রহীতা) এবং শ্রীমতী রঞ্জনা চ্যাটার্জি (সহ-ঋণগ্রহীতা)** ২. ০২৫৬৬৭৫১০০০৩৭৮৬৪ / ০২৫৬৬৭৫১০০০৩৭৮২৮ / ০২৫৬৬৭৫১০০০৩৭৯৯৮	১. ১৬.০৭.২০২৬ ২. ২৯.০৯.২০২৬ ৩. ১০-০৫-২০২৬ তারিখ থেকে এর উপর আরও অতিরিক্ত সুদ, চার্জ এবং খরচ সহ ১০-০৫-২০২৬ তারিখে **৭৫,৬৩,৮৬১.১০/- টাকা** (পঁচাত্তর লক্ষ তেষট্টি হাজার আটশো একষট্টি টাকা এবং দশ পয়সা)	জেলা বাঁকুড়া, এডিএসআর বাঁকুড়া, ১১৯৫ তৌজি নং, ২১৩ জে.এল. নং, থানা - বাঁকুড়া, মৌজা - কেন্দুয়াডিহির মধ্যে ১৮৪ আর.এস. খতিয়ান নং-এর অধীনে ২৩৭ আর.আর. প্লট নং-এর অন্তর্ভুক্ত ১ কাঠা ১১ ছটাক ৩৬ বর্গফুট এলাকা পরিমাপের মোট জমির সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল সম্পর্কিত টাইটেল ডিড জমার মাধ্যমে বন্ধক। সম্পত্তিটি বাঁকুড়া মিউনিসিপ্যালিটির সীমানার মধ্যে। **যার সীমানা নিম্নরূপ : পূর্ব দিকে বা পূর্ব অভিমুখে :** সৌম্য ব্যানার্জির সম্পত্তি ২৩৭ নং প্লট, **পশ্চিম দিকে বা পশ্চিম অভিমুখে :** স্বাধীন দাসের সম্পত্তি ২৩৭ নং প্লট, **উত্তর দিকে বা উত্তর অভিমুখে :** ১০ ফুট চওড়া রাস্তা, **দক্ষিণ দিকে বা দক্ষিণ অভিমুখে :** ধরণ লোহারের সম্পত্তি।
৩.	১. প্রয়াত শ্রী অজিত কুমার বরাট (ঋণগ্রহীতা) এবং প্রয়াত শ্রী অজিত কুমার বরাটের আইনি উত্তরাধিকারীরা (সহ-ঋণগ্রহীতা) ২ ০৭১৩৬৫৩৮০০০০০১৭০ / ০৭১৩৬৭৩২০০০০০২১৩	১. ০১.০৬.২০২৬ ২. ২৯.০৯.২০২৬ ৩. ২০-০৪-২০২৬ তারিখে **৪৬,৮৫, ৯৩০.৫৭/- টাকা** ছেচল্লিশ লক্ষ পঁচাশি হাজার নয়শো ত্রিশ টাকা এবং সাতান্ন পয়সা	পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে ৭ নম্বর ওয়ার্ড, ১৩৫/এ/১৯ বাঁকুড়া মিউনিসিপ্যালিটি হোল্ডিং নং-এর অধীনে প্রায় ২৮০০ বর্গফুটের কাঠামো এবং দোতলা ভবন সহ, জেলা-বাঁকুড়া, থানা বাঁকুড়া, মৌজা-বাঁকুড়া, ২১১ জে.এল. নং, ১৪২৯০ এল.আর. খতিয়ান নং, ৬০২৫/৬০৬৪ আর.এস. এবং এল.আর. প্লট নং-এ ৯ ডেসিমেল পরিমাপের জমির সমস্ত টাইটেল ডিড জমার মাধ্যমে বন্ধক এবং যার **সীমানা নিম্নরূপ : পূর্বে :** রাস্তা, **পশ্চিমে :** অনুপ কুমার মুখার্জির বাড়ি, **উত্তরে :** কুন্ডুর খালি জমি, **দক্ষিণে :** ঘোষের খালি জমি।

তারিখ : ০১.১০.২০২৬
স্থান : বাঁকুড়া
স্বা/-
অনুমোদিত অফিসার, আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি.

‘তৃণমূল এখন রাজ্যের টুকরে টুকরে গ্যাং’

হাবড়ায় জোড়া প্রকল্পের উদ্বোধনে তোপ অগ্নিমিত্রার

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাবড়া: ‘তৃণমূল এখন রাজ্যের টুকরে টুকরে গ্যাং’ হাবড়ায় জোড়া প্রকল্পের উদ্বোধনে তোপ অগ্নিমিত্রার। তাঁর বক্তব্য, ‘তৃণমূল রাজ্যে আর গুরুত্বপূর্ণ নয়। তৃণমূল এখন টুকরে টুকরে গ্যাং-এ পরিণত হয়েছে।’ বুধবার উত্তর ২৪ পরগনার হাবড়ায় জোড়া প্রকল্পের উদ্বোধনে যোগ দিতে এসে এমনই মন্তব্য করলেন রাজ্যের নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পল। এদিন তিনি রাজ্যে জঙ্গি অনুপ্রবেশ নিয়ে তৃণমূলকে তীব্র কটাক্ষ করেন। পাশাপাশি শিল্প সম্ভাবনা নিয়েও তিনি নতুন

সরকারের উদ্যোগের কথা জানিয়েছেন। এদিন হাবড়ার বাণীপুরে মুক্তিধাম মহাশ্মশানে বৈদ্যুতিক চুল্লি ও অস্রুত পানীয় জল সরবরাহ প্রকল্পের উদ্বোধনে আসেন নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পল। দুই প্রকল্পের উদ্বোধনের পর দিল্লিতে ইন্ডি-জোটের বৈঠক সম্পর্কে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, ‘তৃণমূল আর রাজ্যে প্রাসঙ্গিক নয়। তৃণমূল নানাভাবে ভেঙে গিয়েছে। ওই দল এখন রাজ্যে টুকরে টুকরে গ্যাংয়ে পরিণত হয়েছে। তৃণমূল দিল্লিতে যে বৈঠকেই যোগ দিক আমরা তা নিয়ে ভাবছি না। রাজ্যে যে দুটো কেন্দ্রে উপনির্বাচন হচ্ছে দুটোতেই বিজেপি জিতবে।’ সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী সরকারি একটি অনুষ্ঠানে বলেছেন, ‘রাজ্যে কেউ সাইকেল কারখানা করতে চাইলে সরকার তাদের সাহায্য করবে।’ আসানসোলে সাইকেল কারখানার পুনরুজ্জীবন সম্পর্কে এদিন অগ্নিমিত্রা বলেন, ‘শুধু সাইকেল কারখানা নয়, হিন্দুস্তান কেবল কারখানা-সহ আরও বেশ কিছু শিল্প নতুন করে সেজে ওঠা সম্ভাবনা রয়েছে। আমাদের সরকার রাজ্যের শিল্প গঠনের জন্য সব রকম সহযোগিতা করবে।’ রাজ্যের জঙ্গি অনুপ্রবেশ নিয়ে এদিন অগ্নিমিত্রা বিগত তৃণমূল সরকারকে তীব্র আক্রমণ করে বলেন, ‘বিগত ১৫ বছর ধরে তৃণমূল রাজ্যে জঙ্গিদের এনেছে। তৃণমূল সরকার জঙ্গিদের প্রশ্রয় দিয়েছে। আমাদের সরকার আগে মানুষের সুরক্ষাকে গুরুত্ব দিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ রাজ্যে উন্নয়নের পাশাপাশি জঙ্গি অনুপ্রবেশ বন্ধ করতে সব রকম পদক্ষেপের তথা ঘোষণা করেছেন।’ এদিনের কর্মসূচিতে হাবড়ার বিধায়ক দেবদাস মণ্ডল ও অশোকনগরের বিধায়ক সুময় হীরা উপস্থিত ছিলেন। মুক্তিধাম মহাশ্মশানের বৈদ্যুতিক চুল্লি উদ্বোধন ঘিরে বাসিন্দাদের মধ্যেও তুমুল উৎসাহ ছিল।

টোটো উলটে মৃত্যু মহিলার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কালনা: কাজে যাওয়ার পথে টোটো দুর্ঘটনায় মর্মান্তিক মৃত্যু হল এক মহিলা ক্ষেতমজুরের। বুধবার সকালে দুর্ঘটনাটি ঘটে কালনার কেষ্টপুর পেট্রোল পাম্পের সামনে। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতার নাম মেনকা সেন (৫৬)। তিনি কালনা থানার সিমলন গ্রাম পঞ্চায়েতের সারঘড়িয়া গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন।

পারিবারিক সূত্রে জানা গিয়েছে, জমিতে কপি চাষের পরিচর্যার কাজের উদ্দেশ্যে ভাগীরথী নদীর ওপারে কালিনগর গ্রামে যাচ্ছিলেন মেনকা দেবী। সকালে বাড়ি থেকে একটি টোটোয় চেপে তিনি বর্ধমান সড়ক ধরে রওনা দেন। পথে কেষ্টপুর পেট্রোল পাম্পের কাছে পৌঁছতেই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে টোটোটি উল্টে যায়। এই দুর্ঘটনায় মেনকা দেবী ছাড়াও আরও এক যাত্রী এবং টোটোর চালক গুরুতর আহত হন। ঘটনার পর স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত উদ্ধার কাজে এগিয়ে আসেন। আহতদের তাৎক্ষণিকভাবে উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয় স্থানীয় মধুপুর ব্লক হাসপাতালে। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর মেনকা দেবী ও টোটোচালকের শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাঁদের যথাক্রমে কালনা মহকুমা হাসপাতাল ও বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। কালনা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসকেরা মেনকা সেনকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। অন্যদিকে, বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে আশঙ্কাজনক অবস্থায় চিকিৎসাধীন রয়েছেন ওই টোটো চালক।

বাঁশবাগান থেকে বৃদ্ধার রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: নদিয়ার কালীগঞ্জে বাঁশবাগানের ভেতর থেকে এক বৃদ্ধার রক্তাক্ত দেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল গোটা এলাকায়। মৃতের নাম হাসাভানু শেখ। বাড়ি কালিগঞ্জ থানার শিয়ালখানা গ্রামে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বাড়িতে কেউ না থাকার সুযোগে বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে বাঁশবাগানের ভেতর ওই বৃদ্ধার দেহ পড়ে থাকতে দেখা যায়। খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় তৈরি হয় ব্যাপক চাঞ্চল্য। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় কালীগঞ্জ থানার পুলিশ। রক্তাক্ত অবস্থায় বৃদ্ধাকে উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। এরপর মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য শক্তিনগর জেলা হাসপাতালে পাঠিয়েছে পুলিশ। খুন, নাকি মৃত্যুর নেপথ্যে রয়েছে অন্য কোনও রহস্য,ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে কালীগঞ্জ থানার পুলিশ। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এবং তদন্তের পরই মৃত্যুর প্রকৃত কারণ স্পষ্ট হবে বলে পুলিশ সূত্রে জানা যাচ্ছে।

SBI

এসবিআই, এইচএলসি বেহালা (১৭৮৯৯)
২৩এ/ ৪৪ এক্স, ৩য় ফ্লোর, জীবন তারা বিল্ডিং, ডি. এইচ. রোড,
কলকাতা-৭০০০৫৩। ই-মেইল : sbi.17899@sbi.co.in

সারফেসি অ্যাক্ট, ২০০২-এর ধারা ১৩(২) অনুযায়ী নোটিশ

এতদ্বারা নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতা/আইনি উত্তরাধিকারীরা ব্যাঙ্ক থেকে প্রাপ্ত লোন সুবিধার আসল এবং সুদ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন এবং লোনগুলিকে নন পারফর্মিং অ্যাসেট বা এনপিএ হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে। সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর সেকশন ১৩(২)-এর অধীনে তাদের সর্বশেষ জানা ঠিকানায় নোটিশ জারি করা হয়েছিল কিন্তু সেগুলি বিলি না হয়ে ফেরত এসেছে এবং সেই কারণে এই পাবলিক নোটিশের মাধ্যমে তাদের এতদ্বারা জানানো হচ্ছে।

ক্র. নং	ঠিকানা সহ ঋণগ্রহীতা/আইনি উত্তরাধিকারীদের নাম, শাখার নাম এবং এ/সি নং	স্বত্ব দলিল দ্বারা বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিবরণ	নোটিশের তারিখ এনপিএ তারিখ	বকেয়া পরিমাণ
১.	**শ্রী বাপ্পা রায়,** পিতা- প্রয়াত সুধীর কুমার রায় **ঠিকানা ১ :** ১/৪৭, ব্রহ্মপুর শিব মন্দির রোড, পোঃ- ব্রহ্মপুর বটতলা, থানা- বাঁশদ্রোণী, কলকাতা-৭০০০৯৬ শ্রেয়সী অ্যাপার্টমেন্ট, ৪র্থ ফ্লোর, ১০০ নম্বর ওয়ার্ড, প্রেমিসেস নং ৪০০/বি/২এফ, নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোস রোড, পোঃ- নাকতলা, থানা- নেতাজি নগর, কলকাতা-৭০০০৪৭ **প্রয়াত সুব্রত রায়ের আইনি উত্তরাধিকারীরা** **১. শ্রীমতী সুমিত্রা রায়,** স্বামী- প্রয়াত সুব্রত রায় **২. শ্রী অভিজিৎ রায়,** পিতা- প্রয়াত সুব্রত রায় **৩. শ্রী অরিজিৎ রায়,** পিতা- প্রয়াত সুব্রত রায় **প্রয়াত সুব্রত রায়ের আইনি উত্তরাধিকারীরা যেখানে বসবাস করছেন :** **ঠিকানা ১ :** ১/৪৭, ব্রহ্মপুর, রিজেন্ট পার্ক, ব্রহ্মপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০০৯৬ **ঠিকানা ২ :** নবীন সংঘ ক্লাবের কাছে, জয়কৃষ্ণ পুর বুড়িয়া, বনহুগলি, পোঃ- বনহুগলি, সোনারপুর, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১০৩। **লোন অ্যাকাউন্ট নং- ৪১২৭০৬২৬০৯০ এইচবিএল** **লোন অ্যাকাউন্ট নং- ৪১২৭০৮৩৬৪৭২ এইচবিএল টপ-আপ** **লোন অ্যাকাউন্ট নং- ৪১৩০৭৯০৮৮৩৮ হোম টপ-আপ** **শাখা এসবিআই আরএসিপিসি বেহালা**	দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায়, কলকাতা- ৭০০০৪৭, এ.ডি.এস.আর.ও. - আলিপুর, পূর্বে পাটুয়া বর্তমানে নেতাজি নগর থানা, কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের অধীনে ১০০ নম্বর ওয়ার্ড, প্রেমিসেস নং ৪০০/বি/২এফ, নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোস রোডে অবস্থিত, ৩০৮ সি.এস. দাগ নং, ৪০ জরিপ প্লট নং, ৭৬ এনুমারেশন প্লট নং, ২৮ জে.এল. নং, মৌজা বৈষ্ণবঘাটায় কমবেশি **১০০০ বর্গফুট** সুপার বিল্ট আপ এরিয়া পরিমাপের ভবনের উত্তর-পূর্ব দিকে ৪র্থ ফ্লোরে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাটের সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। ২০১৯ সালের ৯১৩৯৯ থেকে ৯১৪২৬ নম্বর পৃষ্ঠায় ১৬০৫-২০১৯ নম্বর ভলিউমের ১ নম্বর বুকে **১৬০৫০২৭৩৯** নম্বর দলিল অনুযায়ী। **সম্পত্তিটি প্রয়াত সুধীর কুমার রায়ের পুত্র শ্রী বাপ্পা রায়ের নামে রয়েছে।** **ভবনের সীমানা নিম্নরূপ : উত্তরে :** ২৫ ফুট চওড়া কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন রোড, **দক্ষিণে :** প্রেমিসেস নং ৪০০/বি/২জি, এন.এস.সি বোস রোড, **পূর্বে :** ১৬ ফুট চওড়া কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন রোড, **পশ্চিমে :** ২১এ/৪, বৈষ্ণবঘাটা লেন, (ইমানকল্যাণ অ্যাপার্টমেন্ট)।	**ধারা ১৩(২) অনুযায়ী নোটিশের তারিখ ২৩.০৯.২০২৬** **এনপিএ-এর তারিখ ০৯.০২.২০২৬**	**লোন এ/সি নং- ৪১২৭০৬২৬০৯০ এইচবিএল** **লোন এ/সি নং- ৪১২৭০৮৩৬৪৭২ এইচবিএল টপ-আপ** **লোন এ/সি নং- ৪১৩০৭৯০৮৮৩৮ হোম টপ-আপ** ২২.০৯.২০২৬ তারিখে **৪৭,৪১, ৪৯৮/- টাকা** (সাতচল্লিশ লক্ষ একচল্লিশ হাজার চারশো আটানব্বই টাকা)। এছাড়াও আপনি উক্ত পরিমাণের উপর আনুষঙ্গিক ব্যয়, খরচ, চার্জ ইত্যাদি সহ চুক্তিবদ্ধ হারে ভবিষ্যতের সুদ পরিশোধ করতে দায়বদ্ধ।

নোটিশের বিকল্প জারির জন্য পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। উপরের ঋণগ্রহীতা/আইনি উত্তরাধিকারীদের এতদ্বারা এই নোটিশ প্রকাশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ পরিশোধ করার আহ্বান জানানো হচ্ছে, অন্যথায় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর সেকশন ১৩-এর সাব-সেকশন (৪)-এর অধীনে এই নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিন অতিবাহিত হওয়ার পরে পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

সুরক্ষিত সম্পদ পুনরুদ্ধার করার জন্য উপলব্ধ সময়ের বিষয়ে উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩-এর সাব-সেকশন (৮)-এর বিধানগুলির প্রতি ঋণগ্রহীতা/আইনি উত্তরাধিকারীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

তারিখ : ০১.১০.২০২৬
স্থান : কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার,
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

মায়ের হাতে মৃণ্ময়ী, মেয়ের ক্যানভাসে চিন্ময়ী!

দুর্গার রূপ গড়তে মা-মেয়ের অনন্য শিল্পসাধনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: একজনের হাতে মাটি, অন্যজনের হাতে রং-তুলি। মায়ের আঙুলের ছোঁয়ায় মাটির তাল থেকে ধীরে ধীরে ফুটে উঠছে দেবী দশভূজার অবয়ব। আর ঠিক পাশেই ক্যানভাসে সেই দেবীকেই নিজের মতো করে রঙে-তুলিতে এঁকে চলেছে পঞ্চম শ্রেণির পড়ুয়া মেয়ে। বসিরহাটের আশ্রমপাড়ায় মা-মেয়ের এই শিল্পচর্চা যেন একসঙ্গে বয়ে নিয়ে চলেছে ঐতিহ্য, আবেগ আর নতুন প্রজন্মের স্বপ্ন।

মাটি তখনও মাটি। কিন্তু শিল্পীর হাতের ছোঁয়া পেতেই সেই মাটির মধ্যে ধীরে ধীরে ফুটে ওঠে দেবীর মুখ, চোখ, হাত আর অলংকার। প্রতিমা তৈরির সেই ব্যস্ততার মধ্যেই এক কোণে বসে রং-তুলি নিয়ে নিজের ক্যানভাসে দেবী দুর্গার ছবি আঁকছে ছোট্ট পারিধি বিশ্বাস। পঞ্চম শ্রেণির পড়ুয়া পারিধির নিজের পরিধি ভেঙে প্রতিমা তৈরি শুধুই মায়ের কাজ নয়, বরং শিল্পের প্রথম পাঠশালা। আর সেই পাঠশালার শিক্ষক তাঁর মা অনন্যা বিশ্বাস। বসিরহাটের আশ্রমপাড়ার বাসিন্দা অনন্যা বিশ্বাস বংশপরম্পরায় মৃৎশিল্পের সঙ্গে যুক্ত। পরিবারের শিল্পচর্চার সঙ্গে রয়েছেন তাঁর স্বামী বিশ্বজিৎ বিশ্বাস এবং শ্বশুর প্রসেনজিৎ বিশ্বাসও। বছরের বিভিন্ন

সময় বিশ্বকর্মা, গণেশ, দুর্গা, কালী-সহ নানা দেবদেবীর প্রতিমা তৈরি করেন তাঁরা। মাটির তাল তৈরি থেকে শুরু করে কাঠামো বাঁধা, ধীরে ধীরে প্রতিমার অবয়ব ফুটিয়ে তোলা, মুখের আদল তৈরি, চোখ আঁকা; প্রতিটি ধাপেই রয়েছে শিল্পীর ধৈর্য আর নিখুঁত হাতের কাজ। সেই কাজই প্রতিদিন চোখের সামনে দেখ ছে পারিধি। তবে শুধু দেখা নয়, মায়ের সঙ্গে হাত লাগিয়েও প্রতিমা তৈরির কাজ শেখার চেষ্টা করছে সে। আর অবসরে রং-তুলি নিয়ে বসে পড়ছে ক্যানভাসের সামনে। ছোটবেলা থেকেই ছবি আঁকার প্রতি প্রবল আগ্রহ পারিধির। দুর্গার পাশাপাশি কালী, গণেশ, সরস্বতী-সহ বিভিন্ন দেবদেবীর ছবি নিজের ক্যানভাসে ফুটিয়ে তুলেছে সে। পড়াশোনার পাশাপাশি শিল্পের প্রতিও তার এই আগ্রহ দেখে খুশি পরিবার। পারিধির স্বপ্ন, বড় হয়ে একজন শিল্পী হওয়া। মায়ের হাত ধরে যে শিল্পের জগতে তার প্রবেশ, ভবিষ্যতে সেই শিল্পকেই আরও বড় করে এগিয়ে নিয়ে যেতে চায় সে। অনন্যা বিশ্বাসের কথায়, নিজের হাতে তৈরি প্রতিমা যখন বাড়ি ছেড়ে মণ্ডপের উদ্দেশে রওনা দেয়, তখন আনন্দের পাশাপাশি তৈরি হয় এক অদ্ভুত আবেগ। আর বিসর্জনের সময় সেই আবেগ আরও গভীর হয়। কারণ কয়েক মাসের পরিশ্রম, ভালোবাসা আর সৃষ্টির সঙ্গে তখন যেন বিদায় নিতে হয় নিজেরই তৈরি মাকে। পরিবারের দাবি, তাঁদের তৈরি একচালা দুর্গাপ্রতিমা-সহ বিভিন্ন ধরনের প্রতিমা রামকৃষ্ণ মিশন থেকে জেলার বিভিন্ন প্রান্ত ছাড়িয়ে রাজ্যের নানা জায়গাতেও পৌঁছেছে।

তবে এই গল্প শুধু একজন মৃৎশিল্পী মায়ের নয়। এই গল্প উত্তরাধিকার কীভাবে এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মে পৌঁছে যায়, তারও। মায়ের হাতে যখন মাটি পেয়ে মৃন্ময়ী হয়ে উঠছেন দেবী, তখ ন সেই দেবীরই চিন্ময়ী রূপ নিজের ক্যানভাসে খুঁজে নিচ্ছে মেয়ে। একদিকে মায়ের শিল্পে ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা, অন্যদিকে মেয়ের রং-তুলিতে ভবিষ্যতের স্বপ্ন। মা-মেয়ের এই শিল্পসাধনা তাই নিছক প্রতিমা তৈরি কিংবা ছবি আঁকা নয়, এ যেন ভালোবাসা দিয়ে এক প্রজন্মের শিল্প আরেক প্রজন্মের হাতে তুলে দেওয়ার গল্প। আর যে বয়সে অনেক শিশুই ঘণ্টার পর ঘণ্টা মোবাইলের পর্দায় ব্যস্ত, সেই বয়সে পারিধির হাতে মোবাইলের বদলে রং-তুলি, চোখের সামনে ক্যানভাস, আর মনের মধ্যে শিল্পী হওয়ার স্বপ্ন। শিশুমনের এই নির্মল সৃজনশীলতা এবং ব্যতিক্রমী আগ্রহ নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবি রাখে। মায়ের হাত ধরে আজ যে ছোট্ট শিল্পী পথচলা শুরু করেছে, সময়ের সঙ্গে সেই পথই হয়তো একদিন তাকে পৌঁছে দেবে নিজের পরিচয়ের বড় ক্যানভাসে।

GIC HOUSING FINANCE LTD.

জিআইসি হাউজিং ফিন্যান্স লি.
রেজি. অফিস : ন্যাশনাল ইন্স্যুরেন্স বিল্ডিং, ৬ষ্ঠ ফ্লোর, ১৪ জামশেদজি টাটা রোড, চার্চগেট, মুম্বই-৪০০০২০
শাখা অফিস (শিলিগুড়ি শাখা) : ৩য় ফ্লোর, ভারত ভবন, হিল কার্ট রোড, শিলিগুড়ি, জেলা : দার্জিলিং - ৭৩৪০০১

প্রতীকী দখল বিজ্ঞপ্তি
রেফ. : সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলস, ২০০২-এর রুল ৮-এর সাব-রুল (১) -এর অধীনে দখল বিজ্ঞপ্তি

যেহেতু **জিআইসিএইচএফএল**-এর অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী, সারফেসি অ্যাক্ট ২০০২-এর সেকশন ১৩(২)-এর অধীনে নীচে দেওয়া নিজ নিজ তারিখে জারি করা দাবি নোটিশ অনুযায়ী আপনাদের/ঋণগ্রহীতাদের এবং নীচে নাম উল্লেখ করা ব্যক্তিদের নিজ নিজ নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে বকেয়া পাওনা পরিশোধ করার আহ্বান জানিয়েছিলেন। কিন্তু আপনারা/সমস্ত ঋণগ্রহীতারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উক্ত বকেয়া পাওনা পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন, তাই জিআইসিএইচএফএল সারফেসি অ্যাক্ট, ২০০২-এর সেকশন ১৩-এর সাব-সেকশন (৪)-এর বিধান এবং এর অধীনে থাকা নিয়মগুলি দ্বারা অর্পিত অধিকার প্রয়োগ করে নীচে উল্লেখিত সুরক্ষিত সম্পদগুলির **প্রতীকী দখল** নিয়েছে

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতা(গণ) এর নাম এবং লোন অ্যাকাউন্ট নং	বন্ধক রাখা সম্পত্তির ঠিকানা	দাবি নোটিশ অনুযায়ী বকেয়া পাওনা টাকা	দাবি নোটিশের তারিখ	প্রতীকী দখলের তারিখ
১.	শ্রী দিলীপ সিনহা এবং শ্রীমতী মিনা সিনহা ওরফে মিনা সিংহ WB0840600000296 (শিলিগুড়ি শাখা অফিস)	পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে, উত্তর দিনাজপুর জেলায়, হাপতিয়াগাছ গ্রাম পঞ্চায়েতের এখতিয়ারের মধ্যে, চোপড়া এ.ডি.এস.আর অফিস, ইসলামপুর মহকুমা, চোপড়া থানা, সূর্যপুর পরগনা, ৭ তৌজি নং, ০৮ জে.এল. নং, মৌজা ঝাঞ্জরির অধীনে, ৭৮৬ এল.আর. প্লট নম্বরের সাথে সম্পর্কিত, ৭৮৬ আর.এস. প্লট নং-এর অন্তর্ভুক্ত, ২৯৫ খতিয়ান নং-এ রেকর্ড করা এবং এর উপর দাঁড়িয়ে থাকা আবাসিক বাড়ি সহ ৩ ডেসিমেল পরিমাপের জমির সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। উক্ত জমির সীমানা নিম্নরূপ- উত্তরে : ১৪ ফুট চওড়া কাঁচা রাস্তা; দক্ষিণে : শ্রী স্বাধীন সিনহা আবাসিক, পূর্বে : শ্রী শত্রুঘ্ন সিনহা আবাসিক; পশ্চিমে : ১২ ফুট চওড়া কাঁচা রাস্তা।	১১,৫৩,৪৭২/-	১০.০৭.২০২৬	২৮.০৯.২০২৬
২.	শ্রী মহ. কাসিরুদ্দিন এবং শ্রীমতী ফাতেমা খাতুন WB0840600000270 (শিলিগুড়ি শাখা অফিস)	উত্তর দিনাজপুর জেলায়, মাঝিয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার মধ্যে, থানা চোপড়া, ০৭ তৌজি নং, ৬৬ জে. এল. নং, পরগনা - সূর্যপুর, মৌজা ফোটামারিতে, ০.০২ একর জমি পরিমাপের জন্য ৫৬৪ নং এবং ০.০৮ একর জমি পরিমাপের জন্য ৫৬৩ নং এবং ০.০৪ একর জমি পরিমাপের জন্য ৫৪৪ নং আর.এস./এল.আর. প্লট, ৪৩৯ এল.আর. খতিয়ান নং-এর সাথে সম্পর্কিত, ৪৯ পুরানো এল.আর. খতিয়ান নং-এ রেকর্ড করা এবং এর উপর দাঁড়িয়ে থাকা ইটের তৈরি কাঠামো সহ ০.১৪ একর বা ১৪ ডেসিমেল পরিমাপের জমির সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। উক্ত সম্পত্তির সীমানা নিম্নরূপ : উত্তরে : কাসিরুদ্দিনের জমি; দক্ষিণে : রাইতু এবং কাসিরুদ্দিনের জমি; পূর্বে : কাসিরুদ্দিনের জমি; পশ্চিমে : ১৫ ফুট চওড়া পাকা রাস্তা	১১,৮০,৪১৩/-	২৫.০৬.২০২৬	২৮.০৯.২০২৬

অধিকন্তু, এই নোটিশের মাধ্যমে, ঋণগ্রহীতাদের এতদ্বারা এই নোটিশের তারিখ থেকে ৭ দিনের মধ্যে **জিআইসিএইচএফএল**-কে নিজ নিজ সম্পত্তির খালি এবং শান্তিপূর্ণ দখল হস্তান্তর করার আহ্বান জানানো হচ্ছে, অন্যথায় নিম্নস্বাক্ষরকারী জোরপূর্বক উপরিউক্ত সম্পত্তিগুলির **স্বত্ব দখল** নিতে বাধ্য হবেন এবং/বা সারফেসি অ্যাক্ট ২০০২ এবং এর নিয়মগুলির অধীনে প্রদত্ত পদ্ধতিগুলি অবলম্বন করে এই তারিখ থেকে ৩০ দিন সময়কালের পরে উপরে উল্লেখিত সম্পত্তিগুলি বিক্রি করতে অগ্রসর হবেন।
ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে এতদ্বারা উপরিউক্ত সম্পত্তি/সুরক্ষিত সম্পদ বা এর কোনো অংশের সাথে কোনো লেনদেন না করার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে এবং উক্ত সম্পত্তি/সুরক্ষিত সম্পদের সাথে যেকোনো লেনদেন জিআইসিএইচএফএল-এর সম্পত্তি/সুরক্ষিত সম্পদের বিপরীতে উপরে উল্লিখিত পরিমাণের চার্জ সাপেক্ষে হবে যা **সম্পূর্ণ পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত এর উপর আরও অতিরিক্ত সুদ সহ প্রদেয়।**
সুরক্ষিত সম্পদগুলি পুনরুদ্ধার করার জন্য উপলব্ধ সময়ের বিষয়ে উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩-এর সাব-সেকশন (৮)-এর বিধানগুলির প্রতি ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

জিআইসি হাউজিং ফিন্যান্স লি. এর পক্ষে
স্বা/-
অনুমোদিত অফিসার
তারিখ : ০১.১০.২০২৬
স্থান : শিলিগুড়ি

খনি অঞ্চলে ফের ইডির হানা, অন্ডালে কংগ্রেস নেতা ও ব্যবসায়ীর বাড়িতে তল্লাশি

নিজস্ব প্রতিবেদন, অন্ডাল: কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার তৎপরতায় ফের উত্তপ্ত খনি অঞ্চল। বুধবার ভোরে অন্ডালের সিএল জামবাদ এলাকায় দিলীপ তুরি নামে এক ব্যবসায়ীর বাড়িতে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের (ইডি) আধিকারিকেরা হানা দিয়েছেন বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে। সকাল হতেই একাধিক গাড়িতে তদন্তকারী দলের পৌঁছনো এবং সঙ্গে পুলিশ-প্রশাসনের উপস্থিতি ঘিরে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। ভোরে সিআরপিএফ-সহ তদন্তকারী দলের অভিযান, ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ায়। তবে কেন তল্লাশি, স্পষ্ট নয় এখনও। স্থানীয় সূত্রের দাবি, দিলীপ জাতীয় কংগ্রেসের স্থানীয় নেতা ও একটি এনজিওর সঙ্গে যুক্ত। পাশাপাশি ইসিএলের বিভিন্ন কোলিয়ারি এবং খোলামুখ খনিতে অ্যাম্বুল্যান্স ও অন্যান্য চার চাকার গাড়ি টেন্ডারের মাধ্যমে চালানোর কাজের সঙ্গেও তাঁর যোগ রয়েছে বলে জানা যায়। সূত্রের আরও দাবি, ঝাড়খণ্ড থেকে অ্যাম্বুল্যান্স এনে ইসিএলের বিভিন্ন এলাকায় টেন্ডারের মাধ্যমে পরিষেবা দেওয়া হত। তবে ঠিক কোন মামলার তদন্তে বা কী কারণে দিলীপের বাড়িতে ইডির এই অভিযান, সে বিষয়ে তদন্তকারী সংস্থার তরফে এখনও কোনও সরকারি ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি। ফলে অভিযানের নেপথ্যে কী রয়েছে, তা নিয়ে তৈরি হয়েছে জল্পনা।

এদিন ভোরেই একাধিক বড় গাড়ি নিয়ে তদন্তকারী দল এলাকায় পৌঁছতেই স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে কৌতূহল তৈরি হয়। কিছুক্ষণের মধ্যেই বাড়ির আশপাশে ভিড় জমতে শুরু করে। যদিও তল্লাশিতে কী কী নথি বা সামগ্রী মিলেছে, কিংবা কাউকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে কি না, সে বিষয়ে এখনও কোনও নির্ভরযোগ্য তথ্য সামনে আসেনি। খনি অঞ্চলে ইসিএলের বিভিন্ন পরিষেবা ও টেন্ডার-সংক্রান্ত কাজের সঙ্গে দিলীপের যোগ থাকার বিষয়টি সামনে আসায় তদন্তের সম্ভাব্য সূত্র নিয়েও আলোচনা শুরু হয়েছে। তবে ইডির অভিযান মানেই কোনও ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত, এমন নয়। তদন্তকারী সংস্থার আনুষ্ঠানিক বক্তব্য না আসা পর্যন্ত অভিযানের প্রকৃত কারণ নিয়ে নিশ্চিত করে কিছু বলা যাচ্ছে না। এখন নজর, ইডির তল্লাশি শেষে তদন্তকারী সংস্থা কী তথ্য সামনে আনে এবং অভিযানের কারণ সম্পর্কে কোনও সরকারি বিবৃতি দেওয়া হয় কি না, তার দিকে।

বন্যার জলে আটকে পড়ুয়াদের পরীক্ষা

মাড়োখানায় ত্রাণ বিলি

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: একদিকে রোদ ঝলমলে আকাশ, অন্যদিকে প্রায় আট দিন ধরে বন্যার জলে বন্দী খানাকুলের মাড়োখানা অঞ্চলের বেশ কয়েকটি গ্রামের মানুষ। এদিন খানাকুলের বিজেপি বিধায়ক সুশান্ত ঘোষ ও দুই নম্বর ব্লকের বিডিও ভরতচন্দ্র দাস ত্রাণ সামগ্রী বিলি করলেন। চারিদিকে জল আর জল। তাই বাধ্য হয়েই খানাকুলের বিভিন্ন স্থানে বন্যাকবলিত এলাকায় ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করার পর নৌকাতে বসেই বিডিও ভরতচন্দ্র দাস ও বিধায়ক সুশান্ত ঘোষ-সহ বিজেপি কর্মীরা মধ্যাহ্নভোজ সারলেন। এদিকে আটদিন ধরে বন্যার জলে ঘরবন্দী খানাকুলের মাড়োখানা অঞ্চলের বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষ। টানা বৃষ্টি এবং নদীর জলস্তর বৃদ্ধির জেরে একাধিক গ্রাম ও রাস্তাঘাট জলমগ্ন হয়ে পড়ায় কার্যত বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে স্বাভাবিক জনজীবন। কোথাও হাঁটুসমান, কোথাও কোমরসমান জল পেরিয়ে যাতায়াত করতে হচ্ছে স্থানীয় বাসিন্দাদের। এই পরিস্থিতিতে সবচেয়ে বেশি সমস্যায় পড়েছেন স্কুল-কলেজের পড়ুয়া, অসুস্থ মানুষ এবং বয়স্করা। বন্যার জেরে মাড়োখানা অঞ্চলের একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির বহু ছাত্রছাত্রী নির্ধারিত সেমিস্টার পরীক্ষায় উপস্থিত হতে পারেনি বলে স্থানীয়দের দাবি। বিশেষ করে দ্বাদশ শ্রেণির তৃতীয় সেমিস্টারের গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা দিতে না পারায় পড়ুয়াদের মধ্যে তৈরি হয়েছে হতাশা ও উদ্বেগ। দীর্ঘদিন ধরে পরীক্ষার প্রস্তুতি নেওয়ার পরও শুধুমাত্র জলবন্দি পরিস্থিতির কারণে পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছতে না পারায় অনেকেই মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছে। স্থানীয় বাসিন্দা স্বপন পাত্র বলেন, ‘প্রায় সাত আট দিন ধরে আমরা জলবন্দি হয়ে রয়েছি। বাড়ি থেকে বের হওয়ার মতো পরিস্থিতি নেই। ছেলে-মেয়েদের স্কুলে পাঠানো তো দূরের কথা, অনেক জায়গায় প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র আনতেও সমস্যা হচ্ছে। বন্যার জন্য ছাত্রছাত্রীরা পরীক্ষা দিতে পারেনি। প্রশাসনের কাছে আমাদের আবেদন, পরিস্থিতি বিবেচনা করে পড়ুয়াদের পরীক্ষার বিষয়টি সহানুভূতির সঙ্গে দেখা হোক।’ সবমিলিয়ে এলাকার মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রাও বিপর্যস্ত হয়েছে। পড়ুয়াদের পরীক্ষা, অসুস্থদের চিকিৎসা এবং দৈনন্দিন প্রয়োজন মেটাতে দ্রুত প্রশাসনিক হস্তক্ষেপের দাবি উঠেছে মাড়োখানা অঞ্চলে। যদিও মাড়োখানা হাইস্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক দেবাশিস বেজ বলেন, ‘সকলেই পরীক্ষা দিচ্ছে। ট্রাক্টর ও নৌকো করে ছাত্র ছাত্রীদের আনা হচ্ছে। যদিও একাদশ শ্রেণির পরীক্ষা বন্ধ আছে।’

কোটি টাকার জমি দখল মালদহে, কাঠগড়ায় প্রাক্তন মন্ত্রীর ভাই ও নাতি

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: প্রায় তিন বছর ধরে কোটি টাকা মূল্যের কৃষক পরিবারের জমি দখলে অভিযোগ উঠলো রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রীর ভাই এবং তার ছেলের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে ও চাঁচল মহকুমার হরিশ্চন্দ্রপুর থানার বাংরুয়া এলাকায়।

বুধবার বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই সংশ্লিষ্ট এলাকায় ব্যাপক রাজনৈতিক শোরগোল পড়ে গিয়েছে। তৃণমূলের জামানায় প্রাক্তন মন্ত্রীর ভাই ও তার ছেলের দাপটের ভয়ে জমি দখলে লিখিত অভিযোগ জানাতে পারেন নি সংশ্লিষ্ট এলাকার ওই কৃষক পরিবার বলে অভিযোগ। অবশেষে রাজ্যে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসতেই চলতি সেপ্টেম্বর মাসেই বাংরুয়া এলাকার কৃষক মেহেবুল আলম ও তার দুই ছেলে মনজুর আলম এবং মহম্মদ রানুর তাদের ১৮ শত পৈত্রিক সম্পত্তি জোর করে দখলের অভিযোগ করার নালিশ জানিয়েছেন হরিশ্চন্দ্রপুর থানায়। এই ঘটনায় রাজ্যের সংখ্যালঘু উন্নয়ন দপ্তুরের প্রাক্তন রাষ্ট্রমন্ত্রী তাজমুল হোসেনের ভাই জম্বুর রহমান এবং মন্ত্রীর ছেলে ইমরান হোসেনের বিরুদ্ধেই সংশ্লিষ্ট থানা ও চাঁচল মহকুমা প্রশাসনের কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়েছে। বিষয়টি জানতে পেরে মহকুমা প্রশাসন একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেই তদারকির নির্দেশ দিয়েছে। অভিযোগকারী মেহেবুল আলম জানিয়েছেন, এই জমি ১৯৭৬ সাল থেকে তাদের দখলে ছিল। এটা তাদের পৈতৃক সম্পত্তি। কিন্তু ২০২৩ সালে তৃণমূল সরকার ক্ষমতায় থাকাকালীন তৎকালীন শাসক দলের প্রভাব খাটিয়ে গায়ের জোরে মন্ত্রীর ভাই এবং ছেলে এই জমি দখল করে। সেই সময় তারা অভিযোগ করতে চাইলে মারধর এবং মিথ্যা মামলায় ফাঁসিয়ে দেওয়ার ভয় দেখানো হয়। কৃষক মেহেবুলের দুই ছেলের অভিযোগ, তৃণমূল সরকারের আমলে তাদের জমিটি কাঁটা তারের বেড়া দিয়ে ঘিরে ফেলা হয়েছিল। রাস্তার ধারের এই জমির এখন অনেক দাম। এবারের বিধানসভায় বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর পুলিশে নতুন করে অভিযোগ জানানোর ক্ষেত্রেও তারা চিন্তা-ভাবনা করছিলেন। অবশেষে সেপ্টেম্বর মাসেই এই জমি দখলের বিষয়টি নিয়ে প্রাক্তন মন্ত্রীর ভাই এবং তার ছেলের বিরুদ্ধে হরিশ্চন্দ্রপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। তারপরে পুলিশ ও প্রশাসনের পক্ষ থেকেই এই জমি দখলের বিষয়টি নিয়ে তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। এদিকে পুরো বিষয়টি নিয়ে প্রাক্তন মন্ত্রীর ভাই জম্মুর রহমানের পাল্টা দাবি করে জানিয়েছেন, ‘এখন যে অভিযোগ করা হচ্ছে তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। একটা সময় ওই জমিটি তারা বায়না নামা দেওয়ার পর কিনে ফেলেছেন। এখন ওই এলাকায় জমির দাম বাড়তেই নতুন করে ওই পরিবারটি তাদের কাছ থেকে জমি ফেরত চাইছে। যেটা কখনো সম্ভব না। তাই তাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে ফাঁসানো হচ্ছে।’ চাঁচল মহকুমা প্রশাসনের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, ‘ইতিমধ্যে এই ঘটনার বিষয়ে হরিশ্চন্দ্রপুর থানা আইসি, বিডিও এবং ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের কর্তাদের একটি কমিটি গঠন করেই তদন্ত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। জমি দখলের অভিযোগ প্রমাণিত হলে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

শিলিগুড়ির রানিডাঙ্গায় ভারতের সশস্ত্র সীমা বল (এসএসবি) এবং নেপালের এপিএফ-এর মধ্যে রানিডাঙ্গার ফ্রন্টিয়ার সদর দপ্তরে ডিআইজি-স্তরের একটি উচ্চ-পর্যায়ের সমন্বয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। শিলিগুড়িতে অবস্থিত এসএসবি-র ফ্রন্টিয়ার সদর দপ্তরের আইজি বন্দন সাক্সেনার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধান ও নির্দেশনায় এই দ্বিপাক্ষিক বৈঠকটি আয়োজিত হয়। বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন সশস্ত্র সীমা বল-এর ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল এস.কে. সারঙ্গী।

নিহত বিজেপির নেতার পরিবারের পাশে কংগ্রেস নেতৃত্ব

নিজস্ব প্রতিবেদন, বোলপুর: বোলপুরে নিহত বিজেপির বুথ সভাপতি চন্দন ভল্লার বাড়িতে গিয়ে পরিবারের পাশে দাঁড়ালেন বীরভূম জেলা কংগ্রেসের সভাপতি সঞ্জয় অধিকারী। দল না দেখে প্রকৃত অপরাধীদের শাস্তির পাশাপাশি প্রশাসনের কাছে পরিবারের একজনকে চাকরি দেওয়ার আবেদন রাখেন তিনি। একইসঙ্গে নিহত চন্দন ভল্লার দুই ছেলের পড়াশোনার দায়িত্ব নিজের কাঁধে নিলেন সঞ্জয় অধিকারী।

হিঙ্গলগঞ্জে প্রতিবন্ধী নাবালিকাকে ধর্ষণে গ্রেপ্তার যুবক

নিজস্ব প্রতিবেদন, হিঙ্গলগঞ্জ: নারী সুরক্ষা নিয়ে একের পর এক প্রতিশ্রুতি, কিন্তু প্রশ্ন উঠছে বাস্তব নিরাপত্তা নিয়ে। এবার বসিরহাটের হিঙ্গলগঞ্জে প্রতিবন্ধী নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগ। পরিবারের অভিযোগ, বাড়িতে মা-বাবা না থাকার সুযোগে ওই নাবালিকাকে ডেকে নিয়ে গিয়ে জঙ্গলের মধ্যে ধর্ষণ করে এলাকারই যুবক। ঘটনায় আশিক সরদার নামে এক যুবককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। প্রশ্ন একটাই, একে নাবালিকা, তাও প্রতিবন্ধী, তারও যদি নিরাপত্তা না থাকে, তাহলে সুরক্ষার ব্যবস্থা কোথায়? আবারও নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগ। আবারও প্রশ্নের মুখে নারী ও শিশু সুরক্ষা ব্যবস্থা। বসিরহাটের হিঙ্গলগঞ্জ থানার ৪ নম্বর স্যান্ডেলবিল এলাকার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পরিবারের অভিযোগ, গতকাল সন্ধ্যায় বাড়িতে ছিলেন ওই প্রতিবন্ধী নাবালিকা ও তার বোন। বাবা-মা প্রয়োজনীয় কাজে বাড়ির বাইরে ছিলেন। সেই সময় এলাকারই যুবক আশিক সরদার ওই নাবালিকাকে ডেকে নিয়ে যায় বলে অভিযোগ। পরিবারের অভিযোগ, এরপর তাকে জঙ্গলের মধ্যে নিয়ে গিয়ে হাত-পা চেপে ধরে ধর্ষণ করা হয়। নাবালিকার চিৎকার-চেঁচামেচি শুনে স্থানীয়রা ছুটে এলে অভিযুক্ত সেখান থেকে পালিয়ে যায় বলে অভিযোগ। পরে স্থানীয়রাই নাবালিকাকে উদ্ধার করে বাড়িতে পৌঁছে দেন। খবর পেয়ে বাবা-মা ফিরে এসে তাকে নিয়ে হিঙ্গলগঞ্জ থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে আশিক সরদারকে গ্রেপ্তার করেছে হিঙ্গলগঞ্জ থানার পুলিশ। তার বিরুদ্ধে পকসো আইনে মামলা রুজু হয়েছে। বুধবার তাকে বসিরহাট আদালতে পেশ করার কথা। ঘটনার ভয়াবহতা এখানেই অভিযোগ উঠেছে এমন এক নাবালিকাকে ঘিরে, যিনি নিজেই প্রতিবন্ধী এবং যাঁর সুরক্ষা আরও বেশি নিশ্চিত করার কথা। নারী ও শিশুদের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশাসনের পক্ষ থেকে বারবার নানা পদক্ষেপের কথা বলা হলেও, একের পর এক অভিযোগ সামনে আসায় মাঠের বাস্তবতা নিয়ে প্রশ্ন উঠছেই। আইন রয়েছে, পুলিশ রয়েছে, প্রশাসন রয়েছে, তারপরও নাবালিকাদের নিরাপত্তা নিয়ে কেন বারবার এমন অভিযোগ সামনে আসছে? এই ঘটনার দ্রুত, নিরপেক্ষ তদন্ত এবং অভিযোগ প্রমাণিত হলে কঠোর শাস্তির দাবি উঠছে। কারণ শুধু অভিযুক্ত গ্রেপ্তার হলেই প্রশ্ন শেষ হয় না। প্রশ্ন হল, অপরাধ ঘটার আগেই নাবালিকা ও নারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ব্যবস্থা কতটা কার্যকর? প্রতিটি এমন ঘটনা সরকারের কাছে ফের একই প্রশ্ন ছুঁড়ে দিচ্ছে, নারী ও শিশু সুরক্ষায় প্রতিশ্রুতির বাইরে বাস্তবে নিরাপত্তার নিশ্চয়তা কোথায়?

এসআইআরের ‘অপপ্রচার’, বালুরঘাটে বিজেপির প্রতিবাদ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: এসআইআর প্রক্রিয়া নিয়ে বিরোধীদের ‘বিভ্রান্তি ও অপপ্রচার’-এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে সাংবাদিক বৈঠক করল দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা বিজেপি। বুধবার জেলা পার্টি কার্যালয়ে আয়োজিত এই বৈঠকে বিজেপি নেতারা দাবি করেন, সাম্প্রতিক নির্বাচনে জনগণের রায়কে প্রশ্নবিদ্ধ করতেই বিরোধীরা উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে এই ধরনের রাজনৈতিক প্রচার চালাচ্ছে। সাংবাদিক বৈঠকে দলের পক্ষ থেকে স্পষ্ট করা হয় যে, ‘এসআইআর সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত কোনও একক ব্যক্তি নেননি, বরং মুখ্য নির্বাচন কমিশনার এবং অন্যান্য নির্বাচন কমিশনারদের যৌথ সম্মতিতেই এই প্রক্রিয়া পরিচালিত হয়েছে।’ এর পাশাপাশি, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ এবং বিচারবিভাগীয় আধিকারিকদের ভূমিকার বিষয়টি উল্লেখ করে বিজেপি নেতারা জানান, ‘২৭ লক্ষ নামের তালিকাকে কেন্দ্র করে যে বিতর্ক তৈরির চেষ্টা হচ্ছে, তার সম্পূর্ণ দায় নির্বাচন কমিশন বা বিজেপির ওপর চাপিয়ে দেওয়া ভিত্তিহীন।’ বিরোধী দলগুলোর দ্বিমুখী আচরণ তুলে ধরে বিজেপি অভিযোগ করে, কেরালায় এসআইআর নিয়ে বিরোধীদের কোনো আপত্তি না থাকলেও পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক স্বার্থে বিরোধিতা করা হচ্ছে। মূলত রাজ্যের বিভিন্ন দুর্নীতি ও প্রশাসনিক ব্যর্থতা থেকে সাধারণ মানুষের নজর ঘোরাতেই তৃণমূল কংগ্রেস ও বামেরা এই বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে। অবিলম্বে এসআইআর সংক্রান্ত অপপ্রচার বন্ধ করে সঠিক তথ্য জনগণের সামনে তুলে ধরা এবং গণতান্ত্রিক রায়কে সম্মান জানানোর জন্য বিরোধীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে জেলা বিজেপি নেতৃত্ব।

করিমপুরে ভেঙে দেওয়া হল নির্বাচিত পরিচালন পর্ষদ

নিজস্ব প্রতিবেদন, করিমপুর: মোটা অঙ্কের ঘুষ দাবি, অন্যায্য চাপ সৃষ্টি এবং অসাধু উপায়ে নির্বাচিত পরিচালন পর্ষদ ভেঙে দেওয়ার গুরুতর অভিযোগ উঠল করিমপুর-১ ব্লকের সমবায় পরিদর্শক রাকেশ রৌশনের বিরুদ্ধে। সরকারি আধিকারিকের এই অনৈতিক কার্যকলাপের প্রতিবাদ জানিয়ে ইতিমধ্যেই মুখ্যমন্ত্রী এবং সমবায় দপ্তরের একাধিক শীর্ষ কর্মকর্তার দ্বারস্থ হয়েছেন ভুক্তভোগীরা। অভিযোগ, নানাবিধ আইনি জটিলতার অজুহাত দেখিয়ে এলাকার বিভিন্ন সমবায় সমিতির কাছ থেকে দীর্ঘদিন ধরে কাটমানি বা মোটা অঙ্কের টাকা দাবি করছিলেন অভিযুক্ত পরিদর্শক। এমনকি বেশ কিছু ক্ষেত্র থেকে তিনি টাকা হাতিয়ে নিয়েছেন বলেও অভিযোগ উঠে এসেছে। সম্প্রতি আরবপুর-হরিপুর সমবায় সমিতিতে এমন ঘটনা ঘটেছে বলে অভিযোগ। ঘটনার বিস্তারিত উল্লেখ করে সমিতির বেশ কয়েকজন সদস্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অভিযোগ জানিয়েছেন। অভিযোগ, টাকা না পেয়ে চরম ক্ষুব্ধ হয়ে ওই আধিকারিক স্থানীয় কিছু লোকজনকে সঙ্গে নিয়ে সমিতির গেটে তালা ঝুলিয়ে দেন। শুধু তা-ই নয়, বর্তমান পর্ষদ ভেঙে দিয়ে স্বৈরাচারী উপায়ে সমবায়টির দখল নেওয়ার উদ্দেশ্যে সদস্যদের ওপর পদত্যাগের জোর জবরদস্তি ও মানসিক চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে বলে দাবি। সমবায় পরিদর্শকের এমন অপকর্মের জেরে চরম অসন্তোষ তৈরি হয়েছে স্থানীয় সমবায় ক্ষেত্রে। অবিলম্বে নিরপেক্ষ ও বিচারবিভাগীয় তদন্তের মাধ্যমে দোষী আধিকারিকের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক পদক্ষেপের দাবি তুলেছেন অভিযোগকারীরা।

তবে নিজের বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত অভিযোগ একবাক্যে খারিজ করেছেন পরিদর্শক রাকেশ রৌশন। তিনি দাবি করেন, ‘আমার বিরুদ্ধে আনা প্রতিটি অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, কাল্পনিক ও উদ্দেশ্যেপ্রণোদিত।’ অন্যদিকে, বিষযটি গুরুত্ব সহকারে খতিয়ে দেখার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে প্রশাসনের তরফে। সমবায়ের জেলা কৃষি আধিকারিক দেবনাথ মাহাতো জানান, ‘আমরা এই সংক্রান্ত লিখিত অভিযোগ পেয়েছি। অভিযোগের সত্যতা যাচাইয়ে ইতিমধ্যেই উচ্চপর্যায়ের তদন্ত প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে।’

‘আমার স্বপ্নের ভারত গড়ার’ উদ্যোগে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে প্রতিষ্ঠা করতে হুগলি জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে চুঁচুড়া রবীন্দ্রভবনে অনুষ্ঠিত হলো প্রবন্ধ রোলপ্লে আঁকা প্রতিযোগিতা। উপস্থিত ছিলেন জেলাশাসক খুরশিদ আলী কাদরী ও চুঁচুড়ার বিধায়ক সুবীর নাগ।

বিচারাধীন জমি দখল, কাঠগড়ায় তৃণমূল নেতা

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: চাপড়ায় আদালতে বিচারাধীন জমিতে ঢুকে দখল ও ভাঙচুরের অভিযোগ। ঘটনায় নাম জড়াল তৃণমূলের চাপড়া ১ নম্বর অঞ্চল কমিটির সাধারণ সম্পাদক সুরজিৎ ঘোষ ওরফে টপির বিরুদ্ধে। অভিযোগ, শরিকি বিবাদে আদালতে মামলা চলাকালীনই বিতর্কিত জমিতে মাটি কাটার যন্ত্র নিয়ে ঢুকে ইটভাটার পরিকাঠামো ভাঙচুর করা হয়। ইট ও ভাটার সামগ্রী ট্রাক্টরে করে সরিয়ে নেওয়ারও অভিযোগ উঠেছে তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে। ঘটনার পর চাপড়া থানার পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে দু’টি মাটি কাটার যন্ত্র উদ্ধার করার পাশাপাশি এক জনকে আটক করেছে। জমির এক শরিক প্রদীপ কুমার রায়ের লিখিত অভিযোগে তাঁর দুই ভাইপো-সহ মোট ছ’জনের নাম রয়েছে। অভিযোগপত্রে সুরজিৎ ঘোষ ও জয়দেব পালের নামও উল্লেখ করা হয়েছে। অভিযোগকারীর দাবি, ভাইপো দের ভুল বুঝিয়ে বিচারাধীন জমি দখলের চেষ্টা করা হচ্ছে। তাঁর আরও অভিযোগ, এর আগেও সুরজিৎ ঘোষর বিরুদ্ধে এলাকায় জমি দখল সংক্রান্ত অভিযোগ উঠেছিল। এলাকায় আরও একটি পুরনো অভিযোগ নিয়েও চর্চা শুরু হয়েছে। অভিযোগ, অতীতে রাজনৈতিক প্রভাবের সময় এক তৃণমূল নেত্রীকে হেনস্তার পরিস্থিতির মুখে পড়তে হয়েছিল এবং সেই ঘটনাতেও টপির নাম উঠে এসেছিল। এদিকে, জমি নিয়ে কৃষ্ণনগর আদালত এবং মহকুমা শাসকের আদালতে মামলা চলায়, তার মধ্যেই দখল ও ভাঙচুরের অভিযোগ ঘিরে এলাকায় নতুন করে উত্তেজনা তৈরি হয়েছে। যদিও গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে চাপড়া থানার পুলিশ।

অবশ দুই পা নিয়েই আড়াই ফুটের ধনঞ্জয় গড়ছেন বারো ফুটের দুর্গা

নিজস্ব প্রতিবেদন, শ্যামপুর: এ এক অনন্য মানসিক জোর আর শৈল্পিক কৌশলের নজির, যাকে কুর্নিশ জানিয়েছে সব পক্ষই। নাম ধনঞ্জয় পাত্র। উচ্চতা-আড়াই ফুটের কাছাকাছি। কোমরের নীচের অংশ জন্ম থেকেই বিকল। ফলে জীবনের স্বাভাবিক ছন্দ থেকে বঞ্চিত তিনি। সম্বল বলতে শুধু দুটি হাত। দুটি হাতের সাহায্যে চলাফেরা তাঁর। দৈনন্দিন সব কাজই এই দুই হাতের মাধ্যমে। স্বাভাবিকভাবেই একশো শতাংশ শারিরীক অক্ষম অক্ষম তিনি। ফি বছর বাঙালি শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গা পূজার সময় বাড়ির ভিতরেই লুকিয়ে থাকতেন মায়ের মুখ না দেখতে পাওয়ার আক্ষেপ নিয়ে। প্রাণের সঙ্গী বলতে দুই ভাইপো। তাছাড়া পাড়ায় কোনও দুর্গাপূজা হতো না। বছর দশেক আগে ভাইপোদের বায়না মেটাতে তৈরি করে ফেলেছিলেন দেড় ফুটের দুর্গা। সেই দুর্গাকে নিয়েই সে বছর মেতে উঠেছিল বেলপুকুরের পাত্র পরিবার। ভক্তির কোনও অভাব ছিল না। কিন্তু সে মূর্তি দেখে চমকে উঠেছিল এলাকার লোকজন। আর তার পরে এই পুজোয় এগিয়ে আসে পাড়ার মানুষ। কিন্তু

এখনো প্রতিমা ধনঞ্জয়বাবু নিজেই গড়েন। কিন্তু কি ভাবে? এর উত্তরে জানা গিয়েছে নীচে বসে প্রতিমার বিভিন্ন অংশ তৈরি করেন। পরে তা নাটবল্টুর সাহায্যে ফিটিং করে দেয় ভাইপোরা। এখন বাগনান-শ্যামপুর রোডের বেলপুকুরের এই পূজোয় এগিয়ে এসেছে গ্রামবাসীরা। স্থানীয় শিল্পীকে কুর্নিশ জানাতেই এই আয়োজন বলে জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দা সৌমিত্র দাস। বেলপুকুর কলেজ থেকে শ্যামপুরের দিকে একটু গেলেই দেখা যাবে তৈরি হচ্ছে মন্ডপ। আর এখানে মৃন্ময়ী দুর্গার আরাধনা হবে আর কিছুদিন পর। আর মন্ডপে থাকবেন এই ‘অবাক শিল্পী’র তৈরি ‘মা দুর্গা’।

কালনার মৃৎশিল্পীর তৈরি প্রতিমা পাড়ি দিচ্ছে সুদর ইংল্যান্ডে

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: গ্রামবাংলার নিপুণ মৃৎশিল্পের টান এবার পৌঁছে গেল সুদূর সাতসমুদ্র পাড়ে। কালনার হাটগাছা গ্রামের প্রতিভাবান মৃৎশিল্পী তাপস পালের তৈরি দুর্গাপ্রতিমা এবার পাড়ি দিতে চলেছে ইংল্যান্ডে। সাবেকিয়ানা ঘরানার সম্পূর্ণ খড় ও মাটি দিয়ে তৈরি ২৮ ইঞ্চির এই প্রতিমাটি ওজনে মাত্র পাঁচ কেজির কাছাকাছি। বিশেষ প্যাকিংয়ের মাধ্যমে আগামী দু-এক দিনের মধ্যেই কালনা থেকে ইংল্যান্ডের উদ্দেশে রওনা দেবে উমার এই রূপ। প্রতি বছরই প্রতিমায় নতুন নতুন ভাবনার মেলবন্ধন ঘটিয়ে নজর কাড়েন শিল্পী তাপস পাল। গত বছর তাঁর তৈরি ‘কিউট’ সরস্বতী, দুর্গা ও গণেশের প্রতিমা সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্যাপক সাড়া ফেলেছিল। এবছরও সাবেকিয়ানা ও আধুনিক ধারার মিশেলে প্রায় ২০ টি প্রতিমার বায়না পেয়েছেন তিনি। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সোশ্যাল মিডিয়ায় তাপস পালের নিখুঁত কাজ দেখে মুগ্ধ হন কলকাতার এক প্রবীণ বাসিন্দা। তাঁর ছেলে কর্মসূত্রে ইংল্যান্ডে থাকেন। বিদেশে ছেলের কাছে একটি খাঁটি মাটির দুর্গাপ্রতিমা পাঠানোর ইচ্ছা থেকেই তিনি সরাসরি কালনার এই শিল্পীর সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং প্রতিমাটি তৈরির বায়না দেন। শিল্পী তাপস পাল জানান, অন্যান্য কাজের ব্যস্ততার ফাঁকেই প্রায় সাত-আট দিন সময় নিয়ে নিখুঁতভাবে এই প্রতিমাটি গড়ে তুলেছেন তিনি। প্রতিমাকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত ও নিরাপদে বিদেশে পাঠানোর উপযোগী করতে এখন রাত জেগে শেষ মুহূর্তের তুলির টান দিচ্ছেন শিল্পী। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে তাঁর তৈরি প্রতিমা আগে পৌঁছালেও, এই প্রথমবার হাটগাছা গ্রামের ঘরের ছেলের তৈরি দুর্গাপ্রতিমা বিদেশের মাটিতে পাড়ি দেওয়ায় উচ্ছ্বসিত শিল্পীর পরিবার থেকে শুরু করে সমগ্র কালনাবাসী। কালনার শিল্পকলা এভাবে আন্তর্জাতিক মঞ্চে পৌঁছে যাওয়ায় গর্ববোধ করছেন এলাকাবাসী।

মার্কিন শিল্পোদ্যোগীদের সঙ্গে বৈঠক, বিনিয়োগের আহ্বান

ওয়াশিংটন ও নয়াদিল্লি, ৩০ সেপ্টেম্বর: কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল উইসকনসিনের মিলওয়াকিতে জি-২০ বাণিজ্য সম্মেলনের ফাঁকে আমেরিকার শিল্পোদ্যোগীদের (প্রস্তুতকারক সংস্থাগুলোকে) ভারতে বিনিয়োগের জন্য আহ্বান জানান। পাশাপাশি, ভারতে উন্নতমানের উৎপাদনে সহযোগিতার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। পীযূষ গোয়েল সমাজ মাধ্যম এক্স হ্যান্ডলে একটি পোস্টে লিখেছেন, 'ন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন অব ম্যানুফ্যাকচারার্সে'র (এনএএম) বৈঠকে তিনি ভারত ও আমেরিকার অর্থনৈতিক সম্পর্কের শক্তিশালী গতিশীলতার ওপর আলোকপাত করেছেন। পাশাপাশি ভারতের ক্রমবর্ধমান শিল্প ভিত্তি এবং দক্ষ কর্মীবাহিনীর কথাও তুলে ধরেছেন। তিনি মঙ্গলবার সন্ধ্যায়

উইসকনসিনের মিলওয়াকিতে জি-২০ বাণিজ্য বৈঠকের (মন্ত্রীপর্যায়) ফাঁকে 'এনএএম' আয়োজিত একটি ব্যবসায়িক বৈঠকে ভাষণ দেন। এই বৈঠকে সমগ্র আমেরিকা থেকে ছোট ও বড় উৎপাদকদের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। তিনি মার্কিন প্রস্তুতকারক সংস্থাগুলিকে ভারতীয় এসএমইয়ের (ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প) সঙ্গে অংশীদারিত্ব গড়ে তুলতে এবং অ্যাডভান্সড ম্যানুফ্যাকচারিংয়ে যৌথ ভাবে বিনিয়োগের জন্য আমন্ত্রণ জানান, যাতে একটি শক্তিশালী সরবরাহ শৃঙ্খল তৈরি করা যায়।

উল্লেখ্য, জি-২০ মন্ত্রীপর্যায়ের বৈঠকে বুধবার বাণিজ্য সংক্রান্ত একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে আলোচনা হবে। এর মধ্যে রয়েছে বিশ্বব্যাপী সরবরাহ শৃঙ্খল থেকে কাঠামোগত অতিরিক্ত সক্ষমতা ও উদ্বৃত্ত উৎপাদনের মতো সমস্যার মোকাবিলা করা। প্রসঙ্গত, জি-২০ হল বিশ্বের উন্নত ও উদীয়মান অর্থনীতির দেশগুলোর অর্থনৈতিক নীতি আলোচনা ও সমন্বয়ের একটি আন্তর্জাতিক মঞ্চ। ২০২৬ সালে আমেরিকা জি-২০-র সভাপতিত্ব করবে। এর সদস্য দেশগুলোর মধ্যে রয়েছে অস্ট্রেলিয়া, ব্রাজিল, কানাডা, চিন, ফ্রান্স, জার্মানি, ইন্দোনেশিয়া, ইতালি, জাপান, রাশিয়া, সৌদি আরব, দক্ষিণ আফ্রিকা, দক্ষিণ কোরিয়া, ব্রিটেন এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন।

আজ ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশনের শতবর্ষ উদযাপনে মোদী

নয়াদিল্লি, ৩০ সেপ্টেম্বর: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বৃহস্পতিবার দিল্লির ভারত মণ্ডপমে ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশনের (ইউপিএসসি) শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন। ওই দিন তিনি সকাল ১১টায় এই অনুষ্ঠানে ভাষণ দেবেন। এই উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশনের শতবার্ষিকী স্মরণে একটি স্মারক মুদ্রা ও ডাকটিকিট প্রকাশ করবেন। এরপর তিনি একটি বইও উন্মোচন করবেন। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এই অনুষ্ঠানটি বছরব্যাপী চলা শতবার্ষিকী উদযাপনের সমাপনী পর্ব। ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশন ১৯২৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। প্রতিষ্ঠার ১০০ বছর পূর্ণ হওয়া উপলক্ষে বছরভর বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উল্লেখ্য, এই অনুষ্ঠানের সূচনা হয়েছিল গত বছরের ১ অক্টোবর। এই সমাপনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন দেশের সমস্ত রাজ্যের পাবলিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যরা। এছাড়াও কেন্দ্রীয় সরকারের ঊর্ধ্বতন আধিকারিকরা, শিক্ষাবিদ, ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশনের কর্মকর্তা এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।

যুবসমাজকে মাদক থেকে বাঁচাতে সরকার বদ্ধপরিকর: অমিত শাহ

নয়াদিল্লি, ৩০ সেপ্টেম্বর: দেশের যুবসমাজকে মাদকের করাল গ্রাস থেকে বাঁচাতে মোদী সরকার বদ্ধপরিকর; এই বার্তা দিয়ে আরবসাগরে এক যৌথ অভিযানে বিপুল পরিমাণ মাদক উদ্ধারের কথা জানালেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। ভারতীয় উপকূলরক্ষী বাহিনী, গুজরাত এটিএস এবং কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থাগুলির যৌথ প্রচেষ্টায় আন্তর্জাতিক জলসীমার কাছাকাছি এক ইরানি নৌকো থেকে উদ্ধার হয়েছে ৫২৬ কেজি মেথামফেটামিন ও হেরোইন। আন্তর্জাতিক বাজারে যার আনুমানিক মূল্য ৩,০০০ কোটি টাকারও বেশি। অভিযান চলাকালীন নৌকোটি থেকে ৫ জন পাকিস্তানি নাগরিককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

বুধবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সমাজ মাধ্যমে জানান, ভারতের বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল-এর অন্তর্গত লাক্ষাদ্বীপ থেকে ১৬০ নটিক্যাল মাইল উত্তর-পশ্চিমে এবং মুম্বই থেকে ৪৯০ নটিক্যাল মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে এই রুদ্ধশ্বাস অভিযান চালানো হয়। প্রায় ১৬ দিন ধরে চলা ধারাবাহিক নজরদারি ও সমন্বয়ের পর মাদকবাহী ইরানি নৌকাটিকে আটক করা সম্ভব হয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আরও জানান, এই মাদক পাচার চক্রের মূল শিকড় কোথায় এবং ভারতে কাদের কাছে এই মাদকের চালান পৌঁছনোর কথা ছিল, তা খতিয়ে দেখতে জোর তদন্ত শুরু হয়েছে। বিভিন্ন নিরাপত্তা সংস্থার মধ্যে পারস্পরিক নিখুঁত বোঝাপড়া ও সমন্বয়ের ফলেই এই বড় সাফল্য অর্জন করা সম্ভব হয়েছে বলে উল্লেখ করেন তিনি। আটক ব্যক্তিদের এবং উদ্ধার হওয়া মাদক পরবর্তী আইনি পদক্ষেপের জন্য মুম্বইয়ে নিয়ে আসা হয়েছে।

নেপালের প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফর ফলপ্রসূ হবে, আশাবাদী বিদেশমন্ত্রী

কাঠমাণ্ডু, ৩০ সেপ্টেম্বর: নেপালের প্রধানমন্ত্রী বালেন্দ্র শাহ উপযুক্ত সময়ে ভারত সফরে যাবেন বলে জানিয়েছেন দেশটির বিদেশমন্ত্রী শিশির খানাল। তবে এখনও সফরের কোনও আনুষ্ঠানিক তারিখ চূড়ান্ত হয়নি। বুধবার রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধারণ পরিষদের ৮১তম অধিবেশনে যোগ দিয়ে কাঠমাণ্ডু ফেরার পর ত্রিভুবন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে খানাল জানান, নতুন সরকার গঠনের পরপরই প্রধানমন্ত্রী শাহকে ভারত সফরের জন্য আনুষ্ঠানিক আমন্ত্রণ জানিয়েছিল নয়াদিল্লি। বিদেশমন্ত্রী বলেন, 'সরকার গঠনের পরপরই প্রধানমন্ত্রীকে ভারত সফরের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। আমরা সেই আমন্ত্রণকে ইতিবাচক ভাবেই নিয়েছি। উপযুক্ত সময়ে ফলপ্রসূ ও নির্দিষ্ট ফলাফলভিত্তিক সফরের প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে।' ভারত সফরের সম্ভাব্য তারিখ সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে খানাল জানান, দু' দেশের পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতেই সফরের তারিখ আনুষ্ঠানিক ভাবে ঘোষণা করা হবে। তিনি বলেন, 'এই মুহূর্তে সফর কবে হবে, তা নিশ্চিত নয়। তবে দু' পক্ষই চাইছে, সফরটি যতটা সম্ভব ফলপ্রসূ ও ফলাফলমুখী হোক।'

বিপুল মাদক-সহ আটক ইরানি বোট ও ৫ পাক নাগরিক

মুম্বই, ৩০ সেপ্টেম্বর: আরব সাগরে আন্তর্জাতিক মাদক পাচার চক্রের বিরুদ্ধে এক বিরাট সাফল্য পেল ভারতীয় উপকূলরক্ষী বাহিনী ও গুজরাত সন্ত্রাসবিরোধী স্কোয়াড। লাক্ষাদ্বীপের পশ্চিমে আন্তর্জাতিক জলসীমায় এক রুদ্ধশ্বাস অভিযানে একটি ইরানি বোট আটক করে প্রায় ৫২৬ কেজি মাদক বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক বাজারে উদ্ধার হওয়া এই মাদকদ্রব্যের আনুমানিক মূল্য ৩,০০০ কোটি টাকারও বেশি। ঘটনায় জড়িত সন্দেহে বোটটিতে থাকা পাঁচ পাকিস্তানি নাগরিককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। নির্দিষ্ট গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে গত ২৫ সেপ্টেম্বর থেকেই সমুদ্র ও আকাশপথে কড়া নজরদারি শুরু করে উপকূলরক্ষী বাহিনী। সন্দেহজনক ইরানি বোটটির গতিবিধি সার্বক্ষণিক ভাবে ট্র্যাক করার পর মাঝসমুদ্রে ধাওয়া করে সেটিকে ঘিরে ফেলা হয়। বোটে তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার হয় ৫২৬ কেজি ওজনের বিপুল পরিমাণ মাদক, যার মধ্যে রয়েছে উচ্চমানের হেরোইন ও মেথামফেটামিন। আটক ইরানি বোট, বাজেয়াপ্ত মাদক এবং গ্রেফতার হওয়া পাঁচ পাকিস্তানি ক্রু সদস্যকে কড়া সশস্ত্র নিরাপত্তায় মুম্বই নিয়ে আসা হয়েছে। আন্তর্জাতিক এই মাদক চক্রের শিকড় কত দূর বিস্তৃত এবং ভারতের মূল ভূখণ্ডে এর প্রাপক কারা ছিল, তা জানতে একাধিক কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা যৌথ ভাবে ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ ও আইনি প্রক্রিয়া শুরু করেছে। সমুদ্রপথে মাদক অনুপ্রবেশ রুখতে এটিকে ভারতীয় নিরাপত্তা বাহিনীর সাম্প্রতিক অন্যতম বড় সাফল্য হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে।

ময়দান

পঞ্জাবের কাছে হেরে গ্রুপসেরা নয় ইস্টবেঙ্গল

নিজস্ব প্রতিবেদন: ক্যালকাটা কাস্টমসকে ৭-০ গোলে উড়িয়ে শিল্ড অভিযান শুরু করেছিল পঞ্জাব এফসি। ইস্টবেঙ্গলের শুরুটাও খারাপ ছিল না। ক্যালকাটা কাস্টমসের বিরুদ্ধে ৩-১ গোলে জিতে শেষ চারের টিকিট আগেই নিশ্চিত করে ফেলেছিল লাল-হলুদ। তবে গ্রুপের শেষ ম্যাচে পাঞ্জাব এফসির বিরুদ্ধে জয় পেলেই গ্রুপের শীর্ষস্থান নিশ্চিত হত ইস্টবেঙ্গলের। সেই লক্ষ্য পূরণ হল না। পঞ্জাবের কাছে ০-১ গোলে হেরে গ্রুপে দ্বিতীয় হয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হল মশাল বাহিনীকে। সেমিফাইনালের আগে তাই এখন সবচেয়ে বড় প্রশ্ন শেষ চারে কি ফের দেখা যাবে কলকাতা ডার্বি? চার সেমিফাইনালিস্ট হল মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল, পঞ্জাব এফসি এবং নর্থইস্ট ইউনাইটেড। জানা যাচ্ছে, মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গলকে আলাদা পটে রেখে লটারির মাধ্যমে সেমিফাইনালের জোড়া নির্ধারণ করা হবে। ফলে সবুজ-মেরুন ও লাল-হলুদ ফের মুখোমুখি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ২ অক্টোবর সেমিফাইনাল হওয়ার কথা থাকলেও এখনও সরকারি ভাবে সূচি জানায়নি আইএফএ। পাঞ্জানের বিরুদ্ধে ম্যাচে শুরু থেকেই

আক্রমণাত্মক মানসিকতা নিয়ে দল সাজিয়েছিলেন ইস্টবেঙ্গল কোচ লোপেস হাবাস। প্রথম একাদশে ছিলেন দুই বিদেশি ক্রিস ইকনোমিডিস ও দিয়েগো জিভুলিচ। রিজার্ভ বেঞ্চেও ছিল শক্তি দানি রামিরেজ ও মহম্মদ রশিদের মতো বিদেশিরা ছিলেন। পাশাপাশি বিপিন সিং ও পিভি বিষ্ণুর মতো ভারতীয় তারকারাও ছিলেন দলে। ম্যাচের শুরুতেই ইস্টবেঙ্গল গোলের জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে। চতুর্থ মিনিটে ইকনোমিডিসের দূরপাল্লার শট অল্পের জন্য লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। এরপর ১১ মিনিটে নিজের প্রাক্তন দলের বিরুদ্ধে গোল করার সুযোগ তৈরি করেছিলেন মেসি বাউলি। তাঁর শট অবশ্য জালে জড়ায়নি। উলটোদিকে ১৮ মিনিটে এগিয়ে যেতে পারত পঞ্জাব। বিশু শর্মার শট সাইড নেটে লাগে। ২১ মিনিটে ইকনোমিডিসের ক্রস থেকে রোহিত দানু হেড করলেও তা লক্ষ্যে রাখতে পারেননি। প্রথমার্ধে বল দখলের নিরিখে এগিয়ে ছিল পাঞ্জাবই। ৩০ মিনিটে আলফ্রেড ময়ারের প্রচেষ্টা গোল হওয়ার আগেই সামলে দেন ইস্টবেঙ্গল গোলরক্ষক ফুরবা লাচেনপা। ৩৭ মিনিটে মেসি বাউলির ফ্রিকিকও কাজে আসেনি। তবে প্রথমার্ধের শেষ দিকে গোল পেয়ে যায় পঞ্জাব। ৪১ মিনিটে লালচেংনুঙ্গার ক্লিয়ারেন্স ঠিকমতো হয়নি। সেই বল পেয়ে ডান দিক থেকে ক্রস বাড়ান মেসি বাউলি। সেখান থেকেই জোরালো শটে গোল করেন দিয়েগো রাপোসো। পিছিয়ে পড়ে বিরতিতে যায় ইস্টবেঙ্গল।

দ্বিতীয়ার্ধে সমতা ফেরানোর চেষ্টা চালিয়ে যায় লাল-হলুদ। শেষ দশ মিনিটে ম্যাচের উত্তেজনা আরও বাড়ে। ৯০ মিনিটে ফ্রিকিক থেকে বিপিন সিংয়ের দুর্দান্ত শট গোলে ঢোকার মুখেই রুখে দেন পঞ্জাবের গোলরক্ষক অর্শদীপ সিং। এরপর পাঞ্জাবের বিপদ আরও বাড়ে। ৯০+২ মিনিটে রেনিয়ার ফার্নান্দেজকে ফাউল করে দ্বিতীয় হলুদ কার্ড দেখেন নিখিল প্রভু। ফলে ১০ জনে পরিণত হয় পাঞ্জাব। শেষ মুহূর্তে সমতা ফেরানোর সুবর্ণ সুযোগ আসে ইস্টবেঙ্গলের সামনে। ৯০+৪ মিনিটে বিষ্ণুর ক্রস থেকে বিলালের হেডও দুর্দান্ত দক্ষতায় বাঁচিয়ে দেন অর্শদীপ।

শেষ পর্যন্ত দশজনের পাঞ্জাবের বিরুদ্ধেও গোল করতে পারেনি ইস্টবেঙ্গল। ০-১ হারের ফলে গ্রুপসেরা হওয়ার সুযোগ হাতছাড়া হল। এখন নজর সেমিফাইনালের লটারিতে সেখানে কি ফের মুখোমুখি হবে কলকাতার দুই প্রধান?

ম্যাচের আগের দিন মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে নৈশভোজে ব্রাজিল-উরুগুয়ে!

নিজস্ব প্রতিবেদন: আগামী ৩ অক্টোবর যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গণে পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ব্রাজিলের বিরুদ্ধে খেলবে ভারত। তার তিন দিন পর, ৬ অক্টোবর একই মাঠে উরুগুয়ের মুখোমুখি হবে আনোয়ার আলি, আশিক কুরুনিয়ানরা। জোড়া আন্তর্জাতিক প্রীতি ম্যাচকে ঘিরে ইতিমধ্যেই সেজে উঠছে কলকাতা। মাঠের প্রস্তুতির পাশাপাশি প্রশাসনিক স্তরেও চলছে একাধিক আয়োজন। সূত্রের খবর, ম্যাচের আগের দিন, অর্থাৎ ২ অক্টোবর সন্ধ্যায় ব্রাজিল এবং উরুগুয়ে দলের প্রতিনিধিদের নৈশভোজে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে রাজ্য সরকার। সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার কথা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর। দুই বিদেশি দলের প্রতিনিধিদের পাশাপাশি ভারতীয় দলের সদস্যদেরও ওই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। দুই দলই ২ অক্টোবরের মধ্যে কলকাতায় পৌঁছবে বলে জানা যাচ্ছে। ফলে ম্যাচের ঠিক আগের সন্ধ্যায় তিন দলের প্রতিনিধিদের একসঙ্গে পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। শুধু নৈশভোজেই নয়, ৩ অক্টোবর যুবভারতীর গ্যালারিতেও থাকছে একাধিক চমক। মুখ্যমন্ত্রীর পাশাপাশি উপস্থিত থাকার কথা রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী ইন্দ্রনীল খাঁ এবং ফেডারেশনের শীর্ষ কর্তাদের। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে ভারত-ব্রাজিল ম্যাচ দেখতে কলকাতায় আসতে পারেন কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী মনসুখ মাণ্ডব্যও।

E.E Berhampore Division –I, PWD invites Short Notice Inviting Bid No – 07 of 2026-27 for the work of-

1. Urgent temporary logistics arrangement in connection with the VVIP visit at Beldanga-II Block in the District of Murshidabad on 01.10.2026.
2. Emergent civil works in connection with the VVIP visit at Beldanga-II Block in the District of Murshidabad on 01.10.2026.

Off-Line Short Notice Short Notice Inviting Bid No – 07 of 2026-27.
The detailed schedule of all items of works will be available in the office of the Executive Engineer, PWD, Berhampore Division –I.
Last date and time for receipt of application for Quotation documents on 01/10/2026 upto 01.00 PM.
Last date and time of issuance of Quotation documents on 01/10/2026 upto 02.00 PM.
Last date and time of receipt of Quotation in sealed envelope on 01/10/2026 upto 02.30 PM.
Opening of financial bid on 01/10/2026 at 03.00 PM.

Sd/-
Executive Engineer,
Berhampore Division-I P.W.D

ULUBERIA MUNICIPALITY

TENDER NOTICE
Notice Inviting eQuotation No. - WBMAD/UM/116/e-Tender/2026-27 Dated: 30.09.2026
WBMAD/UM/117/e-Tender/2026-27 Dated: 30.09.2026
(Hiring the Services of Backhoe loader/Poclain at Bauria & Banitabla Dumping Ground in ward no 6 & 31 of Uluberia Municipality. (For 1 (One) Year).)
Details are available in the www.wbtender.gov.in
Sd/-
Executive Officer,
Uluberia Municipality

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন ৯৮৩১৯১৯৭৯১

TENDER NOTICE
DDA (Admn) SC, Tallygounge, Kolkata - 40 is inviting e-tender for Printing of different forms, Register and Booklets vide tender Ref. No - **1076/NIT-1/2026-27 dated 29/09/2026 (Tender id-2026_DOA_1043592_1).** On the basis of tender notice, last date of bid submission is up to **6.30 PM on 06.10.2026**. Details available in office notice board and at **http://wbtenders.gov.in**
Sd/-
DDA (Admn) SC, Tallygounge

Notice Inviting e-Tender
Open Tenders are being invited by The Administrator, North Barrackpore Municipality from bonafied suppliers for the followings:
Tender Reference No.: 1405/NBM/PWD/WW 2026-27 Dated: 30/09/2026
And **Tender ID-2026_MAD_5076655_1**
BId Submission Start date **30-09-2026 at 6.45 P.M.** Last Date of Submission of tender **22/10/26 at 4.00pm.** For details see **http://tenders.wb.gov.in**
Sd/- **Administrator**
North Barrackpore Municipality

পূর্ব রেলওয়ে
ই-টেন্ডার নং. ২৩২_২০২৬-২৭ এবং ২৩৩_২০২৬-২৭ তারিখঃ২৮.০৯.২০২৬। সিনিয়র ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার/২, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, নিউ ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার অফিস, রেলওয়ে মিউজিয়ামের নিকটে, হাওড়া রেলওয়ে স্টেশন, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক সেচ/সিপিডব্লিউডি/এসইবি/এমইএস বা যেকোনো পাবলিক সেক্টর উদ্যোগে নিবন্ধিত ব্যক্তিসহ অনুরূপ কাজের অভিজ্ঞতা এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক সক্ষমতা আছে এরূপ টেন্ডারদাতাদের থেকে নিম্নোক্ত কাজের জন্য অনলাইনে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ- **সিনি.ডিইএন/২/এইচডব্লুএইচ। ই-টেন্ডার নং. ২৩২_২০২৬-২৭। কাজের বিবরণঃ** সিনিয়র ডিইএন/২/হাওড়া-র এখতিয়ারভুক্ত এএইএন/বর্ধমান-এর অধীনে ১৮টি স্টেশনে যোগ্যতা ও নির্ধারিত প্রবেশগম্যতা-সংক্রান্ত নিয়মাবলী অনুযায়ী দিব্যাঙ্গজনদের জন্য সুবিধাদি প্রদান। **আনুমানিক খরচঃ** ₹ ২,৩৩,৭৭,৫৭২.৭৫; **বায়না অর্থ(টাকা)ঃ** ₹ ৪,৬৭,৬০০.০০; **টেন্ডার ফর্মের মূল্য (টাকা)ঃ** শূন্য; **সমাপ্তির মেয়াদঃ** ১২ মাস। **ই-টেন্ডার নং. ২৩৩_২০২৬-২৭। কাজের বিবরণঃ** হাওড়া - হাওড়া ডিভিশনের আওতাধীন পুরনো ও সাধারণ মানের কন্টেইনার/কক্ষের পুনর্বাসন। **আনুমানিক খরচঃ** ₹ ১,৩৪,৫৩,১৩৭.৩৯; **বায়না অর্থ(টাকা)ঃ** ₹ ২,৬৯,১০০.০০; **টেন্ডার ফর্মের মূল্য (টাকা)ঃ** শূন্য; **সমাপ্তির মেয়াদঃ** ১২ মাস। নোটিশ আহ্বান বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত সমাপ্তির তারিখটি কোনো কারণে ছুটি/বন্ধ/ধর্মঘট ঘোষণা করা হলে, অনলাইনে টেন্ডার জমার শেষ তারিখ পরিবর্তন করা হবে না কারণ আইআরইপিএস-এর ওয়েবসাইটে আবেদনটি টেন্ডার জমার শেষ তারিখ এবং সময়ের পরে কোনও অফার জমা দেওয়ার অনুমতি দেয় না। তবে অনলাইনে দরপত্র খোলার কাজ পরবর্তী কার্যদিবসে করা হবে। **টেন্ডারের শেষ তারিখ ও সময়ঃ ২২.০১.২০২৬ তারিখ দুপুর ২টায়।** টেন্ডারের বিশদ বিবরণ ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** -এ পাওয়া যাবে। টেন্ডারদাতাদের উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাদের অফার জমা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। কোনো ম্যানুয়াল অফার গৃহীত হবে না।
HWH-361/2026-27
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

SHORT QUOTATION
NABADWIP MUNICIPALITY
e-Quatation are invited by the Administrator Nabadwip Municipality.
PHC/NM/NIQ-3e/2026-27
ID: 2026_MAD_1043891_1
Last Date of submitting tender **09-Oct-2026 06:00 PM. N.B.** Any other information may be had on enquiry from office of Administrator Nabadwip Municipality in working day and gov web site **http://wbtenders.gov.in** this advertisement is also given **http://nabadwipmunicipality.in**
Sd/- **Administrator**
Nabadwip Municipality

OFFICE OF THE ADMINISTRATOR OF RANAGHAT MUNICIPALITY RANAGHAT, NADIA
Memo. No. 1211/RM, Date - 30.09.2026
Tender Ref No : WBMAD/ULB/RM/NIT-2e/2026-27/2nd Call/SL1 to SL5
Tender ID : 2026_MAD_1043781_1 to 5
Name of the work: Improvement and Repairing of Bituminous & Cement Concrete Paver Block Roads at different Wards under Ranaghat Municipality (Total 5 Schemes). Last Date of Submission of Bid: **08.10.2026.**
Intending bidders may download tender documents and all other Terms and Conditions from the website https://www.wbtenders.gov.in
Sd/-
Executive Officer
Ranaghat Municipality

পিতা/অভিভাবকের অনুসন্ধানের জন্যে বিজ্ঞপ্তি:-

শিশুটির বিবরণ:-
নাম: অজ্ঞাত @ অভিষেক, বয়স: ৪ মাস (আনুমানিক), লিঙ্গ: ছেলে, গঠন: মাঝারী, ওজন: ৭ কেজি ৯০০ গ্রাম, উচ্চতা: ৬৫ সেমি, মুখের গঠন : গোলাকৃতি, গায়ের রং: উজ্জ্বল, চুলের রং: কালো, চোখের মনির রং: কালো, বেবি স্যুট, প্রাপ্তির স্থান: রানাঘাট সাব-ডিভিশনাল হাসপাতাল, প্রাপ্তির তারিখ: ০৬/০৫/২০২৬। যদি উক্ত শিশুটির জন্মদাতা পিতামাতা বা আইন-স্বীকৃত অভিভাবক থেকে থাকেন তাহলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ত্রিশ দিনের মধ্যে নিম্নলিখিত ঠিকানায় যথোপযুক্ত প্রমান সহ যোগাযোগ করবেন অন্যথা উল্লেখিত দিনের মধ্যে কোনো দাবিদার না পেলে শিশুটির দত্তক দেওয়ার প্রক্রিয়া গ্রহণ করা হবে। এই শিশুটিকে বর্তমানে সিডব্লিউসি (CWC) নদীয়া এর তত্ত্বাবধানে রাখা আছে যোগাযোগের বিশদ বিবরণ– জেলা শিশু সুরক্ষা ইউনিট (DCPU), রুমনম্বর-৩০৯, তৃতীয়তল, কালেক্টারি ভবন, কৃষ্ণনগর, নদীয়া, ফোন নম্বর- ০৩৪৭২২৫২১৪।

পিতা/অভিভাবকের অনুসন্ধানের জন্যে বিজ্ঞপ্তি:-

শিশুটির বিবরণ:-
নাম: অজ্ঞাত @ অগ্নি, বয়স: ৩ মাস (আনুমানিক), লিঙ্গ: ছেলে, গঠন: মাঝারী, ওজন: ৫ কেজি ৬০০ গ্রাম, উচ্চতা: ৫৯ সেমি, মুখের গঠন : গোলাকৃতি, গায়ের রং: উজ্জ্বল, চুলের রং: কালো, চোখের মনির রং: কালো, বেবি স্যুট, প্রাপ্তির স্থান: রানাঘাট সাব-ডিভিশনাল হাসপাতাল, প্রাপ্তির তারিখ: ২৪/০৬/২০২৬ যদি উক্ত শিশুটির জন্মদাতা পিতামাতা বা আইনস্বীকৃত অভিভাবক থেকে থাকেন তাহলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ত্রিশ দিনের মধ্যে নিম্নলিখিত ঠিকানায় যথোপযুক্ত প্রমান সহ যোগাযোগ করবেন অন্যথা উল্লেখিত দিনের মধ্যে কোনো দাবিদার না পেলে শিশুটির দত্তক দেওয়ার প্রক্রিয়া গ্রহণ করা হবে। এই শিশুটিকে বর্তমানে সিডব্লিউসি (CWC) নদীয়া এর তত্ত্বাবধানে রাখা আছে, যোগাযোগের বিশদ বিবরণ– জেলা শিশু সুরক্ষা ইউনিট (DCPU), রুমনম্বর- ৩০৯, তৃতীয়তল, কালেক্টারি ভবন, কৃষ্ণনগর, নদীয়া, ফোন নম্বর- ০৩৪৭২২৫২১৪।

Memo No. 163/DICO/N/Advt. 26, Date- 30-09-2026

ASANSOL DURGAPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
(A Statutory body of the Govt. of West Bengal)
City Centre, Durgapur - 713216
(Ph.: 0343-2546716/6815)
N.I.T. (Online) No: - ADDA/DGP/ED/N-11/26-27 Dated 30.10.2026
Exe. Engr.(Civil), ADDA invites **Percentage Rate Tender** (Online Bid System) for the works: **(1)** Tender ID No. 2026_ADDA_1043834_1. For other details visit our website **www.addaonline.in** or **http://wbtenders.gov.in**
Sd/- Exe. Engr. (Civil), ADDA

BHATPARA MUNICIPALITY
Kankinara, 24 pgs. (North)
1) e-NIQ No. MAD/ULB/BHATPARA/DR-2/493, Dated: 28/09/2026 &
2) e-NIQ No. MAD/ULB/BHATPARA/DR-2/494, Dated : 28/09/2026.
e-NIQs are invited in two parts for (1) Tricycle with (8 Bucket)—160 nos. (40 Litre capacity H.D.P.E. made bin) & (2) Hydraulic Trailer-16 Nos. under Bhatpara Municipality.
Last Date of Submission of tender is **14/10/2026 at 15:00 Hrs.**
Details may be seen in **"wbtenders.gov.in"** and **"bhatparamunicipalitygov.co.in"**
Sd/- Executive Officer & Administrator
Bhatpara Municipality

ASANSOL DURGAPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
(A Statutory body of the Govt. of West Bengal)
City Centre, Durgapur - 713216
(Ph.: 0343-2546716/6815)
N.I.T. (Online) No: - ADDA/DGP/ED/RFP-01/2026-27 Dated 09.09.2026
Time Extension Notice
The Last date of online submission has been extend up to 06.10.2026 in place of 29.09.2026 for **(1)** Tender ID No. 2026_ADDA_1041175_1. For other details visit our website **www.addaonline.in** or **http://wbtenders.gov.in** or contact Exe. Engr.(Civil.)ADDA.
Sd/-
Exe. Engr. (Civil), ADDA

BARANAGAR MUNICIPALITY
87, DESH BANDHU ROAD (EAST), KOLKATA-700035
CORRIGENDUM
1) **Name of Work:** "Repairing Of Various Concrete Road and Bituminous Road at Different Wards Under Baranagar Municipality", NIeT No: WBMAD/BM/PWD/NIT- 155(eSF)/2026-27 Dated-09.09.2026, Tender ID No. **2026_MAD_5023475_1 To 2026_MAD_5023475_6 and 2026_MAD_5023475_9 To 2026_MAD_5023475_11.** The Last Date of Bid Submission for the above mentioned e-Tender is hereby extended up to **05.10.2026. For details please log on to https://tenders.wb.gov.in**
Sd/- Chairman

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
KMDA TENDER NOTICE
e-NIT No: 20/EE/ED-I/EM/KMDA/T-2 of 2026-27
Online Tender is invited by the Executive Engineer, Electrical Division-I, EM Sector, KMDA, Block-L, Ground Floor, Unnayan Bhavan, Salt Lake City, Kolkata-700091, from the eligible tenderers, for the work, **Name of Works, Estimated Value of work, Earnest Money Deposit, Time of Completion,** Round the clock Operation, guarding, cleaning including daily / periodic & minor maintenance of machineries / equipment of drinking water of Vambay Project at Nonadanga, Kolkata., Rs.6,30,387/-, Rs.12,608/-, 12 months from the date of firm order, **Last date & time of online Bid submission:** 09.10.2026, Time: 14:00 hrs. for details contact the above office or visit both websites. **(KMDA-588)**
www.kmda.wb.gov.in
www.wbtenders.gov.in
ICA- T18494(2)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE
e-NIQ No.-**WBPWD/AE-NSESD/NIQ 84/2026-27 (2nd call);** Tender ID-2026_WBPWD_5076312_1 : Name of Work: Annual Comprehensive maintenance & servicing of Accord make EPABX System Model no-ADX 600 at New Secretariat Building, Kolkata-700001. Bid Submission End Date : 12/10/2026 up to 1-00 p.m. Website : - https://etender.wb.nic.in or https://tenders.wb.gov.in Sd/- Assistant Engineer, P.W.Dte., New Secretariat Electrical Sub-Division, 4th floor, C-Block, New Sectt. Bldg, 1, K.S. Roy Road, Kol-01.
ICA- T18560(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
CORRIGENDUM FOR e-TENDER
Due to non-availability of minimum bidders, the last date of Submission of Bids of this office e-Tender against Ref. no- WBPWD/EE-WKED/NIQ-74/2026-27 (2nd Call); Tender ID-2026_WBPWD_5022797_1 is hereby further extended up to 05/10/2026 upto 1:00 PM. Website:- tenders.wb.gov.in Sd/- Executive Engineer-I, PWD, West Kolkata Electrical Division, 4th floor, C-Block, New Sectt. Bldg, 1, K.S. Roy Road, Kol-01
ICA- T18530(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE
e-NIQ No.-WBPWD/AE-NSESD/NIQ 85/2026-27 (2nd Call); Tender ID-2026_WBPWD_5076351_1 : Name of Work : Annual comprehensive maintenance & servicing of Lift no. 6, 13-passenger Automatic Lift (G+5), Lift no-7, 15-passenger Automatic Lift (G+9), Lift no-8, 15-passenger Automatic Lift (G+9), 1ton Goods Lift (G+11) with V3F drive and microprocessor controlled system at New Secretariat Building, Kolkata. Bid Submission End Date : 12/10/2026 up to 1-00 p.m.; Website: https://etender.wb.nic.in or https://tenders.wb.gov.in Sd/- Assistant Engineer, P.W.Dte., New Secretariat Electrical Sub-Division, 4th floor, C-Block, New Sectt. Bldg, 1, K.S. Roy Road, Kol-01.
ICA- T18564()/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
The Assistant Engineer, PWD, Kolkata East Sub Division-IV invites NIeT on Percentage Rate basis vide NIeT No. WBPWD/AE/KESD-IV/NIeT-3/ 2026-2027 for 2 (Two) nos work vide Tender ID No. 2026_WBPWD_5076279_1 & 2026_WBPWD_5076279_2, of 2026-2027. Bid Submission Start date (online) is 05.10.2026 from 2.00 PM. Bid Submission closing date (online) is 13.10.2026 upto 2.30 PM. Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIeT and NIeT documents may be downloaded from https://tenders.wb.gov.in Sd- Assistant Engineer, PWD, Kolkata East Sub Division-IV.
ICA- T18546(2)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE
e-Tender is invited by the undersigned for the work "Comprehensive, preventive and corrective maintenance of room air conditioners at different location of Intelligence Branch, 13 lord Sinha Road, Kolkata under Kolkata Central Electrical Sub-Division-I, Kolkata-700017." e-Tender No: WBPWD/AE/35/PR/T/KCESD/I of 2026-27(2ND CALL) and Tender ID: 2026_WBPWD_5076552_1. Documents Submission end date 12.10.2026 up to 02.00 P.M. Website: http://www.pwdwb.in for details contact at the office of the undersigned. Corrigendum if any will be published only the said website. Sd/- Assistant Engineer, PWD, Kolkata Central Electrical Sub-Division-I
ICA- T18565(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
CORRIGENDUM FOR e-TENDER
Due to non-availability of minimum bidders, the last date of Submission of Bids of this office e-Tender against Ref. no- **WBPWD/EE-WKED/NIQ-56/2026-27 (2nd Call);** Tender ID-2026_WBPWD_5020490_1 is hereby further extended up to 06/10/2026 upto 1:00 P.M. Website: - **tenders.wb.gov.in** Sd/- Executive Engineer-I, PWD, West Kolkata Electrical Division, 4th floor, C-Block, New Sectt. Bldg, 1, K.S. Roy Road, Kol-01.
ICA- T18558(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Executive Engineer-I, P.W.Dte., Central Kolkata Health Electrical Division, P-12, C.I.T Road (1st Floor), Kolkata-14 invites e-tender (online) for the work of **(1)** SITC of Automatic Rescue Device and Door sensor for one no 15 Passenger cum Bed Lift (Make- Engineers Vertical Service) at G+3 storied Building at IPGAE & R at Shyamadas vaidya Shastra Pith, Kolkata. vide e-tender no. WBPWD/EE-I/CKHED/eNIT-35/26-27(2nd call), Tender ID: 2026_WBPWD_5019081_2. Bid submission end date (online) for the job is 13/10/2026 upto 14.00 P.M. Detail information/download/upload will be available from the website: http://etender.wb.nic.in, https://tenders.wb.gov.in & http://pwdwb.in Sd/- (BIKASH DUTTA) Executive Engineer-I, Central Kolkata Health Electrical Division, P.W.Dte.

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
CORRIGENDUM FOR e-TENDER
Due to non-availability of minimum bidders, the last date of Submission of Bids of this office e-Tender against Ref. no- **WBPWD/EE-WKED/NIQ-58/2026-27 (2nd Call);** Tender ID-2026_WBPWD_5020501_1 is hereby further extended up to 07/10/2026 upto 1:00 P.M. Website: - **tenders.wb.gov.in** Sd/- Executive Engineer-I, PWD, West Kolkata Electrical Division, 4th floor, C-Block, New Sectt. Bldg, 1, K.S. Roy Road, Kol-01.
ICA- T18559(1)/2026
ICA- T18510(1)/2026

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**

বাঙালির দুর্গোৎসব

অমিয় কুমার দাস

শরতের আকাশে সাদা মেঘের ভেলা, কাশফুলের দোলা, ভোরের শিউলির গন্ধ আর দূর থেকে ভেসে আসা ঢাকের আওয়াজ;এই সবকিছুর সঙ্গে বাঙালির মনে যে উৎসবের ছবি জেগে ওঠে, তার নাম দুর্গাপূজা। দেবী দুর্গার আরাধনা দেশের নানা প্রান্তেই হয়, কিন্তু বাংলায় দুর্গাপূজা যেন শুধুমাত্র ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। এটি বাঙালির সামাজিক জীবন, সংস্কৃতি, শিল্প, সাহিত্য, অর্থনীতি, স্মৃতি ও আবেগের সঙ্গে এমনভাবে মিশে গিয়েছে যে দুর্গোৎসবকে বাদ দিয়ে বাঙালির সাংস্কৃতিক পরিচয় কল্পনা করা কঠিন।

তবে আজকের এই দুর্গোৎসবের রূপ একদিনে তৈরি হয়নি। এর পেছনে রয়েছে দীর্ঘ ধর্মীয়, পৌরাণিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিবর্তনের ইতিহাস।

দুর্গার উপাসনার ইতিহাস অনুসন্ধান করতে গেলে প্রথমেই একটি বিষয় মনে রাখা দরকার;প্রাচীন দেবী-উপাসনা এবং আজকের শরৎকালের দুর্গাপূজা এক জিনিস নয়। প্রাচীন ভারতীয় ধর্ম-সংস্কৃতিতে দেবীশক্তির আরাধনা বহু আগে থেকেই প্রচলিত ছিল। বিভিন্ন সময়ে ও অঞ্চলে দেবী নানা নামে ও নানা রূপে পূজিত হয়েছেন। মহিষাসুরমর্দিনী দুর্গার রূপও ধীরে ধীরে সেই দীর্ঘ ঐতিহ্যের মধ্য দিয়ে সুস্পষ্ট হয়েছে।

দেবীর প্রাচীন কাহিনির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্যিক নিদর্শন পাওয়া যায় মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত দেবীমাহাত্ম্যে। সেখানে রাজা সুরথ ও বৈশ্য সমাধির কাহিনি রয়েছে। রাজ্য হারিয়ে সুরথ এবং সংসারে সর্বস্ব হারিয়ে সমাধি ঋষি মেধার আশ্রমে আশ্রয় নেন। ঋষির কাছে দেবীর মাহাত্ম্য শুনে তাঁরা দেবীর আরাধনা করার সিদ্ধান্ত নেন। কাহিনি অনুযায়ী, তাঁরা একটি নদীর বালুময় তীরে মাটি দিয়ে দেবীর মূর্তি নির্মাণ করে পূজা ও তপস্যা করেন। দীর্ঘ সাধনার পর দেবী আবির্ভূত হয়ে তাঁদের বরদান করেন।

এরপর দুর্গাপূজার সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে রামায়ণের একটি জনপ্রিয় কাহিনি;অকালবোধন। প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী, রাবণের সঙ্গে যুদ্ধে যাওয়ার আগে রাম শরৎকালে দেবী দুর্গার আরাধনা করেছিলেন। দেবীর আরাধনার প্রচলিত সময়ের বাইরে শরৎকালে এই পূজা হওয়ায় তা পরিচিত হয় তঅকালবোধনদ নামে। তবে বাল্মীকি রামায়ণের মূল কাহিনিতে রামের শরৎকালের দুর্গাপূজার এই বিবরণ নেই। বাংলায় অকালবোধনের কাহিনিকে জনপ্রিয় করে তুলতে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছে কৃত্তিবাসী রামায়ণ। পঞ্চদশ শতকের বাংলা রামায়ণ-পরম্পরায় রামের অকালবোধনের কাহিনি নতুন মাত্রা পায়। দেবীর উদ্দেশে ১০৮টি নীলপদ্ম নিবেদন, একটি পদ্ম কম পড়ায় নিজের চোখ উৎসর্গ করতে উদ্যত হওয়া এবং শেষ মুহূর্তে দেবীর আবির্ভাব;এই আবেগপূর্ণ কাহিনি বাঙালির ধর্মীয় কল্পনায় গভীর ছাপ ফেলে। ফলে শরৎকালের দুর্গাপূজা ধীরে ধীরে বাঙালির নিজস্ব সাংস্কৃতিক আখ্যানের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে যায়।

এদিকে বাংলায় দুর্গাপূজার শাস্ত্রীয় চর্চাও যে অনেক প্রাচীন, তার প্রমাণ পাওয়া যায় বিভিন্ন মধ্যযুগীয় গ্রন্থে। পরবর্তী সময়ে বিদ্যাপতি, শূলপাণি ও রঘুনন্দনের মতো পণ্ডিতদের রচনাতেও দুর্গাপূজার আচার-বিধির উল্লেখ পাওয়া যায়। দুর্গার প্রতিমার ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ভারতীয় ভাস্কর্যে মহিষাসুরমর্দিনী দুর্গার নানা রূপ দেখা যায়। কোথাও তাঁর দুই, চার বা আটটি হাত, কোথাও দশ বা তারও বেশি হাত। বাংলার পাল-সেন যুগের ভাস্কর্যেও মহিষাসুরমর্দিনী রূপের নিদর্শন রয়েছে। অর্থাৎ আজকের দশভুজা দুর্গার রূপও একদিনে সৃষ্টি হয়নি। পরবর্তী সময়ে বাঙালির শিল্পভাবনা ও ধর্মীয় কল্পনার মধ্য দিয়ে দুর্গা শুধু অসুরদলনী শক্তির প্রতীক না থেকে ধীরে ধীরে মায়ের রূপও লাভ করেন। তাঁর সঙ্গে লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক ও গণেশকে একই পারিবারিক বিন্যাসে দেখানোর রীতিও বাঙালি প্রতিমার স্বাতন্ত্র্য তৈরি করে।

বাংলায় বড় আকারে দুর্গাপূজার আয়োজনের ইতিহাসে এরপর উঠে আসে তাহেরপুরের রাজা কংসনারায়ণের নাম। প্রচলিত ঐতিহাসিক বিবরণ অনুযায়ী, ষোড়শ শতকের শেষভাগে তিনি অত্যন্ত জাঁকজমকের সঙ্গে দুর্গাপূজার আয়োজন করেছিলেন। তাঁকে বাংলায় দুর্গাপূজার তপ্রবর্তকদ বলা নিয়ে মতভেদ থাকলেও, বড় আয়োজনের দুর্গাপূজার ইতিহাসে তাঁর নাম গুরুত্বপূর্ণ।

এরপর নদিয়ার ভবানন্দ মজুমদারের নামও পাওয়া যায়। প্রচলিত তথ্য অনুযায়ী, সপ্তদশ শতকের গোড়ায়, ১৬০৬ সালের কাছাকাছি সময়ে তিনি দুর্গাপূজার আয়োজন করেছিলেন। এই সময়ে বাংলার ক্ষমতাবান জমিদার ও অভিজাত পরিবারগুলির মধ্যে দুর্গাপূজা ক্রমশ সামাজিক মর্যাদা ও প্রতিপত্তি প্রকাশের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হয়ে উঠতে শুরু করে। কলকাতার দুর্গাপূজার ইতিহাসে সাবর্ণ রায়চৌধুরী পরিবারের বড়িশার পূজার গুরুত্ব অপরিসীম। পরিবারের ঐতিহ্য অনুযায়ী, লক্ষ্মীকান্ত রায়চৌধুরী ১৬১০ সালে বড়িশায় দুর্গাপূজার সূচনা করেন। এই পূজা আজও ঐতিহ্য মেনে অনুষ্ঠিত হয়। তখনও সেই কলকাতা আজকের কলকাতা হয়ে ওঠেনি। শহরের বিস্তীর্ণ অংশ ছিল গ্রাম, জলাভূমি ও জঙ্গলঘেরা এলাকা। সেই সময় বড়িশার মতো অঞ্চলে বনেদি পরিবারের দুর্গাপূজা কেবল ধর্মীয় উৎসবই ছিল না; তাকে ঘিরে গড়ে উঠত মানুষের মিলন, ভোজ, আচার এবং সামাজিক যোগাযোগের এক বিশেষ পরিসর।

ক্রমে এই বনেদি বাড়ির পূজার ধারাই বাংলার সামাজিক জীবনে গভীর প্রভাব ফেলতে শুরু করে। একদিকে দেবীর আরাধনা, অন্যদিকে আত্মীয়-স্বজনের সমাগম, অতিথি আপ্যায়ন, গান-বাজনা ও নানা সামাজিক আয়োজন;সব মিলিয়ে দুর্গাপূজা ধীরে ধীরে একটি বৃহত্তর উৎসবে পরিণত হচ্ছিল। আর এই পরিবর্তনের সবচেয়ে বড় অধ্যায়টি আসতে চলেছিল কলকাতায়।

অষ্টাদশ শতকে এসে দুর্গাপূজার ইতিহাসের সঙ্গে জড়িয়ে গেল ঔপনিবেশিক কলকাতার রাজনীতি। পলাশীর যুদ্ধের পর বদলে যেতে শুরু করল বাংলার ক্ষমতার মানচিত্র। সেই পরিবর্তনের ছায়া পড়ল দুর্গোৎসবেও।

১৭৫৭ সালের পলাশীর যুদ্ধের পর শোভাবাজার রাজবাড়িতে রাজা নবকৃষ্ণ দেবের দুর্গাপূজার কাহিনি এই সময়ের অন্যতম আলোচিত অধ্যায়। প্রচলিত কাহিনি অনুযায়ী, ইংরেজদের বিজয় উপলক্ষে নবকৃষ্ণ দেব তাঁর বাড়িতে অত্যন্ত জাঁকজমকের সঙ্গে দুর্গাপূজার আয়োজন করেছিলেন এবং সেই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল ব্রিটিশ সেনাপতি রবার্ট ক্লাইভকে। এই পূজা পরবর্তীকালে ‘কোম্পানি পুজো’ নামে পরিচিত হয়ে ওঠে।

ইতিহাস আর লোককথার মিশেলে তৈরি এই কাহিনি আজও কলকাতার দুর্গাপূজার ইতিহাসে বিশেষভাবে আলোচিত। তবে এর মধ্য দিয়ে একটি বিষয় স্পষ্ট;দুর্গাপূজা তখন আর কেবল ধর্মীয় আচারের মধ্যে আবদ্ধ ছিল না। রাজনীতি, ক্ষমতা, সামাজিক মর্যাদা এবং নতুন গড়ে ওঠা ঔপনিবেশিক সমাজব্যবস্থার সঙ্গেও তা জড়িয়ে পড়ছিল।

এরপর কলকাতার একের পর এক বনেদি পরিবার দুর্গাপূজাকে নিজেদের পারিবারিক ঐতিহ্যের অংশ করে তুলল। বিশাল বাড়ির উঠোনে তৈরি হতে লাগল ঠাকুরদালান। সেখানে দেবীর আরাধনার পাশাপাশি বসত আত্মীয়-স্বজনের আসর, অতিথি আপ্যায়ন, গান-বাজনা, ভোজ এবং নানা ধরনের বিনোদনের আয়োজন।

পুজো আসছে

অনেক বাড়িতে আবার ইউরোপীয় অতিথিদেরও আমন্ত্রণ জানানো হতো। ফলে দুর্গাপূজা হয়ে উঠল একই সঙ্গে ধর্মীয় উৎসব, সামাজিক মিলনমেলা এবং অভিজাত জীবনের প্রদর্শনীর ক্ষেত্র। কিন্তু এই আড়ম্বরের বাইরে তখন ধীরে ধীরে জন্ম নিচ্ছিল অন্য এক আকাঙ্ক্ষা।

দুর্গাপূজা যদি সবার হয়, তবে তার আনন্দও কি সবার সঙ্গে ভাগ করে নেওয়া যায় না?

এই প্রশ্ন থেকেই ক্রমে শক্তিশালী হতে শুরু করল বারোয়ারি বা সম্মিলিত পূজার ধারণা। বাংলার গুপ্তিপাড়ায় বারোয়ারি পূজার সূচনা নিয়ে একটি বহুল প্রচলিত কাহিনি রয়েছে। যদিও সেই কাহিনির ঐতিহাসিকতা নিয়ে মতভেদ আছে, তবু সাধারণ মানুষের সম্মিলিত উদ্যোগে দুর্গাপূজার আয়োজনের ধারণাটি যে ধীরে ধীরে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল, তারই প্রতিফলন দেখা যায় পরবর্তী সময়ে।

ঊনবিংশ শতকের শেষভাগ থেকে বিংশ শতকের গোড়ায় এসে এই পরিবর্তন আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। দুর্গাপূজা ক্রমশ বনেদি বাড়ির সীমানা পেরিয়ে বৃহত্তর জনসমাজের উৎসবে পরিণত হতে শুরু করে।

১৯১০ সালে ভবানীপুরের বলরাম বসু ঘাট রোডে সনাতন ধর্মোৎসাহিনী সভার উদ্যোগে যে দুর্গাপূজা শুরু হয়, সেটিকে কলকাতার প্রাচীনতম বারোয়ারি বা সম্প্রদায়ভিত্তিক পূজাগুলির অন্যতম বলে ধরা হয়। এই ধরনের উদ্যোগের ফলে দুর্গাপূজার চরিত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আসে। দেবীর সামনে দাঁড়ানোর অধিকার যেন ধীরে ধীরে কেবল জমিদারবাড়ির সদস্যদের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে সাধারণ মানুষের কাছেও পৌঁছে যেতে থাকে।

আর এই পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে দুর্গাপূজা হয়ে উঠতে থাকে সত্যিকারের জনউৎসব। উত্তর কলকাতাতেও এই নতুন ধারার বিস্তার ঘটল। তার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হয়ে উঠল বাগবাজার। ১৯১৯ সালে নেবুবাগান বারোয়ারি হিসেবে যে পূজার সূচনা, তা পরবর্তীকালে বাগবাজার সর্বজনীন দুর্গোৎসবে রূপ নেয়। সেই সময় বাংলার সমাজে স্বদেশি আন্দোলন ও জাতীয়তাবাদী চেতনারও প্রবল প্রভাব। ফলে দুর্গাপূজার মণ্ডপ ও মেলাও অনেক ক্ষেত্রে হয়ে উঠতে থাকে মানুষের মিলন এবং সামাজিক চেতনা প্রকাশের ক্ষেত্র। ধর্মীয় উৎসবের আড়ালে তৈরি হতে থাকে বৃহত্তর জনসমাজের এক নতুন যোগাযোগ।

এভাবেই দুর্গাপূজা ধীরে ধীরে বদলে গেল। একসময় যে পূজা ছিল রাজা-জমিদার কিংবা বনেদি পরিবারের ব্যক্তিগত ঐতিহ্য, সেটিই ক্রমে হয়ে উঠল পাড়ার মানুষের উৎসব। ঠাকুরদালানের চার দেওয়াল ছেড়ে দেবী এলেন সর্বজনের মণ্ডপে।

আর এই পরিবর্তনই দুর্গাপূজাকে তার আধুনিক রূপের দিকে নিয়ে যাওয়ার পথ তৈরি করল।

বিংশ শতকের শেষভাগে এসে দুর্গাপূজার ইতিহাসে আবার দেখা দিল এক নতুন পরিবর্তন। এবার বদলাতে শুরু করল মণ্ডপের চেহারা।

দেবীকে ঘিরে তৈরি মণ্ডপ আর শুধু প্রতিমার আশ্রয়স্থল রইল না। ধীরে ধীরে তা হয়ে উঠল শিল্পীর কল্পনার এক বিশাল ক্যানভাস। কোথাও মণ্ডপে ফুটে উঠল গ্রামবাংলার হারিয়ে যেতে বসা কোনও দৃশ্য, কোথাও উঠে এল প্রাচীন স্থাপত্যের অনুকৃতি, কোথাও লোকশিল্পের নানা রূপ। আবার কোনও কোনও পুজোয় মণ্ডপের বিষয় হয়ে উঠল পরিবেশ, নারী-নিরাপত্তা, সামাজিক বৈষম্য কিংবা সমকালীন কোনও গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন।

এইভাবেই জনপ্রিয় হয়ে উঠল ‘থিম পুজো’।

একসময়ের সাধারণ বাঁশ, কাপড় ও মাটির মণ্ডপের জায়গায় এল পরিকল্পিত শিল্পনির্মাণ। শিল্পী, স্থপতি, কারিগর, আলোকশিল্পী;অনেকের সম্মিলিত শ্রমে একটি পুজোর মণ্ডপ যেন কয়েক মাসের জন্য হয়ে উঠতে লাগল এক একটি সাময়িক শিল্পকর্ম।

এর সঙ্গে বাড়ল পুজো-প্রতিযোগিতাও। ১৯৮৫ সাল থেকে এশিয়ান পেইন্টসের ‘শারদ সম্মান’ কলকাতার দুর্গাপুজোগুলিকে পুরস্কৃত করে আসছে। পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন সংবাদপত্র, বেসরকারি সংস্থা ও কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানের পুরস্কার এবং পৃষ্ঠপোষকতা এই প্রতিযোগিতাকে আরও জনপ্রিয় করে তোলে।

২০০০-এর দশকে এই প্রতিযোগিতা নতুন মাত্রা পায়। ২০০৬ সালে ‘স্নোকেম-প্রতিদিন পুজো পারফেক্ট’-এর প্রথম পুরস্কারের অর্থমূল্য ১ লক্ষ ১১ হাজার ১১১ টাকা পর্যন্ত পৌঁছেছিল। পুরস্কারের অর্থ, সংবাদমাধ্যমের প্রচার, দর্শকের ভিড় এবং স্পনসরশিপ;সব মিলিয়ে দুর্গাপূজা ধীরে ধীরে একটি বিশাল সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক পরিসরে পরিণত হতে থাকে। তবে দুর্গাপূজার এই বাণিজ্যিক রূপান্তরকে কেবল অর্থের হিসাব দিয়ে দেখলে তার একটি বড় দিক চোখ এড়িয়ে যায়। কারণ, আধুনিক মণ্ডপ অনেক সময় হয়ে উঠেছে সমাজের কথাও বলার জায়গা।

কোনও পুজো তুলে ধরেছে পরিবেশ রক্ষার বার্তা, কোনওটি নারী-নিরাপত্তার প্রশ্ন, কোনওটি শিক্ষার গুরুত্ব, আবার কোনওটি দারিদ্র্য, স্বাস্থ্য বা সামাজিক বৈষম্যের মতো বিষয়কে শিল্পের ভাষায় মানুষের সামনে এনেছে। অর্থাৎ দেবীর আরাধনার পাশাপাশি দুর্গাপূজার মণ্ডপও হয়ে উঠেছে সমকালীন সমাজকে দেখার এক আয়না।

এভাবেই কয়েক শতকের পথ পেরিয়ে দুর্গাপূজা এসে দাঁড়িয়েছে এক আশ্চর্য সন্ধিক্ষণে;যেখানে একই সঙ্গে রয়েছে ধর্ম, শিল্প, লোকসংস্কৃতি, অর্থনীতি, বিনোদন এবং সামাজিক বার্তা। আর এই দীর্ঘ যাত্রা শেষ পর্যন্ত পৌঁছেছে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির দরজায়।

২০২১ সালে UNESCO-র ‘Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity’-তে ‘Durga Puja in Kolkata’ অন্তর্ভুক্ত হয়। এই স্বীকৃতি শুধু একটি ধর্মীয় উৎসবের জন্য নয়; দুর্গাপূজার সঙ্গে যুক্ত মৃৎশিল্পী, কারিগর, পুরোহিত, ঢাকী, শিল্পী, পুজো কমিটি এবং অসংখ্য সাধারণ মানুষের সম্মিলিত সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডকেও স্বীকৃতি দিয়েছে।

আজকের দুর্গাপূজার দিকে তাকালে তাই তার মধ্যে একই সঙ্গে দেখা যায় বহু শতকের ইতিহাস।

কোথাও প্রাচীন দেবী-আরাধনার স্মৃতি, কোথাও দেবীমাহাত্ম্য-এর কাহিনী, কোথাও কৃত্তিবাসী রামায়ণের অকালবোধন। কোথাও রাজা-জমিদারের বনেদিয়ানা, কোথাও ঔপনিবেশিক কলকাতার সামাজিক ইতিহাস। আবার কোথাও বারোয়ারি ও সর্বজনীন পুজোর গণচেতনা, কোথাও থিম পুজোর শিল্পভাবনা, আর কোথাও আধুনিক বাণিজ্যিক সংস্কৃতির ছাপ। সময় বদলেছে। বদলেছে পূজার আয়োজনও। তবু কিছু দৃশ্য যেন বদলায়নি।

শিউলির গন্ধ, ঢাকের বাদ্য, ধুনুচির ধোঁয়া, সন্ধ্যার আরতি, সিঁদুরখেলা কিংবা বিসর্জনের মুহূর্তে বিষণ্ণ হয়ে ওঠা মন;এসবের মধ্যে আজও বেঁচে আছে সেই চিরপরিচিত দুর্গাপূজা। আর বাঙালির কাছে দেবীও শুধু মহিষাসুরমর্দিনী নন। তিনি শক্তির প্রতীক, অশুভের বিরুদ্ধে শুভের জয়ের প্রতীক। আবার তিনিই শরতের কয়েক দিনের জন্য বাপের বাড়িতে ফিরে আসা ঘরের মেয়ে। হয়তো এই কারণেই দুর্গাপূজার ইতিহাস কেবল একটি ধর্মীয় উৎসবের ইতিহাস নয়। এটি বাংলার সমাজ বদলের ইতিহাস। এটি শিল্পের বিবর্তনের ইতিহাস। এটি মানুষের একত্রিত হওয়ার ইতিহাস। আর সবচেয়ে বড় কথা, এটি সময়ের সঙ্গে একটি উৎসবের নিজেকে বারবার নতুন করে আবিষ্কার করার ইতিহাস।

প্রাচীন দেবী-আরাধনা থেকে আজকের সর্বজনীন দুর্গোৎসব;এই দীর্ঘ পথচলায় তাই ধরা পড়ে বাঙালির নিজস্ব সংস্কৃতির এক অনন্য প্রতিচ্ছবি। শরতের আকাশে যখন আবার সাদা মেঘ ভাসে, কাশফুল দোলে, ভোরের বাতাসে শিউলির গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে, আর দূর থেকে ভেসে আসে ঢাকের শব্দ;তখন মনে হয়, ইতিহাসের সেই দীর্ঘ পথ পেরিয়ে দেবী আবারও ফিরে এসেছেন।

আর তাঁর সঙ্গে ফিরে এসেছে বাঙালির সবচেয়ে আপন উৎসব;দুর্গোৎসব।

কবিতা

রক্তকরবী

শান্তনু রায়

জীবন একদা ভেসেছিল এক আয়তাক্ষীর ‘ভরা স্রোতের’ টানে
সোনালী বিকেল বহেছে তখন একাডেমী রবীন্দ্রসদন নন্দনে —
চা-কফির সাথে নাটক সিনেমা সাহিত্য রাজনীতির তর্কে,
একান্ত সংলাপে-কবিতা ছবি আর সে ‘নন্দিনী’র রবীন্দ্রগানে।

কেটেছে কত গোধুলি-সাঁঝবেলা সবুজ গালিচায় যুগলে একান্তে,
কুলায়ফেরা পাখীর কলতান আর আলতো পরশে শিহরি চমকে
হেঁটে যেত পাশাপাশি দু'টি কবোষ্ণ হৃদয়; উদ্বেল অচিন আনন্দে,
সাক্ষী রেখে গোধুলি রাঙানো ভিক্টোরিয়ার মাথার কালো পরীটিকে।

দিয়েছিল ধরা সে অকৃপণ মনমাধুরীতে মেঘমেদুর কোপাই-তীরে
ভরা শীতের ম্যাক্সলাস্কিগঞ্জ আর বসন্তের রক্তিম পলাশবনে,
সুরের আগুনে মাতিয়ে রুক্ষ বালুচর,পাইন-জঙ্গলের নীরবতা—
অধরা বন্ধনে,-তবু ‘রক্তকরবী’রূপে চিরসখা সে মনগহিনে।

আগমনীর ঢাক

বিভাস গুহ

নীল আকাশে মেঘের খেলা
নদীর পারে কাশের মেলা
শিশিরভেজা ঘাসে
শিউলি ঝরে ভোরেরবেলা
হৃদ সাগরে খুশির ভেলা
আনন্দেতে ভাসে।

আসছে উমা বছর পরে
আনন্দ তাই ঘরে ঘরে।
তাক ধিনাধিন তাক
মন্দিরে মন্দিরে বাজে
সকাল সন্ধ্যা সাঁঝে
আগমনীর ঢাক।

পুজোয় প্রকাশ পেল ‘ডবল রূপঙ্কর’
পুজোর গানে-গানে পাহাড় ভ্রমণ

নিজস্ব প্রতিবেদন: এবার পুজোয় ‘ডবল রূপঙ্কর’ নিয়ে এল দ্যা ড্রিমার্স মিউজিক পিআর এজেন্সি। নিবেদনে খুকুমণি , সহযোগিতায় থিজম ইভেন্টস।দু'টো নতুন আধুনিক বাংলা গান প্রকাশ অনুষ্ঠান হয়ে গেল লেজেন্ড এন্ড লিগেসি ক্যাফেতে। গান রেকর্ড হয়েছিল দমদম এর ঐতিহাসিক এইচ.এম.ভি স্টুডিও -তে যা এখন সারেগামা নামেই পরিচিত। দ্যা ড্রিমার্স এর কর্ণধার সুদীপ্ত চন্দ এর কথায় ও সুরে দু'টো নতুন গান প্রকাশ পেল জাতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত সঙ্গীত শিল্পী রূপঙ্কর বাগচীর কণ্ঠে। গান মুক্তি পেল ২৫ সেপ্টেম্বর,২০২৬। এই মাসেই ২৭ সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিক ট্যুরিজম ডে, আর এই দিনকে মাথায় রেখে বিগত বেশ কিছু বছর ধরে পুজোর আগে নতুন বাংলা গান প্রকাশ করে আসছে দ্যা ড্রিমার্স। উল্লেখ্য, এই সংস্থার অন্যতম প্রধান অনুষ্ঠান ‘মাউন্টেন মিউজিক ফেস্টিভ্যাল’, যা পাহাড়ে আয়োজিত হয়। ‘মেঘ আসে পাশে ‘, ‘একলা পথ’ এই দু'টো গান প্রকাশ করলেন রূপঙ্কর, দেবজ্যোতি মিশ্র, খুকুমণি এর পক্ষে অরিত্র রায় চৌধুরী, রিয়া রায় চৌধুরী, থিজম ইভেন্টস এর পক্ষে ঋতম সাহা, সঙ্গীত আয়োজকদের মধ্যে মাধুর্য্য মুখার্জি, রণদেব মুখার্জি প্রমুখ। প্রথম গান ক্ষ্মমেঘ আসে পাশেক্ষ্ম এর সঙ্গীত আয়োজনে রণদীপ মুখোপাধ্যায় যিনি মানু নামেই বেশি পরিচিত, দ্বিতীয় গানটি ক্ষ্মএকলা পথ ক্ষ্ম মাধুর্য্য মুখোপাধ্যায় এর করা। এক সময় পুজোর গান বলতেই এইচ.এম.ভি এর পুজোর গানের কথা মনে পড়ে যায়। সেই সময় পুজোয় প্রকাশ পেত প্রখ্যাত সব শিল্পীদের গানের রেকর্ড। সেই নস্টালজিয়াকে মনে রেখেই সেই স্টুডিওতে গানের রেকর্ডিং করেন রূপঙ্কর। শিল্পী জানালেন, ক্ষ্ম১৯৯২ সালে প্রথম এই স্টুডিওতে আসি সুমন দার গানের রেকর্ডিং দেখতে। পরে অবশ্য আমার নিজের অ্যালবাম এর রেকর্ডিং এ বহুবার এসেছি।দু'টো নতুন গান রেকর্ড করতে আবার গিয়েছিলম। সুদীপ্ত এর জন্য আগেও বেশ কিছু গান করেছি। বেশ ভালো কাজ। ক্ষ্ম অন্যদিকে সুদীপ্ত চন্দ বলেন, ‘বিগত বেশ কিছু বছর ধরেই নতুন বাংলা গান করে আসছি। মূলত বাংলা ট্র্যাভেল সং আমাদের কাজের একটা মূল বৈশিষ্ট্য।পাহাড়ের নানা প্রান্তে আমাদের গানের শুটিং হয়ে থাকে। এই গান দু'টোর ক্ষেত্রেও পাহাড়ের মনোরম দৃশ্য নজর কাড়বে, সাথে দু'টো মেলোডি নির্ভর গান তো থাকছেই।’ গান দু'টো মুক্তি পেল সব জনপ্রিয় অনলাইন মিউজিক স্ট্রিমিং মাধ্যমে, আর ‘একলা পথ’ গানের মিউজিক ভিডিও দ্যা ড্রিমার্স মিউজিক পিআর এজেন্সি এর অফিসিয়াল ইউটিউব চ্যানেলে।

আসছে মা...

চলছে প্রস্তুতি

কালীঘাটের পটুয়াপাড়া

ছবি: অদিতি সাহা